কমলাকরুণাবিলাসো

নাম

শুভাঙ্ক

...রমোহন-প্রামাণিক-মহাশয়েন রচিতঃ

শ্রীযশোদানন্দন-প্রামাণিকেন প্রকাশিতঃ

কলিকাতারাজধান্যাং
অখিলমিস্ত্রিলেনস্থে চতুঃষষ্টিতম ভবনে হিন্দুমেশিনযন্ত্রেণ
শ্রীহরিদাস ঘোষেণ মুদ্রিতঃ

উৎসর্গপত্র

দিনাজপুরাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়

বাহাদুরের

করকমলে

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের রচিত এই অভিনব

সংস্কৃত নাটক

সাদরে অর্পিত হইল

শান্তিপুর
শকাব্দ ১৮২০, মাঘ

শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক

একাঙ্কবিশিষ্ট হওয়াতে দশবিধ রূপকের মধ্যে ইহাকে অঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে না। যদি এ সকল কারণ সত্ত্বেও ইহার অঙ্কাভিধেয়ত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও ইহা কোন এক অনির্ব্বচনীয় নাটক বিশেষের একাংশ বটে, সুতরাং সে জন্যও ইহাকে "অঙ্ক" বলিবার বাধা হইতে পারে না।

এই গ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকটী পদ্য আছে, তাহার সমুদয়ই গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পদ্যের মধ্যেও যে যে স্থানে অর্থের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য আছে, তাহাও ব্যাখ্যা দ্বারা বিশদ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানির সমালোচন পক্ষে মদীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালিদাস সেন বৈদ্যরত্ন মহাশয় ও শান্তিপুরের রামনগরস্থ বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন; এবং শান্তিপুরের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন মহাশয় তার্কিক হইয়াও যে ইহার প্রতি একবার সানুকম্প দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, ইহাই অতিশয় শ্লাঘার বিষয়। অতএব এই মহাত্মাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এতদ্ভিন্ন শান্তিপুরের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রামনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উৎসাহক্রমেই এই নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে; এজন্য তাঁহাকে ইহার দ্বিতীয় রচনাকর্ত্তা বোধ করিয়াই আমি এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে সর্ব্বত্রই "আমি" এই শব্দের স্থলে "আমরা" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি; অতএব তাঁহার যত্নের কথা অধিক লেখা বাহুল্য।

শাকে বসুগজাব্ধীন্দৌ শুভাঙ্কোঽয়ং কৃতো ময়া।
দুর্ভিক্ষাদিবিনাশিন্যা লক্ষ্ম্যাঃ প্রীত্যৈ সুলক্ষণঃ॥

"ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা-
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥"

প্রকাশকের নিবেদন

"ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ" প্রকাশের পর গ্রন্থকারকৃত এই নাটকখানি প্রকাশিত হইল। ১৭৮৮ শাকে নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। এতদিন মুদ্রাঙ্কিত না হওয়ার কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। গ্রন্থকারের রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে; সেগুলিও ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কিত করিবার বাসনা আছে। ঐ সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে "কবিকল্পলতাকুসুম" নামক অলঙ্কারবিষয়ক গ্রন্থ, "দ্বিরূপকোষ ও উপসর্গার্থনির্ণয়", "তত্ত্বসংগ্রহ", "বচনের নিয়ম ও লিঙ্গার্থসংগ্রহ" ও ইংরেজী ভাষায় "The Common Sense of Religion", বহুমূল্য বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকার যে "A Comparative Grammar" নামক পুস্তকের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। গ্রন্থকারের দর্শন ও প্রতিভা যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা এই সকল গ্রন্থের নামমাত্র পাঠেই উপলব্ধি হইবে। পরন্তু তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য কবি, দার্শনিক, ভাষাবিৎ ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ এদেশে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। "কবিসময় নিরূপণ" গ্রন্থের ভূমিকাতে তাঁহার জীবনী সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থরচনার অল্প দিন পরে গ্রন্থকার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্র ও তদুত্তর এই স্থানে সন্নিবেশিত করা গেল।

"যথাবিহিতবিনয়পুরঃসরনিবেদনমিদম্—

পূর্ব্বে "সংস্কৃত কোকিল দূত" নামক একখানি পুস্তক সমালোচন করিবার নিমিত্ত মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং মহাশয় তাহাতে যথোচিত মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য হস্তলিখিত "কমলা-করুণা-বিলাস" নামক নাটক একখানি প্রেরণ করিতেছি; অভিপ্রায় এই মহাশয়ের দ্বারা ইহা সংশোধিত হইলে যদি উপযুক্ত বোধ হয়, তবেই সাধারণ সমীপে প্রকাশ করা যাইবে। শুনিয়াছি সংস্কৃত বিদ্যালোচনাসমাজে প্রধান কর্ম্মচারীর পদে মহাশয় অভিষিক্ত হইয়াছেন; অতএব সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ যে কোন প্রবন্ধ হউক, তাহা মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে পর্য্যালোচিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিমধিকং বিজ্ঞবরেষু নিবেদ্যমিতি।

শান্তিপুর,
১২৭৪ সালের ১৩ই আষাঢ়। — নিঃ শ্রীহরিমোহন দাস প্রামাণিক

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়েষু,

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

ভবদীয় "কমলাকরুণা বিলাস" নাম সংস্কৃত নাটকখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে, এবং মহাশয় তদ্রচনায় ও সংস্কৃত বিদ্যায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, এতদ্দৃষ্টে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভরসা করি মহাশয় অবিলম্বে অভিনব নাটকখানি মুদ্রিত করাইয়া সাধারণ জনগণের প্রীতি সম্পাদন করিবেন। ইতি ১৭ই ভাদ্র, ১২৭৪ সাল।

নিঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য

১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থকারের পরলোক হয়। মূল পাণ্ডুলিপি খানি গ্রন্থকার ক্ষুদ্রাক্ষরেও অনেক স্থানে এতদূর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যে সমগ্র উদ্ধার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অথচ সে সকল পরিত্যাগ করাও অন্যায় বোধে এত দিন মুদ্রাঙ্কণের চেষ্টা হয় নাই। গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর পাঠে "বাসুদেববিজয়"-কর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন মহাশয় বিশেষ সমর্থ; বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহাকে এই নাটকখানির দ্বিতীয় রচনাকর্ত্তা বলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার যত্ন ও সাহায্য লাভ করিয়া যতদূর সাধ্য গ্রন্থকারের লিপি উদ্ধার করতঃ এই নাটকখানি এত দিন পরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারের রচনার একটা কথাও পরিবর্ত্তিত বা তাহার কোন অংশও পরিবর্দ্ধিত হয় নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার হস্তাক্ষর অনেকাংশে লুপ্তপ্রায় হওয়ায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

গত বৎসর আমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নাটকখানির মুদ্রাঙ্কণের ভার আমার প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পুত্র রিপণ কলেজের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উপর অর্পণ করি। রামেন্দ্রসুন্দর আহ্লাদ সহকারেই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন এবং তিনি যেরূপ বিবেচনা, পাণ্ডিত্য ও যত্নসহকারে নাটকখানির মুদ্রাঙ্কণে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা না পাইলে আমার দ্বারা এ কাজ সংসাধিত হইত না।

শান্তিপুর
মাঘ, শকাব্দ ১৮২০ } শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক

কমলাকরুণাবিলাসম্

নান্দী

যা ক্লিষ্টমালোক্য পতিং[১] নিরন্নং
ত্যক্ত্বাষ্ট হস্তান্ দ্বিভুজান্নপূর্ণা।
সা বিশ্বমালোক্য নিরন্ননষ্টং
দুর্ভিক্ষনাশে ভবতু প্রসন্না[২] ॥*

অপিচ

যা বিদ্যা বিমলা বিমুক্তিকরণী মায়া চ যা মোহনী
যা ভক্তির্ভগবৎপ্রসাদজননী মুক্তেস্তিরস্কারিণী।
যা শ্রীঃ পুণ্যবতাং গৃহেম্বঘবতাং গেহেষু যা নির্ঋতিঃ[৩]
শক্তিং শক্তিমতো বিভোর্ভগবতস্তাং তাং নমস্কুর্ম্মহে ॥

* যিনি নিজ পতিকে অনশননিবন্ধন ম্লান দর্শন করিয়া, দশভুজা হইয়াও লোকনিন্দা ভয়েই যেন স্বীয় অষ্টভুজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দ্বিভুজা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা অন্নাভাবে নষ্টপ্রায় এই বিশ্বসংসার অবলোকনে প্রসন্না হইয়া দুর্ভিক্ষ নাশ করুন।

(১) পতিঃ শিব ইতি শৈবদর্শনম্।

(২) এই শ্লোকটী বালকবি শ্রীযুক্ত রামনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত।

(৩) নির্ঋতে ত্বদৃতে সৌখ্যং মন্যন্তে চেজ্জগজ্জনাঃ।
তথাপি ময়ি কারুণ্যাম্মদ্গৃহে নির্ঋতে বস ॥"

স্যাদলক্ষ্মীস্তু নির্ঋতিরিত্যমরঃ। নির্গতা ঋতিরশুভং যস্যা, হে তাদৃশে। ঋতিরশুভমিতি ধরণিঃ।

কিঞ্চ

লোকোত্তরং হৃত্তব লোকমাতঃ
স বেদগর্ভোঽপি ন বেদ মাতঃ।
যৎ প্রোহ্য কর্ত্রী সুমনোঽগ্রিয়স্ত্বং
জড়প্রধানং বত ভাগ্যবন্তম্ ॥*

† মুক্তিপদবিধায়িনী, সুবিমলা বিদ্যা যিনি,
মায়া যিনি ভুবনমোহিনী।
যিনি ভক্তি পরাৎপরা, মুক্তির গৌরবহরা,
ভগবৎপ্রসাদজননী ॥
ধার্ম্মিকের গৃহে যিনি, সদা লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
অলক্ষ্মী পাপীর গৃহে যিনি।
তাঁরে করি নমস্কার, সর্ব্বশক্তিমূলাধার,
ঈশ্বরের শক্তিরূপা তিনি ॥

* হে মাতঃ লোকমাতঃ লক্ষ্মী, তোমার যে অলৌকিক হৃদয় তাহা ব্রহ্মা বেদগর্ভ হইলেও জানিতে সমর্থ নহেন; যেহেতু তুমি সেই প্রসিদ্ধ "সুমনোঽগ্রিয়", অর্থাৎ সর্ব্বদেবপ্রধান ইন্দ্রকে[১] পরিত্যাগ করিয়া "জড় প্রধান", অর্থাৎ জলমাত্রপ্রকৃতিক অর্থাৎ জলাত্মক অথবা সমস্ত জলাশয়ের শ্রেষ্ঠ[২] সমুদ্রকে ভাগ্যবান্ করিয়া থাক[৩]। অথবা "সুমনোঽগ্রিয়" অর্থাৎ পণ্ডিতের অগ্রগণ্য ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া "জড়প্রধানকে", ঘোরতর মূর্খকেও ভাগ্যবান্ করিয়া থাক। অতএব এ অতি আশ্চর্য্য অথচ খেদের বিষয়[৪]।

(১) সুমনাঃ পুষ্পমালত্যোঃ স্ত্রী দেববুধয়োরপীতি বৈজয়ন্তী।

(২) এ স্থানে লক্ষণাদ্বারা জল শব্দে আশ্রয়াশ্রিতসম্বন্ধে জলাশয়কে বুঝাইল। জড়ং জলমিত্যমরটীকায়াং রায়মুকুটঃ। ডলয়োরেকত্বাচ্চ।

(৩) পুরাণে বর্ণিত আছে যে দুর্ব্বাসার অভিশাপ হেতু লক্ষ্মী প্রতিকল্পেই একৈকবার ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

(৪) খেদানুকম্পাসন্তোষবিস্ময়ামন্ত্রণে বতেত্যমরঃ।

অপিচ

শুদ্ধবর্ণা বেদবাণীত্যেব বেদয়িতুং খলু।
বেদযোনেঃ শুদ্ধবর্ণা বাণী যাজনি তাং ভজে॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ।

অলমতিবিস্তরেণ। (সমন্তাদবলোক্য) অদ্য খলু সুবিহিতকোজাগররাত্রে সমাহিতসুখাতিমাত্রে পুণ্যরাত্রে ত্রৈলোক্যসৌভাগ্যসিন্ধুনিলয়ায়া ভক্তজনহৃদয়-কমলালয়ায়া ভগবত্যাঃ কমলায়াঃ প্রবর্ত্তমানায়াং বিধিবোধিতপূজায়াং কৃত-মহামহোৎসবস্য নরবাসবস্য বাসস্থলে—

নানা বাদ্যং লোককোলাহলাঢ্যং
স্বর্গং মর্ত্ত্যং ব্যানশে যচ্চ সর্ব্বম্।

"বেদবাণী" বেদবাক্য "শুদ্ধবর্ণা" শুদ্ধাক্ষরা হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদ-বাক্যে কখনই বর্ণদোষের আশঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু তাহা ঈশ্বরপ্রণীত। বোধ হয় ইহা জানাইবার নিমিত্তই যিনি "বেদযোনি" বেদের উৎপত্তিস্থান অথচ বেদগর্ভ ব্রহ্মা হইতে "বাণী" সরস্বতী নামে "শুদ্ধবর্ণা" শুক্লরূপা হইয়া[১] অবতীর্ণা হইয়াছেন[২] তাঁহাকে ভজনা করি।

(১) তথাচ কাব্যাদর্শে সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীতি। এবং সরস্বতীর নামও "শুক্লা" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে। শুদ্ধঃ শুক্লে চ পূতে চ কেবলে চ প্রযুজ্যতে ইতি ধরণিঃ। বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ বর্ণন্তু বাক্ষরে ইত্যমরঃ।

(২) বাণী বাক্যং সরস্বতী চ। যথা ব্রাহ্মীতু ভারতী ভাষেত্যত্র ব্রাহ্ম্যাদি বচঃপর্য্যন্তং বচসি, ব্রাহ্ম্যাদি সরস্বতীপর্য্যন্তং সপ্তকং সরস্বত্যাঞ্চেষ্যতে ইত্যমরটীকাকৃদ্ভরতঃ। কোন কোন পুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তদধিষ্ঠানভূতা নদীবিশেষকে (সরস্বতীকে) রাজনির্ঘণ্টাদিতে "ব্রহ্মসুতা" কহিয়াছেন। এতাবতা সরস্বতীই যে বেদময়ী মূর্ত্তি ইহা ধ্বনিত হইল। এবং "দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং যন্তিতুমুদ্যতম্" এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যানে 'সুতাং বাচং' ইহা শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন।

তত্রামর্ত্ত্যক্ষ্মাপতেরাশ্বিনেয়ৌ
নির্ণিন্যাতে কর্ণশূলে নিদানম্ ॥*

এবমন্যত্র

"সুঘনং সুততং সুঘনং সুততং
সহসা শুষিরৈঃ সহসা শুষিরৈঃ।
অথবাদ্যমভূদথ বাদ্যমভূ-
রভসোদ্যমভূ রভসোদ্যমভূঃ ॥"†

* নানা বাদ্য লোককোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য[১] ব্যাপিল সকল ॥
ইন্দ্রের[২] জন্মিল কর্ণশূল।
অশ্বিনীকুমার চিন্তাকুল ॥

† অথ[৩] অনন্তরং অথবাদ্যং মঙ্গলবাদিত্রম্ অভূদিত্যন্বয়ঃ। মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্নকাৎস্নে্যষথো অথেত্যমরঃ। তৎ কিম্প্রকারমিত্যাহ সুঘনমিত্যাদি। সুঘনং সুন্দরং কাংস্যতালাদি বাদ্যং, সুততং সুন্দরং বীণাদি বাদ্যঞ্চ, শুষিরৈঃ বংশ্যাদি বাদ্যৈঃ সহেতি শেষঃ। ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্। বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনমিত্যমরঃ। সহসা হঠাৎ সুঘনং নিরন্তরং মুহুর্মুহুঃ সুততং অতিবিস্তৃতং। সুশব্দোঽতিশয়াদিম্বিতি দুর্গাদাসঃ। অভূদিতি যাবৎ। অতএবেতি পূরণীয়ং। অদ্য নাসীদ্ ভূঃ ইতঃ পূর্ব্ব-

(১) মর্ত্ত্যং মধ্যমলোক ইতি জটাধরঃ।

(২) আদিত্যা ঋভবোঽস্বপ্না অমর্ত্ত্যা অমৃতান্ধস ইত্যমরঃ, অতএব "অমর্ত্ত্যক্ষ্মাপতি" শব্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে বুঝাইল।

(৩) এটী এই শ্লোকের কোন প্রসিদ্ধ টীকা নহে; ইহা আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত মাত্র। অতএব ইহা দ্বারা শ্লোকের প্রকৃতার্থ নিরূত হইল কি না সন্দেহ।

(পুনঃ পরিতোঽবলোক্য সহর্ষম্) অহো কিমাশ্চর্য্যম্। অত্র কিল নরেন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বে নরা নরলোকস্থিতাঅপি সুরলোকাসম্ভবেনাপি ঘৃতাচী-গর্ভ-সম্ভবেনান্বিতং[১] রম্ভাতিলোত্তমাদিসহিতং[২] দেববাঞ্ছিতমমৃতং[৩] লব্ধ্বা পুরন্দরপুরবাস-সুখমপ্যুপলব্ধবন্তঃ।

(কিঞ্চিদগ্রতো গত্বা পুরস্তাদবলোক্য) হন্ত হন্ত কথমেতে কার্য্যান্তর-বিস্মরা ঘস্মরাঃ পৃথুপৃথুকরাশিমিলিতং পয়োরাশিং প্রাপ্যাপি পুনঃ "ন রাত্রৌ দধিভোজনম্" ইতি বচনস্যাপবাদমন্বেষমাণাঃ সন্তো মিথ্যাবিবাদং কুর্ব্বন্তো

মুৎপত্তির্যস্য সঃ অভূঃ অপূর্ব্বঃ রভসোহর্ষঃ। রভসোহর্ষোবেগশ্চেতি মেদিনী। আদ্যং প্রথমং যথা তথা অভূদিতি শেষঃ। সমুচ্চয়ার্থকবাশব্দেনান্বয়াৎ। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে ইতি মেদিনী। তেন মাৎ ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্ব্বা। মো ব্রহ্মেত্যেকাক্ষরকোষঃ। বিষ্ণুশ্চেতি মেদিনী। প্রথমমুদ্ভবো যস্যাঃ সা মভূঃ পৃথিবী। তস্যা এব সর্ব্বেষামাদ্যোৎপন্নত্বাৎ। রভসোদ্যমভূঃ হর্ষেণ বেগেন বা য উদ্যমস্তস্য স্থানভূতা সতী শুষিরৈঃ বিবরৈঃ করণৈঃ সহসা হাস্যযুক্তা অভূদিত্যূহম্। অত্যুদ্ভটবাদ্যশব্দেন পৃথ্বী বিদীর্ণাভূদিতি ভাবঃ। অথচ শরৎকালে জলনির্গমেণ পৃথিব্যাঃ স্থানে স্থানে জলপ্রণালীভূতানাং বিবরাণাং প্রকাশোঽভূদিতি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষালঙ্কারগম্যো বস্তুধ্বনিঃ।

অনন্তর মাঙ্গলিক বাদ্য আরব্ধ হইল। ইহাতে বংশীপ্রভৃতির সহিত সুন্দর কাংস্যতালাদি ও বীণাদি বাদ্য যাহা হইতে লাগিল, তাহাতে এমন এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্ভব হইল যে তদ্দ্বারা পৃথিবীও নিজ বিবরসমূহ দ্বারা হাস্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ অতি ঘোরতর শব্দ প্রযুক্ত পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ বর্ষাকালে জলপ্রয়াণহেতু পৃথিবীর স্থানে স্থানে যে সকল প্রণালী হইয়াছিল, তাহাই এই শরৎকালে জল শুষ্ক হওয়াতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল ; ইহাই উৎপ্রেক্ষাক্রমে বর্ণনা করা হইল।

(১) "ঘৃতাচী" অপ্সরা বিশেষ। পক্ষে "ঘৃতাচী-গর্ভসম্ভব", স্থূলৈলা (বড় এলাচী)।

(২) রম্ভা ও তিলোত্তমা নাম্নী বিদ্যাধরী ; পক্ষে কদলী ও উত্তম তিলাদি দ্রব্য।

(৩) "অমৃত" ভক্ষণীয় দ্রব্য এবং সুধা।

বর্ত্তন্তে? তৎ সম্প্রতি সর্ব্বসম্প্রীতিপ্রদং প্রকটিততরুণচ্ছবিনা কবিতাকমলরবিণা কেনচিদভিনবকবিনা প্রণীতং "কমলা-করুণা-বিলাসং" নাম রূপকং প্রয়োক্তুমুদ্যতা বয়মেতানহিতান্[১] হিত্বা সহৃদয়মহোদয়বর্গানুপস্থাস্যামঃ। (আকাশে লক্ষং বদ্ধা) কিং ব্রবীষি[২] কথমাধুনিকস্য ক্ষুদ্রতরজনস্য কৃতিভির্মহতাং সামাজিকজনানাং প্রীতিজননসম্ভাবনেতি। অয়ে শৃণু পুনস্তাবৎ

ক্ষুদ্রস্যাত্যল্পকার্য্যং হি চমৎকারায় কল্পতে।
তেনেতি প্রথিতং লোকে অমৃতং বালভাষিতম্॥

(নেপথ্যে) ভাব! ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাম্। এতে খলু অভিনবনাটকদর্শনপ্রয়োজনাঃ সর্ব্বে নবনাগরজনাঃ কৌতুকরসতরঙ্গেণ রঙ্গেণ সঙ্গমিতা রঙ্গভূমিমধিরোহন্তি ব্যাহরন্তি চ সর্ব্বমেব শৈলূষজনং প্রতি প্রবর্ত্তন্তামামুখবিধয় ইতি।

সূত্র। (আকর্ণ্য সানন্দম্) অহো নু খলু মে লালসামরুভূমিঃ সন্তোষসলিলেন প্লাবয়িতুমারব্ধা।

(পুনর্নেপথ্যে) তৎকিমিতি পারিপার্শ্বিক! নারম্ভয়সি কুশীলবৈঃ সহ সঙ্গীতকমপারকরুণাসূচকং বরুণালয়সুতায়াঃ।

প্রবিশ্য পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! কহেহি কস্‌স সময়স্‌স বণ্ণণেণ তুহ্মাণং মণোরহসম্পত্তিং অহিণন্দামি[৩]।

সূত্র। (সহর্ষম্) মারিষ! নন্বিয়মেব শরদারম্ভস্য রমণীয়তা সর্ব্বথা বর্ণয়িতব্যা। কিঞ্চাত্র প্রফুল্লরজনীগন্ধাদিসুগন্ধিকুসুমবৃন্দস্যন্দমানানন্দমকরন্দবিন্দু-সন্দোহসন্দোলিত-নিখিলহৃদয়াভিনন্দন-মন্দমন্দগমনশীল নন্দনবনবাসোৎসুকচন্দন-

(১) "অহিত" শব্দে শত্রু; অর্থাৎ যাহারা কেবল উদরম্ভরি তাহারা সঙ্গীতাদি সর্ব্বরসের অরসিক এবং তত্তৎ রসাভিজ্ঞদিগের অপ্রিয়।

(২) কিং ব্রবীষীতি যন্নাট্যে বিনাপাত্রং প্রযুজ্যতে। শ্রুত্বৈবানুক্তমপ্যর্থং তৎ স্যাদাকাশভাষিতমিতি।

(৩) কথয় কস্য সময়স্য বর্ণনেন যুষ্মাকং মনোরথসম্পত্তিমভিনন্দয়ামি। যদিও পারিপার্শ্বিকের বাক্য প্রায়ই সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ হওয়াই দেখা যায়, তথাপি ধনঞ্জয়বিজয়াদি কোন কোন নাটকে প্রাকৃত ভাষাতেও লিখিত হইয়াছে।

পবনকৃতসেবনমেকান্তকান্তরূপরজনীকান্ত-বিমলকর-করাপসারিততিমিরাবগুণ্ঠনং রজনীমুখঞ্চ[১]।

পারিপার্শ্বিকঃ। (সকৌতুকম্) অম্মহে! মেহোবরোহবিমুক্‌খণহথলথিদ-হিমকরকরোল্লসিদতুগ্ধসিন্ধুপূরধবলুজ্জলজোহ্নাজলপক্‌খালিদমুহী অধিঅদররমণিজ্জদংসণা দেঈ সরদো[২]।

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

কূজৎসারসকাঞ্চিকা মৃদুলসৎকাদম্বপাদাঙ্গদা
চক্রাহ্বস্তনমণ্ডলা দরদলদ্রাজীবকোষাননা।
নীলাম্ভোরুহলোচনা মধুকরশ্রেণীভ্রমদ্ভ্রূলতা
রাজত্যদ্য পরাগরঞ্জিবসনা মূর্ত্তেব দেবী শরৎ ॥*

সূত্র। সাধু! সাধু! শ্রবণাঞ্জলিপুটপেয়মিদং সুধাসম্মিতমেব সঙ্গীতকম্।

(ইতি সপুলকম্)

বিগতজলদজালং বিস্ফুরত্তারমালং
স্ফুটতরশশিনালং শোভতে খং বিশালম্।।'

* নিরবকর রবকর সারসপক্ষিসকল যাহার কাঞ্চীদাম হইয়াছে, মৃদুমন্দ-বিহারী কলহংসগণ যাহার নূপুর হইয়াছে, চক্রবাক সকল যাহার স্তনমণ্ডল এবং চঞ্চল চঞ্চরীকশ্রেণী যাহার ভ্রূলতা, এবম্ভূতা ঈষদ্বিকশিতকমলকোষাননা নীলনলিননয়না দেবী শরদৃতু পুষ্পপরাগ দ্বারা রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া যেন অদ্য মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

(১) শরৎকালেও দক্ষিণ বায়ু সঞ্চারিত হয়; তাহার পরেই শীতের প্রারম্ভে উদীচ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এজন্য এ স্থানে নন্দনবনবাসোন্মুখ বলিয়া মলয় পবনের বর্ণনা করা হইল। যেহেতু উত্তরদিক্‌স্থ সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যেই নন্দন বনের অবস্থিতি কথিত হইয়াছে; তথাচ গোলাধ্যায়ে "বনং তথা চিত্ররথং বিচিত্রং, তেষপ্সরোনন্দনদন্দন-ক্ষেত্যাদি"।

(২) আশ্চর্য্যম্! মেঘোপরোধবিমুক্তনভঃস্থলস্থিতহিমকরকল্লোল্লাসিতদুগ্ধসিন্ধুপূর ধবলো-জ্জ্বলজ্যোৎস্নাজলপ্রক্ষালিতমুখী অধিকতররমণীয়দর্শনা দেবী শরৎ।

নেপথ্যে। (সাধিক্ষেপম্) ধিঙ্ মূর্খ বাবদূক! নটনকলামাত্রকুশলিন্ কুশীল কুশীলব! কিং বৃথা বালকবদাকাশমাত্রবর্ণনেন লোকান্ স্তোভয়সি। অরে পশ্য পশ্য সম্প্রতি রসাতলমিদং রসাতলযাতমিব লক্ষ্যতে। তথাহি—

অহহ জলদদত্তং দোহদং নোপলভ্য
প্রপততি পরিশুষ্কঃ পূর্ণগর্ভো ধরিত্র্যাঃ॥*

সূত্র। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য সবৈলক্ষ্যম্) অয়ে অয়মাসন্নদুর্ভিক্ষোপপ্লব-বিক্লবহৃদয়ঃ সুদীনঃ সুদামা নাম ব্রাহ্মণ এব ইতোঽভিবর্ত্ততে। তদস্মাকং স্থিতিরত্র নোপযুজ্যতে। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি প্রস্তাবনা[১]।

† আহা! এই বিশাল গগনমণ্ডল অভ্র মেঘজালবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সমুজ্জ্বল তারকারূপ বিশুদ্ধ মুক্তাবলী[২] ধারণ করতঃ সুপ্রকাশমান সুধাকর দ্বারা কি অপূর্ব্বই শোভমান হইয়াছে। অর্থাৎ চন্দ্র যেন ঐ মুক্তামালার মধ্যে মণি হইয়াছে।

* হায়! কি দুঃখের বিষয়, জলদদত্ত দোহদ[৩] অর্থাৎ জল না পাইয়া পৃথিবীর পূর্ণগর্ভও পরিশুষ্ক হইয়া পতিত হইতেছে।

---

(১) অত্র সূত্রধারেণ পঠিতস্য বাক্যস্যার্থং গৃহীত্বা পাত্রস্য প্রবেশনাদিয়ং কথোদ্ঘাতাখ্যা। তথাচ সাহিত্যদর্পণে। সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা। ভবেৎ পাত্র-প্রবেশশ্চেৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে ইতি।

(২) "তার" শব্দে তারকা (নক্ষত্র) এবং বিশুদ্ধ মণ্ডল। তারোমুক্তাদিসংশুদ্ধৌ তরলে শুদ্ধমৌক্তিকে। ঋক্ষাক্ষিমধ্যয়োস্তারেতি বিশ্বঃ।

তথাচ 'অলং ভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তিবারণবাচকমিত্যমরঃ। অলং শব্দের সান্নিধ্যদ্বারা চন্দ্রের ভূষণতা প্রতিপাদিত হইতেছে। অর্থাৎ ভূষণবাচী 'অলং' এই অব্যয় শব্দটী চন্দ্রের বিশেষণ। কৃ ধাতুর যোগভিন্ন 'অলং' শব্দের ভূষণার্থ হইতে পারে না এমত আশঙ্কা করিও না। কারণ যখন এই শব্দটি উপসর্গের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া কেবল অব্যয়ের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, তখন ইহার অবশ্যই বাচকতাশক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে। যদি ইহার কেবল দ্যোতকত্বশক্তিমাত্র থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র উপসর্গ বলা যাইত।

(৩) "দোহদ" গর্ভিণীর অভিলষিত দ্রব্য (সাধ) এবং গর্ভরক্ষণৌষধবিশেষ।

ততঃ প্রবিশতি নিরন্নভাবাপন্নো বিষণ্ণচেতাঃ সুদামা।

সুদামা। (সবিমর্ষম্) দেশকালবার্ত্তানভিজ্ঞা অবিজ্ঞজনগণা এব শরদি নীরদোন্মুক্তগগনস্য প্রশংসাং কুর্ব্বন্তি তদিচ্ছন্তি চ প্রতিপাদয়িতুম্। পরন্তত্র কৃষীবলানাং বচনমেব বলবদিত্যনুমীয়তে। তথাহি

মেঘো যদা বর্ষতি মেঘপুষ্পং
কন্যাং গতে ভাস্বতি কর্ণদঘ্নম্।
বাতাদিবিঘ্নঞ্চ বিনা তুলায়াং
শস্যং ভবেত্তর্হি বহুপ্রশস্যম্[১] ॥ *

তথাচ লৌকিকোক্তিঃ—

"..............কন্যায় কানেকান্।
বিনি বায় তুলায় বর্ষে কোথায় রাখ্‌বি ধান ॥"

(স্বগতম্) অহহ কিমিদানীং দুরতিক্রমণীয়ং দারুণতরকষ্টমাপতিতম্। মন্যে যথাবিহিতমন্বোঃ[২] রনুষ্ঠানমন্তরেণ কিং শতমন্যোরন্তরে মন্যু[৩] রেষ উদ্ভূতঃ। (প্রকাশম্)

শক্রো বক্রস্তদিহ সুতরাং নাস্তি সম্পাতপাতো
বৃত্তস্তস্মাৎ কৃষকনয়নাদ্বারিধারাপ্রপাতঃ।

* ভাস্কর কন্যারাশিস্থ হইলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে, মেঘ যদি ঊর্দ্ধে আকর্ণ-পরিমিত বারিবর্ষণ করে, এবং তুলা রাশিতে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস প্রবৃত্ত হইলে,[৪] মেঘ যদি বাতাদি বিঘ্ন ব্যতিরেকে জল প্রদান করে, তাহা হইলে অতি শ্লাঘ্যতম অর্থাৎ অতিশয় প্রচুর শস্যের ও ধান্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(১) প্রশস্যমিতি ক্যপ্‌প্রত্যয়েন নিষ্পন্নম্।

(২) এখানে "মন্যু" শব্দে যজ্ঞ।

(৩) এখানে "মন্যু" শব্দে ক্রোধ।

(৪) এতাবতা সমস্ত শরৎ কালকেই বুঝাইল, যে হেতু আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই মাসদ্বয়-ব্যাপী কালকেই শরৎকাল বলে।

স্মৃত্বা চৈবং সুরপতিকৃতং পূর্ব্ববৎ স্বাবমানং
ম্লানীভূতা কিমিহ কমলা ধান্যরূপাতিধন্যা ॥*

তদিদানীং নিখিলধনধন্যং ধান্যং বিনা লোকানাং কিমপি দুর্গতিঃ সমুপাগতা। যতঃ

"বহুধান্যকথানিষ্ঠঃ পুরাসীদ্ যঃ সুখাশয়ঃ।
বহুধান্যকথানিষ্ঠঃ স ইদানীং বিলোক্যতে॥" †

এবঞ্চ অন্নং বিনা হা

বহূনামত্র নারীণাং শ্রূয়তে পরিদেবনম্।
সকরুণমহো অঙ্করক্ষণায়ৈব কেবলম্॥ ‡

* ইন্দ্র বক্র হইয়াছেন, সুতরাং জলধারার আর পতন হয় না। এক্ষণে কেবল কৃষকদিগের নয়ন হইতেই বারিধারা পতিত হইতেছে। ইন্দ্রের এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া বুঝি ইন্দ্রকর্তৃক পূর্ব্ববৎ স্বীয় মানের খর্ব্বতা হওয়ার কথা স্মরণ করতঃ ত্রিভুবনধন্যা ধান্যরূপা লক্ষ্মী ম্লানীভূতা হইয়াছেন।১

† পূর্ব্বে যিনি সুস্থচিত্ত থাকিয়া বহুধান্যকথা অর্থাৎ বহুপ্রকার অন্য কথার আলোচনা করিতেন, তিনিই এক্ষণে কেবল বহুধান্য-কথা অর্থাৎ প্রচুর ধান্য যাহাতে হয় সেই কথা লইয়াই আন্দোলন করিতেছেন।

‡ এক্ষণে কেবল 'অঙ্করক্ষার' শরীর রক্ষার২ নিমিত্তই বহুতর স্ত্রীলোকেরা যে রোদন করিতেছে ইহাই শুনা যাইতেছে, অর্থাৎ এক্ষণে আর তাহাদিগের

(১) পূর্ব্বে ইন্দ্র দুর্ব্বাসা মুনির প্রদত্ত লক্ষ্মীর নিবাসভূত মালার অবজ্ঞা করাতে লক্ষ্মী আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহাতে ত্রিভুবনস্থ সকলেই একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া মহা কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার বাক্য;—ঐশ্বর্য্যমত্ত দুষ্টাত্মন্নতিস্তব্ধোঽসি বাসব। শ্রিয়ো ধাম স্রজং যত্ত্বং মদ্দত্তাং নাভিনন্দসি॥ এবং, মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে। তস্মাৎ প্রণষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি॥ ইতি।

(২) অঙ্কঃ শরীরমিত্যুণাদিকোষঃ।

হন্ত হন্ত ধিগ্ ধিগ্ বিষময়ে দুর্ভিক্ষসময়ে বুভুক্ষাপি দ্বিগুণং বর্দ্ধতে। যত ইদানীং নিয়তমনশনব্রতনিয়তানামৃষিপত্নীনামপি স্বস্বপতিং প্রতীদৃশং সমাসেনোক্তং[১] সোল্লুণ্ঠবচনং[২] মাকর্ণ্যতে। তথাহি

"দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ।
তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং বহুব্রীহিঃ স্যাম্॥" *

তৎ কিল সম্প্রতি বৃত্ত্যভাবে কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়োঽস্মি সংবৃত্তঃ। অহহ অস্মাকং বিষমবিপন্নানামেকমাত্রজীবনোপায়স্বরূপোঞ্ছবৃত্তিরপি নিবৃত্তিমাপন্না। যাচ্ঞাপথস্তু বহুবিসঙ্কটকণ্টকাবৃত ইতি নাস্মাভিরবলম্বিতুং যুজ্যতে। যতো মনস্বিগর্হিতঃ পন্থাঃ সমারোঢুমসাম্প্রতমিতি অভিযুক্তৈরুক্তম্। অতএব

বেশভূষাদির প্রতি মনঃসংযোগ নাই। কি উপায় দ্বারা জঠরানল নির্ব্বাণ হয় ইহাই সকলের চিন্তা হইয়াছে।[৩]

* আমি নিজে 'দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ হে স্বামিন্, তোমার দ্বিতীয়, অথবা 'দ্বন্দ্ব' রোগবিশেষ[৪] অর্থাৎ তোমার গলগ্রহ[৫]; এবং "দ্বিগু" [দ্বাভ্যাং গোভ্যাং ক্রীতা] দুইটী গরুদ্বারা ক্রীত অর্থাৎ তোমাকর্ত্তৃক আর্ষবিবাহ দ্বারা পরিণীত[৬]; আমার

(১) "সমাসেন" সংক্ষেপেণ। অথচ ষড়্‌বিধসমাসস্ত নামোল্লেখেন।

(২) বক্রোক্তিঃ।

(৩) অথচ পক্ষান্তরে 'অঙ্ক' নামক নাটকবিশেষের নিয়মরক্ষার নিমিত্ত বহুনারীর বিলাপ বর্ণনা করা বিধেয়; এইপ্রকার অর্থেরও সূচনা হইল। যেহেতু সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে "উৎসৃষ্টকাঙ্ক একাঙ্কে নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ। রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী বহুস্ত্রীপরিদেবিতম্॥ ইতি।

(৪) দ্বন্দ্বোরোগবিশেষ ইতি শব্দরত্নাবলী।

(৫) স্ত্রীও একপ্রকার গলগ্রহ, এজন্য কোন প্রাচীন কবি ব্যঙ্গক্রমে কহিয়াছেন, "কান্তা কান্তস্য সহসা বিদধাতি গলগ্রহম্" ইতি।

(৬) বরের নিকট হইতে দুইটী গোগ্রহণ করিয়া কন্যাদান করাকে আর্ষ বিবাহ কহে। যথাহ মনুঃ, একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ। কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ইতি।

বরং বনে বনে ভ্রান্ত্বা কন্দমূলনিষেবণম্।
তথাপি ধনিনাং দ্বারে যাচ্ঞাকার্য্যং সুদুষ্করম্ ॥*

সুতরাং

একত্র মানঃ শিখরিপ্রমাণো-
ঽপরত্র দৈন্যং বনবহ্নিতুল্যম্।
মধ্যে পতিত্বাহমুপায়হীনো
বিসঙ্কটং সঙ্কটমেব লেভে ॥†

ভবতু। নিয়তমনৈকান্তিকমেব বিধিকৃতব্যসনমিতি শ্রূয়তে, তদধুনা নিবৃত্তঃ সন্ গৃহং প্রতি গচ্ছামি। ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

ততঃ প্রবিশতি স্বীয়ক্ষুধাতুরশিশুভিরাক্রষ্টজীর্ণাম্বরা বিশীর্ণকলেবরা ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী। (সখেদমুচ্চৈঃ) হা মাতঃ কমলে! ত্বং কুত্রাসি? কিং চিরমধীরদুর্গতজনবচনমবধীরয়ন্তী বধিরায়সে? অয়ি ত্রিভুবনবরণ্যে নিখিলজনশরণ্যে কিং নিয়তমরণ্যে রোদনমিবাস্মাকং পরিদেবনং পরিণংস্যতি।

গৃহে নিত্যই "অব্যয়ীভাব" অর্থাৎ ব্যয়ের অসমস্থান। "তৎপুরুষ" অতএব হে পুরুষ, যাহাতে আমি "বহুব্রীহি" বহুধান্যবিশিষ্টা হইতে পারি, সেই প্রকার "কর্ম্মধারয়" কর্ম্ম কর, অর্থাৎ এখন আর জপতপের সময় নয়। এখন "ন কৃষেস্তু সমং বিত্তং" বলিয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগ কর।

* বরং বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কন্দমূলাদি(১) আহার করাও শ্রেয়স্কর; তথাপি ধনীদিগের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া যাচ্ঞা করা অতি দুষ্কর কর্ম্ম।

† একদিকে পর্ব্বতপ্রমাণ মান, অন্যদিকে দাবাগ্নিসদৃশ দৈন্যদশা অবস্থিত রহিয়াছে; আমি এই দুয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া নিরুপায় অর্থাৎ পলায়নাদি চেষ্টারহিত হইয়া আপনাকে বিষম বিপদাপন্ন জ্ঞান করিতেছি।

---

(১) "কন্দ" গোলাকৃতি শূরণ; "মূল" দীর্ঘাকৃতি মূলক ও আলু প্রভৃতি।

(এবং শিরসি করমাহত্য)

শীর্ষং রুক্ষমতীব কিন্তু হৃদয়ং স্নেহেন মে বিদ্রুতং

তন্তুর্হস্ত ন চাত্র কিন্তু স পরং চুল্লীমুখে সন্ততঃ ।*

(পুনর্দীর্ঘং নিঃশ্বস্য)

হা দুর্দ্দৈবমশেষদুঃখনিলয়ে গেহে মদীয়ঃ শিশুঃ

ক্ষুৎক্ষামোদ্গতবাষ্পগদ্গদগিরা রাত্রিন্দিবং রোদিতি ॥ †

(ক্ষণমশ্রূণি বিমুচ্য) হা কথং বা বারংবারং লজ্জায়ৈ জলাঞ্জলিং দত্ত্বা প্রতিবেশিনীগৃহেভ্যস্তণ্ডুলং ধারয়িত্বা দুর্ভগানর্ভকান্ পোষয়ামি তোষয়ামি চ স্বমুদরম্।

"বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিদারকুঠারিকা।

জঠরপিঠরী দুষ্পূরেয়ং করোতি বিড়ম্বনাম্॥" ‡

(কিঞ্চিদ্বিমৃষ্য সাক্ষেপম্) অহহ কষ্টাৎ কষ্টতরমিদমাপতিতম্। যতঃ

বৈগুণ্যেনৈব ভাগ্যস্য জাতঃ সর্ব্ববিপর্য্যয়ঃ।

চতুর্ম্মুখস্য বৈমুখ্যং স্বামিনোঽপিচ নিঃস্বতা ॥ §

---

* হায়! আমার মস্তক অতিশয় রুক্ষ হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাতে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যের সম্পর্কও নাই; কিন্তু আমার হৃদয়টী স্নেহদ্বারা অর্থাৎ সন্তানদিগের দুঃখ দর্শনে কারুণ্য দ্বারা[১] দ্রবীভূত হইতেছে। এবং এই মস্তকে তন্তুসূত্রমাত্র নাই। কিন্তু আমার চুল্লীর মুখদেশে প্রচুর "তন্তু" মাকড়সার জাল আবৃত রহিয়াছে; অর্থাৎ রন্ধন ব্যতিরেকে পাকস্থলীটী তন্তুজালাকীর্ণ হইয়াছে।

† হায় কি দুর্দ্দৈব! অশেষদুঃখনিলয় মদীয় নিকেতনে আমার শিশুসন্তান সকল ক্ষুধাজন্য ক্ষীণতর হইতেছে এবং বাষ্পোদ্গম হেতু সগদ্গদ বাক্যের দ্বারা কেবল রাত্রিদিন রোদন করিতেছে।

‡ এই দুষ্পূরণীয়া জঠরপিঠরী (জঠররূপ গর্ত্ত) বিপুল লজ্জারূপ লতার বিদারিকা কুঠারিকা স্বরূপ হইয়া কতই বিড়ম্বনা করিতেছে।

§ ভাগ্যবৈগুণ্যক্রমে সকল বিষয়েরই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দেখ যিনি চতুর্ম্মুখ অর্থাৎ বিধাতা তিনিও বিমুখ হইয়াছেন [বস্তুতঃ যাঁর চতুর্দ্দিকেই মুখ তাঁর

(১) স্নেহোঽস্ত্রী দ্রবহার্দ্দয়োরিতি বৈজয়ন্তী।

হা বিধাতঃ মাদৃশামকৃতসুকৃতলেশানাং দুর্ভগাণাং জন্মাপি নিরর্থকং গতমেব। ন খলু কদাচিৎ সুখস্যাণুমাত্রমপ্যনুভূতম্। তথাহি

বৈশাখে সুভগা নার্য্যো নানাব্রতপরায়ণাঃ।
সহেঽহং জঠরস্যাস্য কঠোরব্রতযাতনাঃ॥
জ্যৈষ্ঠে দিষ্টবতীনাঞ্চ নানাপুষ্পবিধারণম্।
শুষ্কেণ বল্কলেনৈব মম লজ্জানিবারণম্॥
শুচৌ নবাম্বুদং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা পুণ্যবতী ভবেৎ।
অহন্তু করকাপাতশঙ্কয়া ব্যাকুলান্তরা॥
শ্রাবণে নন্দয়ত্যম্বুধারান্তঃপুরবাসিনীঃ।
ভগ্নে গৃহে বসন্তীং মাং প্রপীড়য়তি কেবলম্॥
ভাদ্রে খরতরো রৌদ্রো দুঃসহোঽন্তঃপুরীযুষাম্।
দহ্যতে বাহ্যমন্তর্মে তেন চ জঠরাগ্নিনা॥ *

কখনই বিমুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।] এবং যিনি স্বামী তিনিও নিঃস্ব, অর্থাৎ নির্ধন হইয়াছেন [ফলতঃ ইহাও নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু 'স্ব' অর্থাৎ ধনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই স্বামী বলা যায়; তথাচ ব্যাকরণে স্বং বিদ্যতেঽস্যেত্যর্থে স্বামী।]

* বৈশাখে সুভগাগণ নানা ব্রতে রত।
জঠরের কঠোর যাতনা মোর ব্রত॥
জ্যৈষ্ঠে ভাগ্যবতীগণ নানা পুষ্প ধরে।
শুষ্ক বল্কলেতে মোর লজ্জা রক্ষা করে॥
আষাঢ়ে নবাভ্র হেরি সবে সুখী হয়।
পাছে শিল পড়ে বলে মোর মনে ভয়॥
শ্রাবণেতে বৃষ্টি হয় অন্য জনে সুখ।
ভগ্নগৃহে থাকি আমি পাই তাহে দুখ॥
ভাদ্রে পুরনারীগণে রৌদ্র নাহি সহে।
ক্ষুধাগ্নি ও রৌদ্রে মোর অন্তর্বাহ্য দহে॥

দুর্গার্চ্চামাশ্বিনে কর্ত্তুং সজ্জন্তে নগরাঙ্গণাঃ ।
অহং লজ্জাহতা সজ্জা তন্নৈবেদ্যপরিগ্রহে ॥
প্রদীপয়তি তূর্জ্জেহন্তঃপুরস্ত্রী দীপমালয়া ।
মম কুটীরমেতত্তু পাপেন তমসাবৃতম্ ॥
মার্গশীর্ষে নবান্নানি ভুঞ্জতেহন্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ।
উঞ্ছেনাপ্তেন ধান্যেন জীবনং ধারয়াম্যহম্ ॥
পৌষে বিবিধপিষ্টান্নং পুরস্ত্রীণাং পুরে পুরে ।
হৃদো মে পুরুদুঃখেন নিয়তং পিষ্টপেষণম্ ॥
মাঘে পুণ্যবতী নারী করোতি পুণ্যসাধনম্ ।
পাপীয়সীং ন মাং জাতু জহাতি পাপচিন্তনম্ ॥
ফাল্গুনে প্রমদানাং হৃৎপ্রমোদো জায়তেতরাম্ ।
হৃদয়ং পীড্যতেহত্যর্থং মমান্নমাত্রচিন্তয়া ॥*

* আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে নারীগণে ।
আমি লজ্জাহতা সজ্জা নৈবেদ্যগ্রহণে ॥
কাৰ্ত্তিকে প্রদীপমালা দেয় রামাগণ ।
তিমিরে আশ্রয় করে মোর নিকেতন ॥
মার্গশীর্ষে নবান্ন ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন ।
উঞ্ছপ্রাপ্ত ধান্যে আমি রাখি এ জীবন ॥
পৌষে সর্ব্বলোকে করে পিষ্টক পোষণ ।
দুঃখে করে মোর হিয়ার পিষ্টপেষণ ॥
মাঘ মাসে সবে করে পুণ্যের সাধন ।
আমি পাপীয়সী করি পাপের চিন্তন ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ সুখ পায় নারীগণ ।
জঠর আগুনে করে আমারে দহন ॥

মধৌ সর্ব্বং মধূল্লাসৈর্নারীণাং মধুরায়তে।
বিষবদ্ভাতি বিশ্বং মে১ নিরন্নায়ৈ নিরন্তরম্ ॥ *

(ইতি বারংবারং স্বভাগ্যমনুশোচন্তী রোদিতি)

(ততঃ সাহন্নার্থং ক্রোশদ্ভিঃ শিশুভিরিতস্তত আকৃষ্যমাণা হৃদয়াহিতগুরু-বেদনা চাত্মনঃ ক্লেশাতিশয্যং রূপয়িত্বা স্বগতম্) অহো ইদানীং কুত্র মে গৃহপতি-র্গৃহপতিরিব নিখিলদুঃখানাম্। ইতি নিষ্ক্রান্তা।

বিষ্কম্ভকঃ।২

ততঃ প্রবিশতি দীনদর্শনঃ সুদামা।

সুদামা। (স্বগতম্) হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। যতঃ

কুক্ষ্যাবেগাদ্‌বুভুক্ষার্ত্তঃ ক্ষপিতাক্ষঃ ক্ষণে ক্ষণে।
আশু দুর্ভিক্ষযক্ষোঽত্র ব্যধাৎ প্রক্ষীণলক্ষণম্ ॥ †

হা বিধে! কথমেবংবিধে দুর্ভিক্ষেক্ষিতসময়ে অস্মাকমুঞ্ছশিল৩ বৃত্তিশীলানাং জীবিকানির্ব্বৃত্তির্ভবেৎ। কিঞ্চ

* মধুমাস অন্য জনে লাগে মধুসম।
অন্ন বিনা মোর ভাগ্যে সকলি বিষম ॥

† কুক্ষির আবেগ অর্থাৎ জঠরাগ্নির প্রবাল্যহেতু অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত যে দুর্ভিক্ষ-রূপ যক্ষ সে ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতি সত্বরই সকল ক্ষয় করিয়া তুলিল।

(১) ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি এই সূত্র হেতু চতুর্থী হইল।

(২) বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষেপার্থস্তু বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্র-প্রয়োজিতঃ॥ ইতি দশরূপকে।

(৩) ক্ষেত্রনিপতিত ধান্যকণা গ্রহণ করার নাম "উঞ্ছ" এবং তাদৃশ ধান্যমঞ্জরী গ্রহণ করার নাম শিল; তথাচ উঞ্ছোধান্যাংশকাদানং কণিশাদ্যর্জ্জনং শিলমিতি যাদবঃ।

কথং বা দ্রক্ষ্যামি স্নপিতবদনান্নেত্রসলিলৈ
র্মুহুর্হা তাতেতি ব্রুবত উপসন্নান্নিজশিশূন্।
উদঞ্চন্নেত্রান্তঃপ্রসরলহরীপ্লাবিতমুখীং
সদা হা কষ্টং ধিগ্‌ধিগিতি রুদতীং স্বপ্রণয়িনীম্॥ *

(ইতি স বিহস্তঃ১ পুনঃ স্বীয়রিক্তহস্তত্বেন বিহস্তঃ২ সন্ মন্দমন্দমুপসৃত্য দুঃখাতিভরেণ ক্ষামাক্ষরেণ প্রকাশম্) ব্রাহ্মণি, হা ক্বাসি ব্রাহ্মণি?

(পুনর্নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অয়ে? ইয়মেব সা মে সুখদুঃখৈকভাগিনী ব্রাহ্মণীতি সসম্ভ্রমং কতিচিৎ পদানি দ্রুততরং দধাতি।

ততঃ প্রবিশতি ক্রোড়ীকৃতশিশুসন্তানা ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী। (সগদ্‌গদং বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠেন) কথমার্য্যপুত্র? আর্য্যপুত্র! দ্রুতমেব বদ কেনোপায়েন বাদ্য বর্ত্তিতব্যং কর্ত্তব্যঞ্চ বা কিমস্মাভিঃ। অথবা অস্মাকং যথা তথা ভবতু কথয় কথমেতেষামস্মাকং জীবনাধিকানাং বালকানাং জীবিকানির্ব্বাহো বা ভবেৎ।

সুদামা। (স্বশিরসি করাঘাতং কৃত্বা স্বগতম্) অহো নিধনজনানাং৩ নিধনমেব শ্রেয়ঃ। তথাহি

দীনাং দিনত্রয়মুপোষ্য বিশীর্ণদেহাং
ক্ষুৎপীড়িতৈঃ স্বতনয়ৈর্ধৃতজীর্ণবস্ত্রাম্।

* হায় যখন নেত্রসলিলদ্বারা স্নপিতবদন আমার শিশুগণ হা পিতঃ হা পিতঃ বলিতে বলিতে আমার নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন আমি কিরূপে তাহাদিগের মুখাবলোকন করিব? এবং যে নিয়তই "হা ধিক্ কষ্ট হা ধিক্ কষ্ট" বলিয়া রোদন করিতে থাকে সেই নিজ প্রণয়িনীকেই বা আমি কি প্রকারে নিরীক্ষণ করিব?

(১) বিহস্তঃ পণ্ডিত ইতিমেদিনী।

(২) বিহস্তঃ ব্যাকুল ইত্যমরঃ।

(৩) এখানে "নিধন" শব্দে নির্দ্ধন। অব্যয় 'নি' শব্দের নিষেধার্থও বুঝায়। ইহা মুগ্ধবোধ টীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন।

কিংবা ব্রুবেঽহমতিদুঃখবিশীর্ণবক্ষা

ধিগ্ জীবিতং সুকঠিনং বিধিনা হতস্য ॥*

ইতি তুষ্ণীস্তূয় তিষ্ঠতি।

ব্রাহ্মণী। (তদভিপ্রায়ং লক্ষীকৃত্য বজ্রাহতপ্রায়া সমন্যুগদ্গদম্) কথমেতাদৃশেন চিরমনুষ্ঠিতেনাযাচকব্রতেন কালহরণং সম্ভবেৎ? তৎ সাম্প্রতং(১) প্রাণরক্ষার্থং কস্যচিৎ ধনিন আশ্রয় এবান্বেষ্টুং সাম্প্রতং(২) ভবতি।

সুদামা। (সনির্বেদং স্বগতম্)

বরং প্রায়োপবেশাখ্যং ব্রতং কার্য্যং মনস্বিনাম্।

তথাপি ধনমত্তানাং দ্বারে যাচ্ঞা সুদুঃসহা ॥†

(প্রকাশম্)। হা প্রিয়ে! সাবিত্র্যপদেশকালবর্জ্জং ন কদাপি ভিক্ষাশব্দোঽপি মদীয়শ্রবণদেশং প্রাপিতঃ। প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সো মানস্যানুরোধান্ন কচিদ্দানস্য প্রতিগ্রহে মমাগ্রহোঽপি সংজাতঃ। আস্তাং তাবন্মাদৃশাং মানৈষিণাং মানুষাণাং কথা; পশ্য তির্য্যগ্জাতীনামপি কীদৃঙ্মনস্বিতা। বায়ুমাত্রভক্ষণেন প্রাপ্তসন্তর্পঃ প্রৌঢ়সর্পঃ কেবলমযাচকবৃত্তেরবলম্বনেন কিমপি মহতা দর্পেণ বর্ত্ততে। অতএব

* যে অদ্য তিন দিন অবধি উপবাস করিয়া বিশীর্ণকলেবরা হইয়াছে, এবং ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ যাহার জীর্ণাম্বর আকর্ষণ করিতেছে সেই এই দীনাকে [অর্থাৎ ব্রাহ্মণীকে] আমি কি বলিয়া উত্তর দিব? যেহেতু অতিশয় দুঃখভরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণের সুকঠিন জীবনকে ধিক্; অর্থাৎ তাহা অনেক দুঃখেও গত হয় না।

† মনস্বী ব্যক্তি বরং প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন করিতে পারে, তথাপি ধনমদমত্তদিগের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া যাচ্ঞা করা তাহার সহ্য হইতে পারে না।

(১) "সাম্প্রতং" সম্প্রতি।

(২) "সাম্প্রতং" যোগ্যং যথা, সাম্প্রতং চাধুনার্থে স্যাৎ যুক্তার্থেঽপিচ সাম্প্রতমিতি বিশ্বঃ।

न দৈন্যবিজ্ঞপ্তিরনিচ্ছয়াথবা
ন গর্ব্বিতানাং বচসাং সহিষ্ণুতা।
গতাগতির্যত্র ন কুত্র বাঽপ্যহে-
র্বরীয়সো বৃত্তিরহো গরীয়সী ॥*

অতঃ শীলস্য[1] শীলমেবানুশীলনীয়ম্। অথবা কিমপরং বক্তব্যম্। যতঃ

"দেহীতি বচনদ্বারা দেহস্থাঃ পঞ্চদেবতাঃ।
তৎক্ষণাদেব নশ্যন্তি ধীশ্রীহ্রীকান্তিকীর্ত্তয়ঃ ॥" †

ইতি নীতিকোবিদৈরপি নির্ণীতম্। অতএব শাব্দিকপণ্ডিতা অপি মৃতশব্দেন যাচিতমমৃতশব্দেনাযাচিতং ব্যপদিশন্তি। তথাচোক্তম্

"দ্বে যাচিতাযাচিতয়োর্যথাসংখ্যং মৃতামৃতে[2]।"

ইতি। অপিতু মানধনানাং মনস্বিনাং মান এব সম্বলম্। স কিল প্রাণান্তেঽপি ন পরিত্যক্তুং শক্যতে। অতঃ

"ক্ষুৎক্ষামোঽপি জরাকৃশোঽপি শিথিলপ্রাণোঽপি কষ্টান্দশা-
মাপন্নোঽপি বিপন্নদীধিতিরপি প্রাণেষু নশ্যৎস্বপি।
উন্মত্তেভবিভিন্নকুম্ভকবলগ্রাসৈকবদ্ধস্পৃহো-
নো জীর্ণং তৃণমত্তি মানমহতামগ্রেসরঃ কেশরী" ॥ ‡

* আজাগরী বৃত্তিই শ্রেয়সী। যেহেতু ইহাতে নিজ দৈন্য প্রকাশ করিতে হয় না। গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের বচনকেও অনিচ্ছাপূর্ব্বক সহ্য করিতে হয় না এবং কোনস্থানে গমনাগমন করিতে হয় না।

† "দেহি" এইবাক্য বলিবামাত্র দেহস্থ বুদ্ধি ভাগ্য লজ্জা কান্তি এবং কীর্ত্তি এই পঞ্চদেবতা একবারে অন্তর্হিত হয়েন।

‡ মানীদিগের অগ্রগণ্য যে মত্তকরিকুম্ভকবলগ্রাসৈকপ্রিয় সিংহ, সে ক্ষুধায় ক্ষীণতর, জরাবস্থাতে কৃশতর, কণ্ঠাগতপ্রাণ, অতিশয় কষ্টদশাপন্ন এবং মলিন

(১) শীলঃ অজগরসর্প ইতি শব্দরত্নাবলী।

(২) যাচিত ও অযাচিত বৃত্তিকে যথাক্রমে মৃত ও অমৃত বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

কিঞ্চ, চিরাবলম্বিতস্য পুরুষপরম্পরাপ্রবৃত্তস্য চ ব্রতস্য কদাচিদ্ভঙ্গপ্রসঙ্গোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ। তথাচ

"শক্যতে যেন কেনাপি জীবনেনৈব জীবিতুম্।
কিন্তু কৌলব্রতোদ্ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ পরদুঃসহঃ॥" *

পরন্থিয়ং সাধুজনস্যৈব প্রতিজ্ঞা নত্বন্যস্যেতি জ্ঞেয়ম্। তদন্যৈরপি দুঃসাধ্য-নিয়মসাধনকর্ত্তৃত্বে সাধুপদস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বাৎ[১]। তথাচোক্তম্

"বিপদ্যুচ্চৈঃ স্থেয়ং পদমনু বিধেয়ঞ্চ মহতাং।
সতাংকেনোদ্দিষ্টং বিষমমসিধারা ব্রতমিদম্।" †

অথবা মহাবিপন্ন হইলেও কিংবা তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইলেও কখনও জীর্ণ তৃণকে আহার করে না।

* যে কোন প্রকারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অনায়াসেই জীবন ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু কুলক্রমাগত ব্রতের ভঙ্গ করার প্রসঙ্গকেও দুঃসহ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

† মহান্ যে সাধু ব্যক্তি সকল ইঁহারা মহা বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন। ইঁহাদিগের এইপ্রকার অসিধারাখ্য[২] ব্রত 'কেন' কাহার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অথবা [বুঝিলাম] ইহা 'কেন'[৩] ব্রহ্মার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(১) যেহেতু সাধ্ ধাতু হইতে সাধু শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব সাধু শব্দের অর্থ অন্য জনের দুঃসাধ্য যে কর্ম্ম তাহার সাধনকর্ত্তা। যে ধর্ম্ম দ্বারায় যে ধর্ম্মীর জ্ঞান হয়, সেই ধর্ম্মকে সেই ধর্ম্মীর প্রবৃত্তিনিমিত্ত কহে। এতাবতা সাধুর সাধুত্বই অর্থাৎ সাধনকর্ত্তৃত্বই সাধু পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইল।

(২) আমার মন যদি এই অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় তবে আমি আপনার মস্তক ইহাদ্বারায় ছেদন করিব বলিয়া সম্মুখে একখানি অসি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীগণ যে ব্রত করেন তাহার নাম অসিধারাব্রত।

(৩) "ক" শব্দে ব্রহ্মা।

ব্রাহ্মণী। (কিঞ্চিৎ সবিমর্ষম্) কিংকিল১ জঠরানলসন্তপ্তজনস্য পুনর্ব্রতান্তরস্যাপেক্ষা? যস্য স্বভাবসিদ্ধধর্ম্মরক্ষণে হপ্যুপেক্ষা দৃশ্যতে। তথাচ

"ত্যজেৎ ক্ষুধার্ত্তো বনিতাং স্বনাথো
মীনাঃ স্বপুত্রানপি ভক্ষয়ন্তি।
খাদেৎ ক্ষুধার্ত্তা ভুজগী স্বমণ্ডং
বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্" ॥ *

সত্যমেব ভিক্ষুকাণাং তৃণতুল্যত্বং সর্ব্বৈরপি স্বীকৃতমিতি। তথাপি অবশ্য পোষ্যবর্গাণাং পোষণায় তদ্ধর্ম্মস্যাবলম্বনং কস্যচিদ্বা নিরালম্ব জনস্য তোষণায় ন ভবতি? কিঞ্চ, গৃহস্থানাং নিষ্কিঞ্চনতৈব বিড়ম্বনং যথাকথঞ্চিৎ কিঞ্চিদপি সঞ্চয়িতব্যম্ অন্যথা যত্নহীনস্য পুরুষরত্নস্যাপি কাপুরুষত্বং ব্যজ্যতে। তেন নীতিবিদাং বরা অপীত্যেবং বারংবারং বদন্তি। যথা

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥" ইতি
"উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি বিলাসহেতোঃ ॥" †

* ক্ষুধার্ত্ত স্বামী নিজ অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা বনিতাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, ক্ষুধিত মৎস্য সকল স্বীয় প্রসূত সন্তানগণকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে, ক্ষুধাতুর ভুজঙ্গী নিজ ডিম্ব সমূহকে আহার করিয়া থাকে। অতএব দেখ দেখি বুভুক্ষিত হইয়া কে না কি পাপ করিয়া থাকে।

† উদ্যোগী যে পুরুষশ্রেষ্ঠ তাহাকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন; দৈব কর্ত্তৃক দেয় এ কথা কাপুরুষেরাই কহিয়া থাকে; অতএব দৈবকে অনাদর

(১) কিংকিল শব্দটী অব্যয়, ক্রোধার্থ সূচক।

কিঞ্চ, শুভাশুভকর্ম্মাত্মকফলজাতান্তর(১) জাতবীজরূপাদৃষ্টস্য যত্নাদিরূপামৃত-সলিলাদেঃ সহকারং বিনা কথঙ্কারং কার্য্যকারিত্বং সম্ভবতু? অতঃ সর্ব্বেষামপি প্রাণিনাং যথাবিহিতযত্ন এব বিধেয়ঃ। যদুক্তমভিযুক্তৈঃ

"যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥" *

সুদামা। প্রিয়ে! ভবত্বেবং তথাপি সর্ব্বদা যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টচিত্তেনৈব ভবিতব্যম্। যতঃ

"সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
কিঞ্চিৎকালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ॥" †

অপিচ

"সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥" ‡

করতঃ শক্ত্যনুসারে চেষ্টা করাই বিধেয়। যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহাতে দোষ কি? অপিচ উৎসাহশীল, অদীর্ঘসূত্রী, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ এবং ব্যসন অর্থাৎ অক্ষক্রীড়াদিতে অনাসক্তচিত্ত যে শূর, কৃতজ্ঞ এবং দৃঢ়প্রণয়ী ব্যক্তি তাহাকেই লক্ষ্মী স্বয়ং বিলাসের নিমিত্ত আশ্রয় করিয়া থাকেন।

* যেমন একমাত্র চক্রের দ্বারায় রথের গতি হয় না, তেমনি পুরুষের যত্ন ব্যতীত কেবল দৈব বল দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

† যার চিত্ত স্বভাবতঃ সন্তুষ্ট তার অধিকারে সকল সম্পত্তিই আছে; যেহেতু যৌবন ও ধনাদি যদিও সুখের হেতু বটে, তথাপি সে সকল কেবল কিঞ্চিৎ-কালের নিমিত্ত উপভোগ্য মাত্র।

‡ সন্তোষরূপ সুধাপানতৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের মনে যে প্রকার সুখের অনুভব হইয়া থাকে, তাহা ধনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কথনই হইবার সম্ভাবনা নাই।

(১) "অন্তর" শব্দে মধ্য এবং শেষ।

কিঞ্চ

অযত্নেনাপি যৎ প্রাপ্যং যত্নেনাপি ন রক্ষ্যতে।
দৈবায়ত্তং ধনং তস্য সাধনং যুজ্যতে কথম্ ॥ *

অপিচ, লোকবিধাত্রা বিধাত্রা জীবানাং জীবনদানাৎ প্রাগেব জীবিকা নির্ব্বাহিতা। তেন তদর্থমতিচেষ্টাপি নচেষ্টা। যদুক্তম্

"বৃত্ত্যর্থং নাতি চেষ্টেত সা বিধাত্রা বিনির্ম্মিতা।" †

ইতি। যৎ পুনর্ব্বৃথাভিমানং বিহায় জীবিকানির্ব্বাহায় কস্যচিদেকস্যাপ্যর্থাগমোপায়স্যানুসরণং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং তৎখলু নাস্মান্ ব্রাহ্মণজাতীয়ান্ প্রতীতি প্রতীয়তে; যতোঽস্মাকমুপজীব্যত্বেন যদুদ্দিষ্টং নির্দ্দিষ্টঞ্চ সর্ব্বেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু তদ্ভৈক্ষ্যস্তু নাকাঙ্ক্ষাপরিপূরণায় প্রত্যুত বিড়ম্বনায়ৈব। তথাচ, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চেতি বচনস্য দার্ঢ্যপ্রতিপাদনার্থমসকৃদুচ্চরিতং নৈব নৈবেতি। এবঞ্চ, ভিক্ষাবৃত্তিস্তু ন মানিনাং কদাচিন্নির্ব্বৃতিজননায় ভবিতু মর্হতি। অতএব

"ভৈক্ষ্যং চেদ্বিমলং গজাশ্বরজতং স্বর্ণঞ্চ ক্ষৌমাম্বরং
রাজ্যং বা বিপুলং ত্যজন্তি মহতা মানেন ধীরাঃ স্বয়ম্।
কৌপীনং কঠিনং কুটীরকবরং কন্থাচ গ্রন্থান্বিতা
স্বীয়ং যৎ সকলং ভজন্তি সুদৃঢ়ং স্বর্গীয়বৎ সাদরাৎ ॥ ‡

* যাহা অযত্নেও অর্থাৎ মৃত্তিকাখননাদি দ্বারায় হঠাৎ পাওয়া যায় এবং অনেক যত্ন করিলেও যাহা রক্ষা করা যায় না (অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধানতাতেই যাহা চৌরাদি দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে), এমত যে দৈবাধীন ধন তাহার সাধন করা কিপ্রকারে উপযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ দৈবাধীন ধনের নিমিত্ত চেষ্টা করা বৃথা; দৈবের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য।

† জীবিকার নিমিত্ত অতিশয় চেষ্টা করা বৃথা; যে হেতু যিনি জীবন দিয়াছেন তিনি তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।

‡ পরের নিকট ভিক্ষা করিয়া যদি হস্তী অশ্ব স্বর্ণ রৌপ্য এবং দিব্য বস্ত্রাদি অথবা বিপুলরাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলেও মানী ব্যক্তিরা তাহাতে

যদি কদাচিদাপদ্ধর্ম্মানুরোধাৎ স্বজাতীয়ধর্ম্মবিরোধেনাপি বিজাতীয়ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিকমাশ্রয়িতুং যুজ্যতে তথাপি নহ্যস্মাভিঃ কিঞ্চিদাশ্রয়ণীয়মিব দৃশ্যতে। যতো বার্ত্তাশাস্ত্রেষু কিল বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্ম রাজসেবনঞ্চৈতৎ ত্রয়মেব যৎ ধনাগমস্যোপায়ত্বেন নির্দ্দিষ্টমেবং তদাশ্রয়িলোকানাং স্বস্বাদিষ্টানুসারেণ তত্র ফলমপি সঞ্জায়ত ইত্যুক্তং তত্তু নাস্মাভিঃ পণ্ডিতম্মন্যৈর্ব্রাহ্মণৈরধিকর্ত্তুং শক্যতে। যতঃ

"বাণিজ্যং বহুসাধ্যমেব কৃষিরপ্যেতাদৃশী দৃশ্যতে
সেবাং ক্ষীণতনোর্জ্জনো ন মনুতে বিপ্রস্য চৌর্য্যং কুতঃ।
শাস্ত্রং কঃ শৃণুতে শ্রুতং ন বুবুধে বুদ্ধা ন দত্তে ধনং
জীবাতুর্ব্বিদুষাং জগদ্বিরচনব্যগ্রাত্মনা বিস্মৃতঃ।" *

এবং পরাধীনবৃত্তিস্তু সর্ব্বথা নিন্দনীয়া. যথাহ মনুঃ

'সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ †

সুখবোধ করেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের নিজের যে কৌপীন, কঠিন (স্থালী) কুটীর এবং শত শত গ্রন্থিবিশিষ্ট কন্থা, সেই সকলকে তাঁহারা স্বর্গীয় বস্তু তুল্য জ্ঞান করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

* বাণিজ্য অর্থ সাধ্য কৃষিকর্ম্মও তাদৃশ, কৃশাদি ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেবা কার্য্য কাহারও গ্রাহ্য নহে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করাও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত শাস্ত্র ত কেহই শুনে না, শুনিলেও বুঝে না; আবার বুঝিলেও তাহাতে কিছু দিতে চায় না; অতএব বিধাতা বুঝি জগদ্বিরচনকার্য্যে ব্যগ্রচিত্ত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়বিধান করিতে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

† সত্যমিথ্যামিশ্রিত বাণিজ্য১ কার্য্য কর।
চাকুরী কুক্কুরী বৃত্তি দূরে পরিহর॥

(১) বাণিজ্য কার্য্যের মধ্যে প্রায়ই কিঞ্চিৎ সত্যতা ও অসত্যতা থাকাতেই তাহার নাম সত্যানৃতং হইয়াছে। ফলতঃ মিথ্যারোপ করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। অতএব উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন, প্রায়েণ সত্যানৃতব্যবহারসাধ্যত্বাৎ সত্যানৃতং বাণিজ্যং ন তু বাণিজ্যশাস্ত্রেণ সত্যানৃতাভ্যনুজ্ঞানম্ ইতি।

এবমেতদপি বিশেষেণ বিবেক্তব্যং বিবেকিজনৈস্তদ্‌যথা

যত্র যত্রৈব যাস্যামি প্রেরিতঃ সন্ ধনাশয়া।
তত্র তত্রৈব ভাগ্যং মে পুরোগামি ভবিষ্যতি ॥ *

অতএবোক্তম্

"আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্ত-
মম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্।
জন্মান্তরার্জ্জিতশুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধঃ ॥" †

অন্যচ্চ

"মজ্জত্বম্ভসি যাতু মেরুশিখরং শত্রুঞ্জয়ত্বাহবে
বাণিজ্যং কৃষিসেবনাদিসকলা বিদ্যাঃ কলাঃ শিক্ষতু।
আকাশং বিপুলং প্রয়াতু খগবৎ কৃত্বা প্রযত্নং পরং
নাভাব্যং ভবতীহ কর্ম্মবশতো ভাব্যস্য নাশঃ কুতঃ ॥ ‡

---

* আমি ধনাশার দ্বারা প্রেরিত হইয়া যেখানে যেখানে গমন করিব, আমার ভাগ্যও সেখানে সেখানে আমার অগ্রগামী হইয়া যাইবেক।

† আকাশেই উত্থিত হউক, দিগন্ত পর্য্যন্তই গমন করুক, সমুদ্রে প্রবিষ্ট হউক, অথবা যেখানে সেখানে অবস্থিতি করুক, তথাপি ছায়া যেমন কায়কে পরিত্যাগ করেনা, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ শুভাশুভকর্ম্মানুরূপ ফল কখনই তত্তৎ-কর্ম্মকারিগণকে পরিত্যাগ করেনা।

‡ জলে মগ্ন হউক, সুমেরু শিখরে আরোহণ করুক, যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাভব করুক, অথবা বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম ও রাজসেবাদি সমুদয় কার্য্য শিক্ষা করুক, কিংবা নানা প্রকার কল কৌশলই অভ্যাস করুক, বা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড্ডীয়মান হউক; তথাপি যাহা অসম্ভাব্য তাহাও কখন হইতে পারে না, যাহা কর্ম্মবশতঃ অবশ্যম্ভাব্য তাহারও কখন অভাব হইতে পারেনা।

ব্রাহ্মণী। (সপ্রণয়রোষম্) যথাবিহিতযত্নপরাঙ্মুখাণাং নিয়তমালস্তো-ন্মুখানাং[১] বিমুখবিধিজনানামেবৈবং নিরুৎসাহসূচকং বচনং শ্রূয়তে। পরন্তু

"যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম স্বল্পং বা যদি বা মহৎ।
অবশ্যং ফলদং ক্বাপি ন শ্রমো জায়তে বৃথা॥" *

এবমস্মদ্দেশীয়াঃ সাধারণজনা অপি পঠন্তি তথাচ

"যাও গিয়ে ধর হাল্, কিংবা ক্ষেতে বান্ধ আল্,
কিংবা কর মৃত্তিকা খনন।
কর কোন ব্যবসায়, ছোট কিম্বা বড় তায়,
না করিহ মনেতে গণন॥
যদ্যপিও নীচ হও, তথাপি নিন্দিত নও,
কর পরিমিত পরিশ্রম।
ইহাতে নিষ্ঠা করিলে, অবশ্যই ফল মিলে,
ব্যবসায় এই সে নিয়ম।"

[সুদামা তামুত্তরোত্তরং মহত্তরপ্রণয়কোপোত্তরলিতচিত্তামনুভূয় ভূয়ঃ

দীনাং দীনমুখৈঃ স্বকীয়শিশুকৈরাকৃষ্টজীর্ণাম্বরাং
ক্রোশদ্ভিঃ ক্ষুধিতৈর্নিরন্নজঠরাং দৃশ্যেত চেদ্গেহিনীম্।

* অত্যল্পই হউক আর মহৎই হউক, যে কোন প্রকার কর্ম্ম করা যায়, অবশ্যই তাহাতে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে; যে হেতু পরিশ্রম কথনই বিফল হইবার নহে।

১। নিয়তং যথা স্যাত্তথা আলস্যবিষয়ে উন্নমিতং মুখং যৈস্তেষামিত্যর্থে নিয়তমিত্যস্যো-ন্নমনক্রিয়ায়া বিশেষণম্। অতএবাস্য কারকাভিন্নত্বাৎ সাপেক্ষত্বেঽপি সমাসঃ। যদুক্তং, প্রতিযোগিপদাদন্যদ্ যদন্যৎ কারকাদপি। বৃত্তিশব্দৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে ইতি॥ তেন অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তাকুলতয়েত্যাদি মহাকবিপ্রয়োগেষপি দৃশ্যতে।

যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদ্গদগলস্তদ্বদ্বিলীনাক্ষরং
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী পুমান্ ॥ *

ইতি কেনচিদন্যেন স্বীয়দুঃস্থাবস্থায়ামুপস্থিতায়াং পঠিতস্য শ্লোকস্যাস্যৈব তাৎপর্য্যং পরিজ্ঞায় তুষ্ণীম্ভূয়াবস্থিতঃ।]

ততঃ প্রবিশতি অপটীক্ষেপেণ কশ্চিৎ প্রতিবাসী।

প্রতিবাসী। (প্রবিশ্য) হংহো সখে সুদামন্ ত্বমিদানীং কথং দুর্ম্মনাইব লক্ষ্যসে ?

ব্রাহ্মণী। (তচ্ছ্রুতিমাত্রেণ তং প্রত্যভিজ্ঞায় স্বগতম্) হুং সুদেবঃ প্রাপ্তঃ। (ইতি কিঞ্চিদন্তরিতা)

সুদামা। (সসম্ভ্রমম্) কথং সখা মে সুদেবঃ। সখে স্বাগতং স্বাগতম্। (ইতি তস্য হস্তং স্পৃষ্ট্বা আসনং দদাতি)

সুদেবঃ। (আসনং পরিগৃহ্য পুনর্নিপুণং নিভাল্য চ) সখে সুদামন্ কথং সম্প্রতি বিমনাইব প্রতীয়সে ?

সুদামা। (দীর্ঘং নিশ্বস্য) সখে নৈতৎ সম্প্রতি প্রশ্নবিষয়এব ভবিতুমর্হতি। দুর্ভিক্ষোপপ্লবপ্লাবিতজনপদস্থিতস্য দুঃস্থজনস্য কুতোবা চিত্তস্বাস্থ্যস্য সম্ভাবনা। কিন্নু ভবতা নিখিলজ্ঞানালোকবর্ত্তা দয়াবতা চ লোকস্য বিস্পষ্টমপি কষ্টং নালোচিতং নাপি পর্য্যালোচিতঞ্চৈতৎ। তথাহি

"ভর্ত্তৃভক্তিং সুতস্নেহং শুশ্রূষাং পিত্রোরেব চ।
হিত্বা স্বপ্রাণরক্ষায়ৈ চেরুঃ স্ত্রীপুরুষাঃ ক্ষুধা ॥" †

---

* মনস্বী ব্যক্তি, স্বীয় রোরুদ্যমান ম্লানবদন ক্ষুধার্ত্ত শিশুগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট-জীর্ণাম্বরা এবং অন্নাভাবে ক্ষীণোদরা নিজ বনিতাকে দর্শন করিয়া, পাছে যাচ্ঞা করিলে তাহার ভঙ্গ হয় এই ভয়েতে ভীতচিত্ত হইয়াও, তথাপি কেবল স্বীয় দগ্ধ উদরের নিমিত্ত গদ্গদ স্বরে অস্পষ্টাক্ষরে, কেহ কিছু দিবে, কেহ কিছু দিবে, এই প্রকার দৈন্যোক্তি করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

† স্বামীর সেবা, পুত্রাদির প্রতিপালন এবং পিতামাতার শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মপ্রাণরক্ষার নিমিত্তই স্ত্রীপুরুষ সকলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে।

অতোঽতঃপরমস্মাকমন্তঃকরণস্য কারণায়াঃ[১] কারণান্তরমপি নাস্তি।

সুদেবঃ। (সখ্যুরাকৃতিং প্রকৃতিঞ্চ সমালোচ্য তৎপূর্ব্ববৃত্তান্তঞ্চ স্মৃত্বা স্মিত্বা চ স্বগতম্)

সিন্ধোস্তীরে কৃতনিবসতের্ব্যাকুলস্তৃষ্ণয়াত্মা
ক্ষুদ্বাধাপ্তা তনুরতিকৃশা কল্পবল্লীং শ্রিতস্য।
চিন্তা চিন্তামণিগুণনিকাধারিণঃ কাচহেতোঃ
শ্রীনাথস্য প্রবরসুহৃদঃ শ্রীচ্যুতির্হা বিড়ম্বম্॥ *

(প্রকাশম্) সখে সমালোচিতমেব। পরন্তু সর্ব্বোপদ্রবদ্রাবিণো দ্রবিণাধিপতিপ্রভৃতিভিরপি চিন্তনীয়স্য নিত্যনিখিলসৌভগবতো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়বান্ধবো ভবানপি কথং চিন্তাবান্ সংবৃত্তঃ?

সুদামা। (স্মৃতিমভিনীয় সোচ্ছ্বাসম্) কিং নাম[২] মম নিখিলগুণানাং সত্তীর্থস্য[৩] সতীর্থস্য[৪] তীর্থাতিপাবনং নাম গৃহ্ণাতি ভবান্?

সুদেব। অথ কিম্?[৫]

সুদামা। (সানুনয়ম্)

* হা বিড়ম্বনা! সমুদ্রের তীরে বাস করিয়াও পিপাসায় ব্যাকুল হওয়ার ন্যায়, কল্পলতাকে আশ্রয় করিয়াও ক্ষুধায় কাতর ও ক্ষীণকলেবর হওয়ার ন্যায় এবং চিন্তামণির মালা[৬] ধারণ করিয়াও কাচের নিমিত্ত চিন্তাযুক্ত হওয়ার ন্যায়, শ্রীকান্তের প্রধান সখারও (অর্থাৎ এই সুদামার) শ্রীভ্রষ্টতা দেখা যাইতেছে।

১। কারণা তীব্রবেদনেত্যমরঃ।

২। "নাম" স্মরণে যথা—নাম কোপেঽভ্যুপগমে বিস্ময়ে স্মরণেঽপি চেতি মেদিনী।

৩। "সত্তীর্থস্য" সৎপাত্রস্য। তথাচ, যোনৌ জলাবতারে চ মন্ত্রাদ্যষ্টাদশস্বপি। পুণ্যক্ষেত্রে তথা পাত্রে তীর্থং স্যাদ্দর্শনেষ্বপীতি হলায়ুধঃ।

৪। সতীর্থাশ্চৈকগুরব ইত্যমরঃ।

৫। স্বীকারে।

৬। গুণনিকা মালেত্যানন্দলহরীটীকা।

স রাজা রাজশ্রীগ্রথিতবরমালাবরধরো
দ্বিজোঽহং দারিদ্র্যানুগতদশয়া দর্শিতমুখঃ।
কথং বা বর্ত্তেত প্রণয় উভয়োর্নৌ বিসদৃশো-
র্যতো মৈত্রং বৈরং সদৃশজনয়োরেব কথিতম্ ॥ *

সুদেব। সখে নৈবমাশঙ্কনীয়ম্। স খলু নিখিলগুণগণালঙ্কৃতো জগদ্বন্ধুরেব। তথাহি

যথা বিধোর্নাসমরশ্মিপাতো
যথাম্বুদস্যাপি ন পক্ষপাতঃ।
তথা কৃপাব্ধেরপি নাস্তি তস্য
ক্বচিৎ কৃপায়া বিষমত্বদোষঃ ॥ †

---

* তিনি রাজা, রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক গ্রথিত শ্রেষ্ঠ যে বরমালা[১] (পতিযোগ্য মালা) তাহা ধারণ করিয়াছেন; আমি ব্রাহ্মণ, দরিদ্রদশা কর্ত্তৃক দর্শিতবদন হইয়াছি (অর্থাৎ আমি দারিদ্র্যদশারই পাণিগ্রহণ করিয়াছি, যেহেতু বিবাহকালে বনিতারই মুখাবলোকন করিতে হয়)। অতএব এ প্রকার পরস্পর বিসদৃশ আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কি প্রকারে আর বন্ধুতা থাকার সম্ভাবনা; কারণ মিত্রতা ও শত্রুতা সদৃশ ব্যক্তির মধ্যেই হইয়া থাকে।[২]

† যেমন চন্দ্র অসমভাবে রশ্মি প্রদান করেন না, যেমন জলবিতরণে জলধরের কুত্রাপি পক্ষপাত নাই, তেমনি সেই কৃপাসিন্ধুর কৃপাগুণেতে কিছুমাত্র বৈষম্য দোষ নাই।[৩]

১। বরো জামাতৃবোঢ়ারাবিতি বিশ্বঃ।

২। তথাচ উক্ত হইয়াছে, বিবাহমৈত্রবৈরাণি ভবন্তি সমশীলয়োরিতি।

৩। তথাচ বেদান্তদর্শনে "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি"; সুখীর আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সুখ আর দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা যে পরমাত্মা, তাঁহার বৈষম্য এবং নির্দ্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই; জীবের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তিনি কল্পতরুর ন্যায় ফলদান করেন। যেমন মেঘ সর্ব্বত্র সমভাবে জলদান করেন ও বীজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অঙ্কুর হইয়া থাকে;

অপি তু

দীনেষু তস্য কারুণ্যং সম্পূর্ণং দৃশ্যতে যতঃ।
তেনাসৌ জগতীমধ্যে দীননাথ ইতি শ্রুতঃ ॥ *

সুতরামগতীনাং দীনতার্দ্দিতজনানাং সএব গতিরিত্যবধায় যথেচ্ছং বিধীয়তাম্।

সুদামা। সখে তদ্দর্শনলাভ এব সর্ব্বথা প্রার্থনীয়ঃ। কিন্তু

"রহস্যভেদো যাচ্ঞা চ নৈষ্ঠুর্য্যং চলচিত্ততা।
ক্রোধো নিঃসত্যতা দ্যূতমেতন্মিত্রস্য দূষণম্॥" †

তেন চ মিত্রসন্নিধানে যাচ্ঞায়াঃ সর্ব্বথা নিষিদ্ধত্বাৎ কথং বা তত্রাস্মাকং প্রবৃত্তির্ভবেৎ। তথা যাচ্ঞাং বিনা কথং বা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ সম্ভবেৎ।

সুদেব। (ঈষদ্ধসিতবদনেন) সখে নৈতচ্চিন্তয়িতব্যম্। যতঃ করুণাবরুণালয়স্য তস্য লোকাতীতং বদান্যত্বং শ্রূয়তে। তথাহি

"সিন্ধুর্বিন্দুমপি প্রযচ্ছতি ন হি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সঙ্কল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যয়ঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
স্বচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবির্তরণে রাত্রিং দিবাপেক্ষতে
দাতা কোঽপি ন দৃশ্যতে বিনিয়মঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং বিনা॥" ‡

* যেহেতু দীনজনের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ দয়া দেখা যায়; এই জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনিই দীননাথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

† গুপ্ত মন্ত্রণার প্রকাশ, যাচ্ঞা, নিষ্ঠুরতা, অস্থিরচিত্ততা, ক্রোধ, মিথ্যাবচন এবং দ্যূতক্রীড়া এই কয়েকটী কার্য্য বন্ধুদিগের পক্ষে দোষাবহ।

‡ সমুদ্র জলনিধি হইয়াও স্বয়ং বিন্দুমাত্রও জল দান করেন না; মেঘ জল প্রদাতা বটে, কিন্তু সেও স্বাধীন নহে, অর্থাৎ সে বায়ুদ্বারায় সর্ব্বদা ইতস্ততঃ

সেই প্রকার পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সমভাব প্রকাশ করিলেও জীবগণের বাসনানুরূপ বীজের অসাধারণতা বশতঃ নানাপ্রকার সুখদুঃখাদি ভোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

[সুদামা শ্রীকৃষ্ণদর্শনসঞ্জাতলালসো মৌনাবলম্বনেন স্বীয়সম্মতিং সূচয়তি]
(ইতি নিষ্ক্রান্তাবুভৌ)

ততঃ প্রবিশতি কিঞ্চিৎ সমাশ্বসিতচিত্তা ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী। (স্বগতম্) অদ্য মে গৃহস্বামী স্বীয়বান্ধবস্য যাদবেন্দ্রস্য দর্শনার্থমুল্লাসিতমনা বর্ত্ততে। ততস্তস্য প্রয়াণসময়ে বন্ধুজনোপহারযোগ্যং কিঞ্চিদপি দ্রব্যং তৎসমভিব্যাহারেণ প্রেরয়িতুং যুক্তন্তবতি। কিন্তু ময়া হতভাগিন্যা কেনোপায়েন কুতো বা তৎ প্রাপ্তব্যমিতি ন জ্ঞায়তে। (ক্ষণং বিচিন্ত্য) আং স্মৃতম্। বিগতবাসরে লক্ষ্মীপূজার্থমস্মাকং প্রতিবাসিভিঃ প্রদত্তস্য পৃথুকতণ্ডুলস্য কিয়দপ্যবশিষ্টমদ্যাপি বিদ্যতে তদেবাদ্যোপহারার্থমাহর্ত্তব্যম্। (পুনঃ কিঞ্চিদ্বিমৃষ্য) কিং ন্বেতাদৃশং তুচ্ছং বস্তু বস্তুতো দেয়মুপাদেয়ঞ্চ ভবিতুং নার্হতি? ন হি ন হি

প্রেমামৃতেন মিলিতং যদি কিঞ্চিদেব
তদ্বৈ সুধাসুমধুরং ভবতি প্রিয়াণাম্।
হৃষ্টং হি মিষ্টরসতো রসনেন্দ্রিয়ঞ্চেৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপমনঃ প্রণয়েন তুষ্টম্॥ *

সঞ্চালিত হইতে থাকে; কল্পবৃক্ষ সংকল্প ব্যতিরেকে অল্পমাত্র দান করেন না; সুধাকরের সুধাবিতরণে স্বাধীনতা থাকিলেও তিনি ক্বচিৎ দিবাভাগে উদিত হইয়াও রাত্রিকালকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নিয়মরহিত অর্থাৎ নিরপেক্ষ দাতা দৃষ্টিগোচর হয়েন না।

* যে কোন বস্তু হউক যদি প্রেমামৃতরসে মিলিত হয়, তাহা হইলেই তাহা বন্ধুবর্গের সমীপে সুধা হইতেও সুমধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কারণ যদিও কেবল এক রসনেন্দ্রিয় মাত্র মিষ্টরসের দ্বারা হৃষ্ট হয় বটে; তথাপি সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে মনঃ সে কেবল শুদ্ধ এক প্রণয়ের দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

অতএবোক্তম্

"নানোপচারকৃতপূজনমাত্মবন্ধো
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভোক্ষ্যপেয়ে॥" *

তেনাহং তদেব দ্রব্যং সত্বরেণ সংগৃহ্য চেলখণ্ডে বদ্ধা গৃহস্বামিনে সমর্পয়ামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

ততঃ প্রবিশতি সোৎসাহচিত্তঃ সুদামা।

সুদামা। (পুরস্তাদবলোক্য) অহো সুপ্রভাতা রজনী। তথাহি

তরুণতরণিরেষোঽশেষদুর্ব্বাদলেষু
প্রপতিতহিমবিন্দূন্ রঞ্জয়ন্নংশুজালৈঃ।
বিদধদধিকমূল্যস্থূলমুক্তানুরূপা-
নধনজনগণানাং লোভয়ত্যন্তরাণি॥ †

* হে আত্মবন্ধো পরমাত্মন্ পরমেশ্বর! ভক্তদিগের হৃদয় যদ্যপি বহুবিধ উপহারের দ্বারা তোমার সেবা করে, তাহা হইলেই যে তাহাতে সে আপনাকে সুখী মনে করে এমত নহে; কিন্তু সে কেবল এক প্রেমরসের দ্বারাই আপনি দ্রবীভূত হইতে থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এই; উদরেতে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা থাকে, সেই পর্য্যন্ত ভোক্ষ্য পেয় দ্রব্য সকল যেমন সুখের কারণ হয়, তদ্রূপ হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত প্রেমের সদ্ভাব থাকে, সেই পর্য্যন্তই পূজাদি অন্য ক্রিয়া সকল সুখের হেতু হইয়া থাকে।

† এই তরুণ অরুণ অশেষ দুর্ব্বাদলোপরি নিপতিত হিমবিন্দু সকলকে স্বীয় কিরণদ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া বহুমূল্যবৎ[১] স্থূলমুক্তার ন্যায় প্রকাশ করতঃ নির্ধন ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণকে লোভযুক্ত করিতেছেন।

১। যেহেতু ঈষদরুণাভ মুক্তারই অধিক মূল্য হইয়া থাকে।

(পুনঃ সমন্তাদবলোক্য সাধিক্ষেপম্)

কাকাবলিঃ কলকলৈঃ কিল কোকিলস্য
কিং কাকলীং সুকলিতাং বিকলীকরোতি।

(ক্ষণং বিমৃষ্য)

হুং কেবলং ন সুখকেলিপরং কুলায়ে
কিন্ত্বাকুলং খগকুলং ক্ষুধয়োষকালে[১] ॥ *

(পুনরন্যতোঽবলোক্য প্রৌঢ়িপূর্ব্বকম্[২])

ভ্রমন্তি ভ্রমরা এতে প্রাতঃ ক্ষুদ্‌ভ্রমিসঙ্কুলাঃ।
বর্ণয়ন্ত্যন্যথাপ্যত্র[৩] ভ্রমেণ কাব্যকোবিদাঃ ॥†

---

* আঃ এই কাক সকল কি নিমিত্ত কলকল[৪] রব করিয়া কোকিলের কল কল ধ্বনিকে বিকল করিতেছে[৫]। হা এই পক্ষিসকল নিজ নিজ নীড় মধ্যে কেলিকৌতুকরসে মগ্ন নয়; কিন্তু তাহারা সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকিয়া প্রাতঃকালে ক্ষুধার জন্যই ব্যাকুল হইতেছে। তাৎপর্য্য এই, যদি ইহারা কেলি-কৌতুকান্বিত হইত, তবে কখনই সুমিষ্ট কোমল ধ্বনির বাধা দিত না। ইহারা ক্ষুধায় কাতর, এই জন্যই নানা প্রকার চীৎকার করিতেছে।

† এই সকল ভ্রমরগণ প্রাতঃকালে ক্ষুধাজন্য ভ্রমিতে ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ

১। "উষ" অকারান্ত রাত্রিশেষ ইতি মেদিনী। যথা, 'উষঃ ক্ষারমৃত্তিকায়াং প্রভাতেঽপি পুমানয়মিতি। অধিকন্তু "সর্ব্বে সান্তা অদন্তাঃ, অর্থাৎ দন্ত্যসকারান্ত সমুদয় শব্দই অকারান্ত হইতে পারে, এই প্রকার নিয়ম আছে।

২। প্রগল্‌ভতাপূর্ব্বক অর্থাৎ অন্যমতখণ্ডনার্থ।

৩। অপির্ভিন্নক্রমে অত্রাপীত্যর্থঃ।

৪। কোলাহলঃ কলকলস্তিরশ্চাং বাশিতং রুতমিত্যমরঃ।

৫। শরৎকালেও দুই একটী কোকিলধ্বনি হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এজন্য "এক-কোকিলনাদেন কার্ত্তিকো ন মধুর্ভবেৎ" এই প্রকার দৃষ্টান্তস্থলেও। অতএব শ্লোকের মধ্যে সম্ভাবনাসূচক 'কিল' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে এবং 'কোকিলস্য' এই পদটী একবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(ক্ষণং প্রণিধানং বিধায়) অহো, অহমস্ত সমাহিতচিত্তেন মিত্রেণ সুখ-দুঃখৈকভাগিন্যা সহধর্ম্মিণ্যা চ জগদানন্দকন্দস্থ মুকুন্দস্থ সন্দর্শনার্থং প্রহিতোঽস্মি। কিন্ত্বেতদতীব সুদুর্লভমেব মমানয়োর্নয়নয়োঃ।

(ইতি স্বনয়নদ্বয়মুদ্দিশ্য)

ইন্দিরাক্ষীন্দিন্দিরাভ্যাং[১] সান্দ্রানন্দপ্রদামিমে।
কিং গোবিন্দস্থ বিন্দেতাং মুখারবিন্দমাধুরীম্ ॥ *

(ইতি সপুলকং বারংবারমুক্ত্বা বৈকল্যং নাটয়তি। পুনর্ধৈর্য্যমবষ্টভ্য ক্ষণং ধ্যানং বিধৃত্য চ)

অহো আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যং তস্যৈকরসবিগ্রহে[২]।
লাবণ্যং[৩] মধুরত্বঞ্চ[৪] সমভাবেন বর্ত্ততে ॥ †

ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু কবিসকল ইহাদিগের ভ্রমণ বিষয়ে যে অন্যপ্রকার অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বর্ণন করিয়া থাকেন, সে তাঁহাদিগের ভ্রমবিলসিত মাত্র।

* লক্ষ্মীর নেত্ররূপ মধুকরের নিবিড়ানন্দদায়িনী যে শ্রীগোবিন্দবদনারবিন্দ-মাধুরী, তাহা আমার এই নেত্র দুইটী কি লাভ করিতে পারিবেক ?

† অহো কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, তাঁহার (অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণের) 'একরস-বিগ্রহে,' একমাত্ররসময় শরীরে, অথচ 'একরস' শব্দার্থ যে চিদানন্দস্বরূপ তন্ময়বিগ্রহে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দশরীরে, 'লাবণ্য' সৌন্দর্য্যবিশেষ এবং 'মধুরত্ব' অঙ্গের শোভাবিশেষ এই দুইটী সমান ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; অথচ

১। ইন্দিন্দিরঃ কৃষ্ণদেহে ভ্রমরেঽপি নিগদ্যতে। ইতি গীতগোবিন্দটীকা বালবোধিনী।

২। একরসং সন্মাত্রমিতি ভাগবতের শ্রুত্যধ্যায়ে শ্রীধরস্বামী। কেবলানন্দস্বরূপমিতি চক্রবর্ত্তী।

৩। মুক্তাফলের মধ্যে যে প্রকার উজ্জ্বল দীপ্তির চঞ্চলতা প্রকাশ পায়, সেই প্রকার অঙ্গকান্তির চঞ্চলতাকে লাবণ্য কহে। যথা মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ইত্যুজ্জ্বলনীলমণিঃ।

৪। "পরিচ্ছদ বিনা শোভে মধুরতা সেই"। ইতি ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরীর গৌড়ীয়ানুবাদ। সর্ব্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্য্যং রমণীয়তেতি দর্পণঃ।

তদধুনা বিলম্বেনালম্। শুভকার্য্যসম্পাদনায় ত্বরৈব যুক্তা। (ইত্যুক্ত্বা ক্ষণং ।)

নমস্তে জগন্নাথ হে দীননাথ
শ্রিয়ঃ প্রাণনাথাণিমাদ্যৈঃ সনাথ।
অহং নাথ এষোঽসকৃত্ত্বামনাথঃ
স্বহীনং সুদীনং সদা রক্ষ রক্ষ ॥*

(পুনর্মুক্তিবাঞ্ছয়া)

চিদানন্দমূর্ত্তে সদানন্দপূর্ত্তে
সদানন্দবন্দ্যাঙ্‌ঘ্রিযুগ্মারবিন্দ।
প্রপন্নে প্রসন্নো ভবাস্মিন্ ভবাব্ধৌ
নিমগ্নং নিরালম্বমাশূদ্ধর ত্বম্ ॥ †

লবণতা এবং 'মধুরত্ব' মিষ্টতা দুইটী সমভাবে একত্র বিদ্যমান থাকাও নিতান্ত আশ্চর্য্য। যদিও ইক্ষুদণ্ড ও হরীতকী প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুতে লবণত্ব ও মধুরত্ব এই উভয়বিধ রস থাকে বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের সমভাবে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ শ্রীকৃষ্ণেতে লাবণ্য ও মধুরত্ব এই উভয় প্রকার থাকাতেও যে তিনি একরস বলিয়া বিখ্যাত[১], ইহাও অত্যাশ্চর্য্য।

* হে জগন্নাথ! হে দীননাথ! হে অণিমাদিসর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট লক্ষ্মীর প্রাণনাথ! তোমাকে আমি নমস্কার করি; এবং আমি অনাথ তোমার নিকটে এই বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যে ধনহীন সুদীনজনকে নিয়ত রক্ষা কর।

† হে চিদানন্দমূর্ত্তে! হে পূর্ণ পরমানন্দস্বরূপ! হে সদাশিবকর্ত্তৃকবন্দ্যমান-পদদ্বন্দ্বারবিন্দ! প্রপন্নজনের প্রতি প্রসন্ন হও, এবং সংসারসাগরে নিমগ্ন নিরাশ্রয় জনকে উদ্ধার কর।

১। তথাচ গীতগোবিন্দে "হরিমেকরসম্" ইত্যাদি।

(ইতি মুহুর্মুহুর্ভিন্নভিন্নভাবাবেশেনাবিষ্টঃ সন্ "হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী"ইত্যুচ্চৈর্ভাষমাণঃ প্রস্থিতঃ)

ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

ততঃ প্রবিশন্তি নানাদিগ্‌দেশীয়াঃ পান্থজনাঃ।

তত্র কশ্চিৎ পাশ্চাত্যদেশীয়ো ভীষণদর্শনো ব্রাহ্মণঃ। যথা

হরিচন্দনচর্চ্চিতভালতটো
ধৃতখণ্ডিতশোণশিরস্ত্রপটঃ।
অতিলম্বিতলোমকরালমুখ-
শ্চণকৈকবিচর্ব্বণমাত্রসুখঃ॥ *

ব্রাহ্মণঃ। হা মাতর্লোকমাতঃ! কথং ত্বং ত্বদেকগতেরপি লোকস্থ দুর্গতিমুপেক্ষসে? কিং ত্বিদানীং ত্বং নিদ্রাভিনিবিষ্টাসি? কিমুত পুনর্জ্জলনিধিজলং প্রবিষ্টাসি? অয়ি করুণাময়ি! সকৃদপি করুণালিঙ্গিতকটাক্ষেণ নিরীক্ষ্য খানপানদানেন[১] স্বসন্তানগণানাং রক্ষাং কুরু। অয়ি মাতঃ পশ্য পশ্য

দুর্ভিক্ষদুর্জ্জনতয়া জনতাতিমাত্রং
দুঃখং সুদুঃসহমহো নিতরাং গতাস্তি।

*যাঁর ললাটদেশ হরিচন্দন দ্বারা[২] চর্চ্চিত হইয়াছে, যিনি মস্তকে:ছিন্ন রক্ত-

১। খানা পিনা ইতি হিন্দী ভাষা। অস্য শব্দস্য প্রাচীনত্বং যথা গারুড়ে। "সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষাঃ দ্বিজাঃ। ইতরাঃ খানপানেন বাক্‌প্রদানেন পণ্ডিতাঃ"॥ ইতি

২। তৈলপর্ণিকং গোশীর্ষং হরিচন্দনমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। কেহ কেহ ঐ তিনটী শব্দই একপর্য্যায়ক কহেন। কেহ কেহ ঐ তিনটীকে বিশেষ বিশেষ চন্দন খাঁ ভিন্নভিন্নপর্য্যায়ক কহেন। তন্মধ্যে ধবল ও সুশীতল চন্দনকে তৈলপর্ণিক, কৃষ্ণ তাম্রব্যামিশ্রবর্ণ পদ্মগন্ধি অতি শীতল চন্দনকে গোশীর্ষ এবং হরিদ্বর্ণ চন্দনবিশেষকে হরিচন্দন কহে। অথবা পারিভাষিক হরিচন্দন যথা। "ঘৃষ্টঞ্চ তুলসী কাষ্ঠং কর্পূরাগুরুযোগতঃ। অথবা কেশরৈর্যোজ্যং হরিচন্দনমুচ্যতে"॥ ইতি প...রণে ...ত। বস্ত্রে

সর্ব্বংসহা বসুমতী যদি বা সহেত
ত্বং কোমলাপি কমলে সহসে কথং বা ॥ *

ততঃ কশ্চিদ্বঙ্গদেশীয়ভিক্ষুঃ। যথা
তনুতনুর্বিষমজ্বরকাতরো
নিয়তমৌষধসেবনতৎপরঃ।
কটুরসস্বদনে কটুভাষণে
পটুরিতি প্রথিতো ভুবনেষু যঃ ॥ †

প্রবিশ্য চ সঃ।

দুর্ভিক্ষোপপ্লবকৃতমিদং দারুণং বীক্ষ্য কষ্টং
দারুপ্রায়া বিপুলযশসো দানিনো মানিনশ্চ।

বর্ণবস্ত্রনির্ম্মিত উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার মুখমণ্ডল অতিলম্বিতলোম অর্থাৎ শ্মশ্রু প্রভৃতির দ্বারা ভীষণদর্শন হইয়াছে এবং যিনি মধ্যে মধ্যে এক একটী চণকচর্ব্বণদ্বারাই কেবল সুখের অনুভব করিতেছেন।

* দেখ মা! দুর্ভিক্ষের দৌর্জ্জন্য[১]জন্য জনসমূহ অতিশয় দুঃখকে সহ্য করিতেছে। সর্ব্বংসহা[২] বসুমতী লোকের এ সকল কষ্ট দেখিয়াও যদ্যপি সহ্য করিয়া আছেন (অর্থাৎ রসাতলগামিনী না হইয়াছেন), তথাপি তুমি কমলা কোমল হইয়াও ইহা কিরূপে সহ্য করিতেছ?

† যিনি অতিশয় কৃশাঙ্গ এবং বিষমজ্বরে[৩] কাতর হইয়া সর্ব্বদাই ঔষধসেবনে তৎপর। এবং যিনি কটুরসের আস্বাদন করিতে এবং কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে পটু বলিয়া ভুবনের মধ্যে বিখ্যাত।

১। যেমন উপচারক্রমে চেতনারহিত কালের নির্দ্দয়তা বলা যায়, সেই প্রকার দুর্ভিক্ষেরও দৌর্জ্জন্য বলা যাইতে পারে।

২। অথচ পৃথিবীর আর একটী নাম সর্ব্বংসহা।

৩। সন্তত ও তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরকে বিষ[illegible]হ্।

ভিক্ষাশিক্ষাঽপ্যতিবিফলতাং ভিক্ষুকস্যাপি যাতা
নাস্তীদানীং জঠরপিঠরাবর্ত্তপূর্ত্তেঃ প্রকারঃ ॥ *

ততঃ কশ্চিন্নির্ব্বিত্তত্বাদুৎকলচিত্ত১ উৎকলদেশীয়ো গৃহস্থঃ। যথা

সচ্ছিদ্রমূর্দ্ধতিলকং হরিমন্দিরাখ্যং
চক্রাঙ্কচক্রমিলিতং দধদব্জশঙ্খম্।
কর্ণে দধান উরুগুণ্ঠিততাম্রকূট-
পর্ণঞ্চ পর্ণরসভুগ্বিহিতোপবাসঃ ॥†

প্রবিশ্য চ সঃ।

দুর্ভিক্ষরক্ষো নরভক্ষণাশং
বীক্ষ্যাগতং জীবনরক্ষণায়।

* দুর্ভিক্ষনামক মহোপদ্রব দ্বারা যে এই দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেক মহাযশস্বী দানী ব্যক্তিগণ অর্থাৎ দাতাসকল২ এবং মানী ব্যক্তিসকলও কাষ্ঠপ্রায় হইয়াছেন। অর্থাৎ কিসে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে ও কিসে মান রক্ষা হইবে, সর্ব্বদা এই প্রকার চিন্তাতেই তাহাদিগের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষা শিক্ষা করাও নিস্ফল হইয়া উঠিয়াছে। এমতে সম্প্রতি উদররূপ গভীর গর্ত্তের পূর্ত্তি হওয়ার আর উপায় নাই।

† যিনি হরিমন্দিরনামক সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধতিলক এবং চক্রাঙ্কসমূহমিলিত পদ্ম ও শঙ্খাকৃতি চিহ্নসকল ধারণ করিয়া কর্ণের উপরিভাগে উরুগুণ্ঠিত৩ তাম্রকূটপত্র (অর্থাৎ চুরুট) রাখিয়া নিয়ত উপবাসী থাকিয়াও কেবল তাম্বুলরসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে থাকেন।

১। উৎকলঃ উৎকণ্ঠিত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যানে শ্রীধরস্বামী।

২। দানং বিদ্যতেঽস্যেত্যর্থে দানী। যথা "নবীনদীনহীনস্য যাচ্যমানস্য দানিনঃ। বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥" ইতি।

৩। অতিশয় গুণ্ঠিত। বড্ডোরুবিপুলমিত্যমরঃ।

ত্যক্ত্বাত্মতুল্যানপি বন্ধুবর্গান্
দেশে চ দেশে চ পলায়িতোঽস্মি ॥*

ততঃ কশ্চিদ্রাঢ়দেশীয়ঃ কৃষিকর্ম্মোপজীবী দ্বিজবন্ধুঃ১। যথা

স্বচিকুরনিকুরম্বং পৃষ্ঠতো লম্বমানং
হলধৃতিকঠিনাভির্ম্মার্জ্জয়ন্নঙ্গুলীভিঃ।
সগুড়মনতিকিঞ্চিৎ সঞ্চিতং পূর্ব্ববর্ষৈ-
রবিহিতমপি ভুঙ্ক্তে তণ্ডুলং স্থূলমেব ॥†

প্রবিশ্য চ সোঽপি তথা।

ধান্যাতিধন্যা কিল রাঢ়বঙ্গ-
ভূমীতি যাসীৎ সুচিরপ্রসিদ্ধা।
খ্যাতির্জনানামিব কর্ণভূষা
কথাবশেষা বত সাম্প্রতং সা ॥‡

এবমন্যেঽপি কতিপয়ে দুর্ভিক্ষোপদ্রবদ্রবীভূতমানসা দরিদ্রজনাঃ। (প্রবিশ্য সখেদম্) মাতঃ কমলাক্ষি! কমলে! পশ্য পশ্য ত্বৎপুত্রাণামধুনা কিমপ্যত্যাহিতমাহিতম্। অয়ি মাতঃ!

---

*নরভক্ষণেচ্ছু দুর্ভিক্ষরূপ রাক্ষসকে সমাগত দেখিয়া আমি স্বীয় প্রাণরক্ষার নিমিত্তে প্রাণোপম বন্ধুবর্গকেও পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে পলায়ন করিতেছি।

† যিনি পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান স্বীয় কেশপাশকে হলধারণনিবন্ধন সুকঠিন অঙ্গুলীসকল দ্বারা মার্জ্জনা করতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের সঞ্চিত অনতিকিঞ্চিৎ গুড়মিশ্রিত স্থূল তণ্ডুলকে অবিহিতরূপে অর্থাৎ স্নানাদি ব্যতিরেকেও ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

‡ 'রাঢ়দেশ ও বঙ্গদেশ ধান্যহেতুই ধন্য' এই প্রকার জনদিগের শ্রুতিভূষা-

১। নীচকর্ম্মহেতু নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

লোকানাং দুঃখনাশায় যদি তে নাস্তি মানসম্।
তদা তে লোকমাতেতি কথং নাম দয়াময়ি ॥ *

(নেপথ্যে)

প্রচণ্ডকররশ্মিভির্ভুবি বিহায়সি জ্বালিতে
বিহায় ন বিহায়সস্তরুমটন্তি কুত্রাপি চ।
অতোঽতিনিবিড়চ্ছদক্ষিতিরুহস্য মূলে ক্ষণং
বিরম্য পথিকব্রজ স্বকমভীষ্টদেশং ব্রজ ॥ †

(সর্ব্বে আকর্ণয়ন্তি)

ততঃ কশ্চিৎ পান্থজনঃ। অয়ে মধ্যাহ্নমারূঢ়ো ভগবান্ মরীচিমালী। তদ্বয়ং সহস্রপাদস্য[১] পাদ[২]-প্রহারাৎ পরিত্রাণায় প্রহরপাদমপি[৩] পাদপস্য পাদ[৪]মাশ্রয়ামঃ। যতঃ 'পাদাৎ' পাদপ্রহারাৎ 'পালনং' রক্ষণমিতি পাদপস্যৈব কার্য্যম্[৫]। (ইতি সর্ব্বৈঃ সহ মিলিত্বা বৃক্ষমূলমুপসৃত্য পুরতোঽবলোক্য চ সসম্ভ্রমম্) অয়ে ভ্রাতরঃ কথমেতেষাং তরুকোটরস্থানাং শকুনানাং শোককশকুন[৬]-কাকূন্মিশ্রকুকুধ্বনিঃ শ্রূয়তে। (ক্ষণং বিমৃষ্য) আঃ ইদমেবাত্রোৎপ্রেক্ষণীয়ম্।

স্বরূপ পূর্ব্বে যে একটী চিরপ্রসিদ্ধ খ্যাতি অর্থাৎ যশঃ ছিল, তাহা এক্ষণে 'কথাবশেষা' কথামাত্রে অবশিষ্টা অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে।

*হে দয়াময়ি! যদি লোকের দুঃখ বিনাশ করিবার নিমিত্ত তোমার মন না থাকে তবে "লোকমাতা" এই নামটী[৭] তোমার কেন হইয়াছে!

† হে পথিকগণ! সূর্য্যের রশ্মিদ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ[৮] উভয়ই প্রজ্বলিত হওয়াতে পক্ষিসকলও[৯] বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া কোন খানে গমন করিতে-

১—৪। পাদো রশ্ম্যঙ্ঘ্রি তুর্য্যাংশ ইত্যমরঃ। পাদো বৃক্ষমূলমিতি যথা। পাদো ব্রধ্নে তূরীয়াংশে শৈলপ্রত্যন্তপর্ব্বতে ইতি মেদিনী।

৫। ইহাকে "কবিপ্রৌঢ়োক্তি" বলে।

৬। শকুনং ফললক্ষণমিত্যজয়পালঃ।

৭। লক্ষ্মীর একটী নাম 'লোকমাতা' যথা। ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমেত্যমরঃ।

৮—৯। বিহায়ঃ স্যাৎ খগে দিবীতি জয়াদিত্যঃ।

তথাহি,

দিনকরেণ করেণ সমন্ততো
হৃতরসা তরসা[১] তরুসংহতিঃ।
ইতি বিধেঃ[২] সবিধে সঘৃণং রুতং
পরিকরোঽতি করোতি পতত্রিণাম্ ॥ *

(সর্ব্বে এবমেবেতি বিহস্য তত্রৈবোপবেশং নাটয়ন্তি)

ততঃ প্রবিশতঃ কশ্চিন্নবদ্বীপাদিপ্রদেশীয়ো বিদ্বদ্দেশীয়ো গোস্বামীতি ব্যপদেশভাগ্ বহুদেশদেশিক[৩]-স্বচ্চরণানুচরো নীচচরঃ[৪] কশ্চিদ্ ভিক্ষাচরো নিরক্ষরো বৈষ্ণবশ্চ।

যথাক্রমেণ গোস্বামী যথা

শুভ্রতরাংশুকশোভিতদেহো
ভাববিভাবিতমানসগেহঃ[৫]।

ছেনা। অতএব তোমরাও ঘনপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষমূলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্বীয় স্বীয় অভীষ্টদেশে গমন কর।

*দিবাকর নিজকরের দ্বারা তরুগণের সমুদয় রসই বলপূর্ব্বক অথবা সত্বরেই হরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া পক্ষিগণ স্ব স্ব আশ্রয়ভূত বৃক্ষসকলের বিনাশ শঙ্কা করিয়া বুঝি বিধাতার নিকটে অতিশয় আর্ত্তধ্বনি করিতেছে।

১। তরসা বলরংহসীতি যাদবঃ।

২। নানুস্বারবিসর্গৌ চ চিত্রভঙ্গায় সম্মতাবিতি আলঙ্কারিকাঃ।

৩। দেশিকো গুরুরিতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদৌ। এখানে বহুদেশ শব্দে লক্ষণা দ্বারা বহুদেশস্থ জন বুঝাইল।

৪। ভূতপূর্ব্বো নীচ ইত্যর্থে নীচচরঃ। কিন্তু এখানে ইনি পরম পবিত্র হইয়াছেন, কারণ "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"।

৫। বিভাবঃ পরিচয় ইতি মেদিনী। ভাবস্য বিভাবোঽস্য জাত ইত্যর্থে "ভাববিভাবিতঃ", অথবা বিশেষেণ প্রাপিত ইতি ভূধাত্বর্থদর্শনাৎ।

কৃষ্ণগুণাসবপানসুমত্ত-
শ্চারুবিচারিতসাত্বততত্ত্বঃ ॥ *

বৈষ্ণবো যথা

শুদ্ধাপাঙ্গো বিচিত্রাঙ্গো নটো দীর্ঘশিখাধরঃ।
কালমালালসৎকণ্ঠো নীলকণ্ঠ ইবোন্মদঃ ॥ †

* যাঁর শরীর অতি শুভ্রবসন দ্বারা শোভিত হইয়াছে, যাঁর মনোরূপ মন্দির কত কত প্রেমময় ভাবের দ্বারা বিভাবিত হইয়াছে, যিনি কৃষ্ণগুণরূপ মধুপানে মত্ত হইয়া সতত সাত্বত ধর্ম্মেরই উত্তম রূপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

† [প্রথম অর্থ] যিনি 'শুদ্ধাপাঙ্গ' নির্ব্বিকার অর্থাৎ দোষশূন্য কটাক্ষ যাঁর এতাদৃশ ; অথবা বৈষ্ণবদিগের পক্ষে নিতান্তনিষিদ্ধ যে সম্বিদাদিসেবন তদভাবে 'শুদ্ধ১' শুক্লবর্ণ হইয়াছে 'অপাঙ্গ' নয়নের প্রান্তভাগ যাঁর এবম্ভূত ; অর্থাৎ যিনি শ্বেতচক্ষুঃ (শাদাচখো)। এবং যিনি 'বিচিত্রাঙ্গ' নানাবর্ণের তীর্থমৃত্তিকার বিলেপন হেতু কর্ব্বুরিতদেহ। এবং 'নট' নিয়ত নটনশীল ; অথবা 'অনট' অহিংস্র২। এবং 'দীর্ঘশিখাধর' অতিলম্বিতশিখাবিশিষ্ট। ও 'কালমালালসৎকণ্ঠ' কৃষ্ণতুলসী দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে কণ্ঠদেশ যাঁর ঈদৃশ৩। এবং 'উন্মদ' নিয়ত হর্ষযুক্ত৪।

(১) শুদ্ধঃ শুক্লে চ পূতে চ কেবলে চ প্রযুজ্যতে ইতি ধরণিঃ।

(২) 'নট' নৃত্যহিংসয়োরিতি কবিকল্পদ্রুমে। বৈষ্ণবদিগের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

(৩) ইহা দ্বারা কণ্ঠের নীলবর্ণত্ব প্রকাশ পাইতেছে। কালমাল+আ+লসৎ=কালমালালসৎ। কালমালঃ কৃষ্ণতুলসীতি রাজনির্ঘণ্টে। তুলসীপত্রের মালাধারণের বিষয় যথা স্কন্দপুরাণে—তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ। মনুষ্যাণাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাম্॥ ইতি।

(৪) উদ্গতো মদো হর্ষো যস্যেত্যর্থঃ। মাদা হর্ষ ইত্যমরঃ।

গোস্বামী। (সোদ্বেগমুচ্চৈঃ) হে হলধরসোদর দামোদর! কথং হলধরাণামপি[১] ন দয়সে? হে ইন্দ্রাবরজোপেন্দ্র! ভ্রাতুরিন্দ্রস্য দুরন্তকোপং দূরীকৃত্য সম্প্রতি নিরবগ্রহলোকানুগ্রহেণ কুগ্রহজাতাবগ্রহস্য নিগ্রহং কৃত্বা বর্ষাভাবাদ্বিমর্ষিতকর্ষকাণাং তর্ষানুরূপহর্ষপ্রদো ভব। অথবা কিং বক্তব্যম্।

[দ্বিতীয় অর্থ] এই বৈষ্ণব 'নীলকণ্ঠ' অর্থাৎ ময়ূরের ন্যায়; যেহেতু ময়ূরও 'শুদ্ধাপাঙ্গ' শুক্লাপাঙ্গ[২], ও 'বিচিত্রাঙ্গ' নানাবর্ণযুক্তদেহ[৩], ও 'নট' নটনশীল, ও দীর্ঘশিখাধর[৪], ও 'কালমালালসৎকণ্ঠ' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখার[৫] দ্বারা সুশোভিত-কণ্ঠদেশ, এবং 'উন্মদ' উন্মত্ত।

[তৃতীয় অর্থ] অথবা যিনি হরিপরায়ণতাপক্ষে 'নীলকণ্ঠ' মহাদেবের[৬] তুল্য। যেহেতু মহাদেবও 'শুদ্ধাপাঙ্গ' অর্থাৎ 'শুদ্ধ' পবিত্র[৭] বা 'শুদ্ধ' কেবল[৭] ও 'অপাঙ্গ' নিরাকার[৮]। তথাপি অচিন্ত্যশক্তিত্বহেতু 'বিচিত্রাঙ্গ' আশ্চর্য্যাকার-বিশিষ্ট[৯]; অথবা 'বিচিত্র' অদ্ভুত 'অঙ্গ' মন[১০] যার তাদৃশ; কিংবা 'বিচিত্র'

১। বা স্মৃত্যর্থদয়েশাং কর্ম্মণি। স্মরণার্থ দয় ও ঈশ ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়, ইতি কৌমুদী।

২। ময়ূরের একটি নাম সিতাপাঙ্গ।

৩। বিচিত্রাঙ্গো ময়ূর ইতি শব্দরত্নাবলী।

৪। ময়ূরের অপর নাম শিখী এবং শিখাধর।

৫। মালা রেখেতি হেমচন্দ্রঃ। ময়ূরের কণ্ঠদেশে কৃষ্ণ বর্ণও আছে। কবিদিগের মতে কৃষ্ণ ও নীল এই উভয় বর্ণকে এক বলিয়া স্বীকার করা যায়। অধিকন্তু কৃষ্ণে নীলাসিত-শ্যামেত্যাদ্যমরঃ।

৬। যেহেতু "বৈষ্ণবানামহং শম্ভুঃ" এই বাক্যে মহাদেবই বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সজাতীয়ের মধ্যে যে বস্তু শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহারই সহিত অন্য সজাতীয় বস্তুর তুলনা হইতে পারে।

৭। শুদ্ধমপাপবিদ্ধমিত্যাদি শ্রুতেঃ।

৮। শুদ্ধশ্চাসাবপাঙ্গশ্চেতি বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধারয়ঃ। অপাঙ্গোঽঙ্গহীন ইতি মেদিনী। তথাচ বেদান্তসূত্রম্। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাদিতি। আহ চ তন্মাত্রমিতি চ।

৯। তথাচ বেদান্তে। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাদিতি।

১০। অঙ্গং মনসি কায়ে চেতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতকোষান্তরম্। যেহেতু অদ্ভুত মন না হইলে

স্বয়ং সীতাপতির্ভূত্বা সীতাপ্রণয়বিস্মৃতঃ[১]।
হলধরান্ ন দয়সে ভূত্বা হলধরঃ স্বয়ম্॥ *

আশ্চর্য্য 'অঙ্গ' উপায়[২] যার তাদৃশ[৩]। এবং 'অনট' প্রধান নট[৪]; অথবা 'নট' অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণ[৫]; অথবা 'অনট' অহিংস্র[৬]; বা 'নট হিংস্র[৭]। ও 'দীর্ঘশিখাধর' কপালদেশে অতিশয় প্রজ্বলিত অত্যুচ্চ বহ্নিজ্বালার[৮] ধারণকর্ত্তা। এবং 'কালমালালসৎকণ্ঠ' কালবর্ণ রুদ্রাক্ষাদিমালা দ্বারা সুশোভিতকণ্ঠ; অথবা নীলকণ্ঠত্বহেতু কৃষ্ণবর্ণ রেখায় সুন্দরকণ্ঠদেশ। এবং 'উন্মদ'[৯] নিরহঙ্কার[১০]।

* তুমি স্বয়ং সীতাপতি (রামচন্দ্র) হইয়াও "সীতার" (লাঙ্গলপদ্ধতির) প্রণয়

তিনি একাকী এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা হইতে পারেন না; অবশ্যই মায়াতে মোহিত হইতে হয়।

১। ক্তান্ত বিশেষণ কখনও পূর্ব্বে ও কখনও বা পরে থাকে, যথা—জাতসুখঃ, সুখজাতঃ; পীততৈলঃ, তৈলপীতঃ; ঊঢ়ভার্য্যঃ, ভার্য্যোঢ়ঃ; ইত্যাদি।

২। অঙ্গমুপায় ইতি মেদিনী।

৩। এই কার্য্যরূপ জগতের বৈচিত্র্য দৃষ্টি করিয়া ইহার কারণেরও বিচিত্রতা স্বীকার করিতে হয়।

৪। এখানে অকারের প্রশ্লেষ হইল; অর্থাৎ নাস্তি নটো যস্মাৎ। মহানটঃ শিব ইতি জটাধরঃ।

৫। কুসুমাঞ্জলৌ—সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ। প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥

৬। নট হিংসায়াম্। নটতীতি নটঃ। অনটঃ অহিংস্রঃ।

৭। যেহেতু ইনি কল্পান্তে সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন। তথাচ ভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মা—সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিরক্ষতি শক্তিধৃক্॥ ইতি।

৮। বহ্নের্দ্বয়োর্জ্জ্বালকীলাবর্চ্চির্হেতিঃ শিখা স্ত্রিয়ামিত্যমরঃ।

৯। উদ্গতো মদো গর্ব্বো যস্মাদিত্যর্থে। যথা, উত্তমশ্লোক ইত্যস্য ব্যাখ্যানে উদ্গতস্তমো যস্মাৎ স উত্তম ইতি শ্রীধরস্বামী।

১০। এতাবতা ইনি সদাশিব, তমোগুণবিশিষ্ট রুদ্র নহেন, ইহাই বুঝাইতেছে। তথাচ ভাগবতামৃতে—সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সর্ব্বকারণভূতা সা রঙ্গরূপা স্বয়ং

হে কৃষ্ণ পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃখসিন্ধৌ নিমজ্জিতাম্।
দুর্ভিক্ষাখ্যহিরণ্যাক্ষং হত্বা ক্ষমাং পুনরুদ্ধর১ ॥ *

বৈষ্ণবঃ। (অপবার্য্য স্বদেশীয়নীচভাষামাশ্রিত্য চ২) গোঁসাই মিছে বচন পরায় কাজ্ নেই। অ্যাকোন বচনই পুইরে খেতে হবে দেখচি। ঐ তো নতুন বরো বারি খানা দেকে পেইটে ছিলে। যাওয়া মাত্তই ঐ বারির বরো কত্তাটী এমন অ্যাক ধাক্কা দিএচে, যে মুই অ্যাকোন্‌ও ঘার .সোজা কত্তে পাল্লাম না। অ্যাকোন হলুদই বা পাই কোতা, চুণই বা পাই কোতা। ক্যাবোল ভেবে ভেবে মুকে চুণ পল্যো।

গোস্বামী। (সাবমর্ষম্) কিম্? ধনগর্ব্বপর্ব্বতারূঢ়জন্তুনা৩মীদৃশঃ কিল নিষ্ঠুরব্যবহারঃ? যন্নিরাহারজনেষ্বপি তৈঃ প্রহারঃ কৃতঃ।

বিস্মৃত হইয়াছ; এবং স্বয়ং হলধর (বলরাম)৪ হইয়াও হলধরদিগের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছ।

* হে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ! দুর্ভিক্ষনামক হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়া তৎ কর্ত্তৃক দুঃখসাগরে নিমজ্জিতা হইয়াছে যে এই পৃথিবী ইহাকে পুনর্ব্বার উদ্ধার কর৪।

প্রভো॥ ইতি। এবং, হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে॥ যথা শ্রীদশমে, শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বত্ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥ ইতি।

১। পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন যে. পূর্ব্বে একবার বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়া জলময় পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

২। তথা চ সাহিত্যদর্পণে "যদ্দেশং নীচপাত্রস্ত তদ্দেশং তস্য ভাষিতম্" ইতি। এই বৈষ্ণবোক্তির প্রায় সমুদয় অংশই শ্রীযুক্ত রামনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত।

৩। জন্তুশব্দ প্রায় নীচপ্রাণী পশুদিগের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং পশু বিশেষে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

৪। কৃষ্ণের দশাবতার মধ্যে বলরামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা "বনজৌ বনজৌ হংসস্ত্রিরামী সকৃপোঽকৃপঃ"। অর্থাৎ দুইটি "বনজ" জলজরূপ—মৎস্য ও কূর্ম্ম, দুইটি "বনজ" বন্যরূপ—বরাহ ও নৃসিংহ। আর তিনটি "রাম"—ভৃগুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম। আর "সকৃপ" অর্থাৎ বুদ্ধ এবং "অকৃপ" অর্থাৎ কল্কি। এই দশ অবতার।

পরন্তু

"অহো কনকমাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
নামসম্পর্কতো যস্য ধুস্তূরোঽপি মদপ্রদঃ॥"*

অহঙ্কারমলঙ্কারং বালিশাঃ কলয়ন্তি যে।
হলপ্রয়োগকার্য্যেঽপি বিমূঢ়াস্তে নরাধমাঃ॥ †

প্রত্যুত১

নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ।
ইতি যদৃষিভিঃ প্রোক্তং২ তচ্ছ্রুত্বানুন্নতো ভবেৎ

* হায়! কনকের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য, তাহার কিছুই বলা যায় না। প্রকৃত কনকের কথা দূরে থাকুক, তার নামমাত্রের সম্পর্কেতেই ধুস্তূর মদপ্রদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভিধানমধ্যে "ধুস্তূরঃ কনকাহ্বয়ঃ", কনকের যে কয়েকটী নাম, ধুস্তূরেরও সেই কয়েকটী নাম, ইহা উক্ত হইয়াছে; এই জন্য ধুস্তূরের সেবন মাত্রেই লোকের মত্ততা জন্মিয়া থাকে। ইহাতে যাহারা যথার্থ কনক (স্বর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা যে মত্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

† যে মূর্খেরা অহঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া বিবেচনা করে, সেই নরাধমেরা হলপ্রয়োগ কার্য্যেও অর্থাৎ "অহঙ্কার" শব্দের হকারের স্থানে লকার প্রদান করায়, তাহারা হ ও ল এই দুই অক্ষর বিন্যাস কার্য্যেও অতিশয় বিমূঢ়। অথবা "হল" শব্দে ব্যঞ্জন৩, তদ্বিন্যাস কার্য্যেও অতিশয় মূঢ়। এতাবতা নিরক্ষর বুঝাইতেছে।' কিংবা "হল" শব্দে লাঙ্গল; তাহার প্রয়োগ কার্য্যেও তাহারা মূঢ়; অর্থাৎ তাহারা চাষারও অধম।

১। উক্তবৈপরীত্যে। অর্থাৎ অহংকৃত না হইয়া বরং নম্র হইবে।

২। পরাশরাদিভির্বিষ্ণুপুরাণাদৌ।

৩। ইহা কোন আভিধানিক শব্দ নহে। কোন কোন ব্যাকরণে ব্যঞ্জন বর্ণের 'হল' সংজ্ঞা করিয়াছেন।

অন্যথোচ্চ্ৰিতদেশাত্তু যথা নীরস্য নিঃসৃতিঃ।
তথা গর্ব্বোন্নতাম্মূঢ়াৎ সম্পদোহপি পরিচ্যুতিঃ[১]। *

ততস্ততঃ ?

বৈষ্ণবঃ। তার পড়তো খানিক দূড়ে গিএ অ্যাক বারিতে বড়ো জাঁক জমক দ্যাখলাম। কত গারি ঘোরা পতে গস্ গস্ করচে। শোনলাম আজ এখানে একটা জগ্গি হবে। তাইতে ভাবলাম একানে অবিশ্যিই কিচু ভাল সামিগ্যিড়ি পাওয়া যাবে। হা পোরা কপাল! যেই দেউরিতে গিএ ঢুকিচি, অমনি অ্যাক বেটা যোমের মোতো পেয়াদা[২] এসে মোর হাতের নলাটা না ধর‍্যে অ্যাক্‌টা পাকনারা দিয়ে মোকে ফেলে দিলো। দ্যাক্‌লাম কতো বাবু ভেয়ে সেকানে বস্তে গপ্প মার‍্চে। মুই "দোহাই বাবু দোহাই বাবু" বলতে লাগ্‌লাম; কেউ অ্যাকবাড় মোর পানে তাইকেও দ্যাক্‌লো না। কি কর্ব্বো, মুই আস্তে আস্তে[৩] সেকান থেকে পলো কেন্‌লাম[৪]।

গোস্বামী। সম্যগেবাহ ভবান্ যতো ধনগর্ব্বিতানামীদৃগেব স্বভাবঃ।

তথাহি,

* যেমন জল সকল নীচাভিমুখ হইয়া নিম্ন স্থানেই গমন করে, তদ্রূপ সম্পদ্ সকলও নম্র ব্যক্তির প্রতি ধাবমান হয়; এই প্রকার ঋষিদিগের কর্ত্তৃক উক্ত যে বাক্য তাহা শ্রবণ করিয়া নত হইবেক। নচেৎ উন্নত দেশ হইতে যে প্রকার জলের নিঃসরণ হইতে থাকে, গর্ব্বোন্নত ব্যক্তি হইতেও সেই প্রকার সম্পত্তির বিচ্যুতি হওয়া সম্ভব[৪]।

১। তাৎপর্য্য এই যে দেবরাজ উদ্ধত হইলে লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন; দেবরাজ পুনরায় ঐ নিম্নস্থানের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন।

২। সংস্কৃতমূলক যাবনিক ভাষা এদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত থাকা সম্ভব। যেহেতু এদেশে অতি পূর্ব্বেও কালযবন প্রভৃতির গমনাগমন ছিল। পেয়াদা শব্দটীও সংস্কৃত "পদাতিক" কিম্বা "পত্তি" শব্দের বিকৃতি।

৩। যাবনিক ভাষায় ইহাকে "আহস্তা" বলে; অতএব ইহা অবশ্যই সংস্কৃত "অশস্ত" শব্দের বিকৃতি হইবে। যেহেতু "অশস্ত" শব্দের অর্থ অপ্রশস্ত, মন্দ, অল্প ইত্যাদি।

৪। পলাইলাম।

"করোতি মুখবিক্রিয়াঃ কতি তনোতি ভঙ্গীস্তনোঃ
কতি প্রকটয়ত্যলং নিজবিভূতিশৌর্য্যাদিকম্।
দৃশাঽপি ন বিলোকতে গুণবতঃ পুরোবর্ত্তিনো
ন কিং বিষদৃগীক্ষ্যতে ধনমদেন মত্তো জনঃ॥" *

তৎ খলু বৃথা ব্যয়ং কুর্ব্বতাং ধনগর্ব্বসর্ব্বস্বজনানা-১মনভিজ্ঞতাদোষেণৈবে-দানীমীদৃগর্থস্থানর্থকত্বমাপাদিতম্। অহো লোকহিতায় বিহিতং রূঢ়মপি২ বচনজাতং কিমেতেষাং মূঢ়ানাং শ্রবণপদবীমপি নাধিরূঢ়ম্? তথাচ

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥" *

ততস্ততঃ?

বৈষ্ণবঃ। তার পড় মুই ঘুত্তে ঘুত্তে অ্যাকটা তেতালা বারির কাছে গিয়ে পলাম। দ্যাক্‌লাম অ্যাক্‌টা মেয়ে মানুষ—বুজি সেই বারির দাসী হবে—গুচ্চি-খানিক সোনার গয়না হাতে কর্য়ে নিয়ে ঐ বারির মদ্দে ঢুকলো। মুইও তার

* যাহারা ধনমদে মত্ত, তাহারা কি প্রকার বিকৃত ভাবেই না দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু তাহারা নানাপ্রকার মুখবিকার প্রদর্শন করিতে থাকে এবং ভঙ্গীক্রমে আপনাদের ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ করিতে থাকে। সম্মুখস্থিত গুণবান্ লোকসকলকেও তাহারা যেন দেখিয়াও দেখে না।

* হে কৌন্তেয়! দরিদ্রব্যক্তিগণকে প্রতিপালন কর; ধনী ব্যক্তিকে ধন-প্রদান করা অনর্থক। যেহেতু রোগী ব্যক্তির পক্ষেই ঔষধ পথ্য হইয়াছে; নীরোগ ব্যক্তির ঔষধে কোন কার্য্যই নাই।

১। ধনগর্ব্ব এব সর্ব্বস্বং যেষাং তেষাম্।

২। প্রসিদ্ধমপি। তথাচ রূঢ়ং জাতে প্রসিদ্ধে চেতি মেদিনী।

পিচে পিচে যেমন ডুওরে গিয়ে দেঁইরিচি, অমনি অ্যাক বেটা—বুজি সে ঐ বারির কত্তা হবে—বেরো বেরো করে চেঁচিয়ে উট্‌লো। মুই কত কাকুতি মিন্নুতি কল্লাম সে বেটা কিচুই শোন্‌লো না। ঠাকুর গো আর কিব্যা বলবো,—অ্যাকবার তাইকে দ্যাকলাম, বেটার কত্তাও জ্যামন গোওাড়ের মোতো, গরণও তেম্নি চোয়ারের মোতো। কি কর্ব্বো সেকান থেকেও পটোল তোল্‌লাম[১]।

গোস্বামী। সত্যমেবাত্থ। যত আকৃত্যা প্রকৃত্যা চ যক্ষ এব সঃ। তথাহি কস্মিংশ্চিদস্মদ্দেশীয়নব্যকবিকৃতগৌড়ীয়সাধুভাষানিবদ্ধসাহিত্যগ্রন্থবিশেষে

করেছিল সংসারের মধ্যে ধনিজন।
কেহ বা লক্ষ্মীরে কেহ কুবেরে ভজন॥
লক্ষ্মীর ভজন করেছিল যে শ্রীমান্[২]।
দাতা ভোক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র তার মান॥
যার ভজনীয় বস্তু ছিলেন কুবের।
যক্ষ বলি খ্যাত তিনি রূপেতে কুবের[৩]॥
অতএব ভিক্ষুগণ বলি বারে বারে।
লক্ষ্মীবরপুত্র যেন বলো না সবারে॥
যদি বল দাতা বটে রূপবান্ নয়।
তারে কি বলিতে পারি লক্ষ্মীর তনয়॥
ইহার উত্তর শুন হয়ে সাবধান।
রূপ হৈতে গুণ বটে সর্ব্বত্র প্রধান[৪]॥

কিঞ্চ, এবংবিধানাং দুরাত্মনাং সম্পত্তিস্তু তেষামপি বিপত্তিনিষ্পত্তয় এব।

১। অর্থাৎ চলিয়া গেলাম।

২। শ্রীমান্ অর্থাৎ রূপবান্ এবং ধনবান্।

৩। 'কুবের' কুশরীর। বেরং কলেবরে ক্লীবং বার্ত্তাকৌ কুসুমেঽপি চেতি মেদিনী।

৪। অতএবোক্তং, শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরম্। শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ। ইতি। এই কবিতার উভয়পার্শ্বে " " এই প্রকার চিহ্ন না থাকাতেই ইহা অন্যের কৃত নহে বিবেচনা করিবেন।

তথাহি

"আত্মানং পরিবঞ্চ্য যাচককুলং কুর্ব্বন্তি যে সঞ্চয়ং
তেষাং পাপজুষাং তদেব হি ধনং ভোগায় নো জায়তে।
নিত্যং সঞ্চিনুতে মধূনি সরঘা দত্ত্বানলং তন্মুখে
নীত্বা দেবপিতৄন্ সদা সুকৃতিনঃ সন্তোষয়ন্তি ধ্রুবম্॥" *

অহো কস্যার্থং বা তৈরনর্থকমর্থসঞ্চয় এব ক্রিয়তে? যতঃ

"যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যদশ্নাতি দিনে দিনে।
তত্তু বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষিতম্॥" †

অতঃ

"আয়াসশতলব্ধস্য প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সঃ।
একৈব গতিরর্থস্য দানমন্যে বিপত্তয়ঃ॥" ‡

বৈষ্ণবঃ। আবার শোন্‌লাম তার একটী পুণ্যি পেকাশ[১] আছে। সে আবার টাকার কুমীর[২]; বাপের সঙ্গে ভেন্নো; কেবল আপনার ও মাগ ছেলের সেবা করে; ভিকিরী গেলে কখনও একমুটো দেয় না।

---

* যে ব্যক্তি আত্মাকে ও যাচকগণকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে সেই পাপিষ্ঠের যে ধন তাহা কখনই ভোগের নিমিত্ত হয় না। দেখ মধুমক্ষিকাগণ প্রতিদিন পরিশ্রম পূর্ব্বক মধু আহরণ করতঃ একত্র সঞ্চয় করিয়া রাখে; কিন্তু পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ তাহাদিগের মুখে অগ্নি প্রদান করিয়া ঐ সকল মধু অপহরণ করতঃ তাহার দ্বারা দেব ও পিতৃলোকের তৃপ্তি জন্মাইয়া থাকেন।

† যাহা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ সৎপাত্রকে প্রদান করা যায় এবং যাহা ভোগ করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ; নচেৎ সঞ্চিত ধন যে কাহার তাহা কি বলা যায়?

‡ অনেক পরিশ্রমলব্ধ এবং প্রাণ হইতেও প্রিয় যে অর্থ, একমাত্র দানই তাহার গতি। নচেৎ আর আর সকলই তাহার বিপত্তিজনক।

১। অর্থাৎ পুত্র।

২। অর্থাৎ অনেক টাকার অধিকারী। টঙ্ক শব্দ ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া টাকা হইয়াছে; তুই শত গুঞ্জা পরিমিত মানকে পূর্ব্বে টঙ্ক কহিত। ইতি রহস্যসন্দর্ভের ৩ পর্ব্বের ৩০ খণ্ডে ৯৩ পৃষ্ঠায়।

গোস্বামী। হুম্ এতাদৃশা দুরাশয়া অপি বহবো দৃশ্যন্তে। (ইতি সাক্ষেপম্)

হন্ত হন্ত হন্তকারং[১] ন দত্বাল্পমপি ক্বচিৎ।
সন্তানিকাদিদানং বা সন্তানেভ্যঃ কিমর্থকম্॥
অহো আত্মম্ভরির্যশ্চ পরদুঃখেম্বকাতরঃ।
হীনসংজ্ঞঃ স পাপিষ্ঠো দারুণোঽপি সুদারুণঃ॥*

বৈষ্ণব। তার পর ভাবতে ভাবতে অ্যাকটা পুরণো ভাঙ্গা বারির কাছে গিয়ে পলাম। ভাবলাম এরা আগুকার বরমানুষ হবে; এদের বাপ পিতামো অতিৎসেবা করো্য থাকবে। যাই দেকি এদের বারিতে অ্যাকবার যাই। ইই ভাবতে ভাবতে যেম্নি বারির মদ্দে গিয়ে "জয় রাধে কিষ্ট" বলে দেইরিচি, অম্নি অ্যাক জন ঘরের মধ্যে থেকে এসে গোসাইজী বল্লে কি! ও কে, বাবাজি এসেচো, বর ভাগ্গির কতা, আজ মোর ভিটেয় তোমার পার ধুলো পলো; কিন্তু হায়! কি কর্ব্বো আমার একন আর কিচু নেই; বাপ পিতামোর যে ব্যাসাৎ ছিল, মোর দাদামোশাই বর নাম বেরোবে বল্যে "দীয়তাং ভুজ্যতাং"

* হায় হায় অল্পপরিমিতও হন্তকার (অতিথিদেয় তণ্ডুল) বিতরণ না করিয়া সন্তানগণকে সন্তানিকাদি[২] মিষ্টান্ন প্রদান করার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি আত্মম্ভরি ও পরদুঃখে অকাতর হয়, সে পাপিষ্ঠ "হীনসংজ্ঞ" অর্থাৎ চেতনাহীন; সুতরাং কাষ্ঠ হইতেও সুকঠিন। তাৎপর্য্য এই যদি তাহার চেতনা থাকিত, তবে সে অবশ্যই পরদুঃখে দুঃখী হইত। অথবা সে "হীনসংজ্ঞ" অর্থাৎ নীচনামা[৩]; যেহেতু এতাদৃশ লোকের নাম কেহই গ্রহণ করে না[৪]।

১। যথা লঘুবিষ্ণুক্ত বচনে, নিবীত-হন্তকারেণ মনুষ্যাংস্তর্পয়েদথেতি।

২। সন্তানিকা সরভাজা ইতি শব্দকল্পদ্রুমপরিশিষ্টধৃতপাকরাজেশ্বরঃ।

৩। এখানে "সংজ্ঞা" শব্দের অর্থ নাম।

৪। তথাচ, আত্মনাম গুরোর্নাম নামানি কৃপণস্য চ। প্রাণান্তেঽপি ন গৃহ্ণীয়াজ্ জ্যেষ্ঠ-পুত্রকলত্রয়োঃ। ইতি কর্ম্ম লোচনে।

করো্যে সব ঘুইচে গিএচেন্ ; অ্যাকোন আমি বর কষ্টেই দিনপাত করচি। ইই বল্যে ঘরের মদ্দে দৈরে গিয়ে একটু কাঁচা গুর ও অ্যাকটা মেট্যে বদ্না[১] করো্যে জল এনে দিয়ে বল্ল্যে অ্যাকবার পা ধুন্। গোঁসাই প্রিভু, তার কথা শুনে মোর গাটা জুইড়ে গ্যালো ; রোদ্দুরে ঘুত্তে ঘুত্তে আত্তাপুরুষটো শুইকে গিয়েলো, এট্টু না জল খেয়ে যেন ধরে পেরাণ এলো।

গোস্বামী। (সহর্ষম্) তাদৃশঃ প্রিয়ংবদজনএব নিখিলজনানামনুরাগভাজনম্। যতঃ

"বাঙ্মাধুর্য্যাৎ সর্ব্বলোকপ্রিয়ত্বং
বাক্‌পারুষ্যাৎ সর্ব্বলোকাপ্রিয়ত্বম্।
কিংবা লোকে কোকিলেনোপনীতং
কো বা লোকে গর্দ্দভস্যাপরাধঃ॥ *

অপিচ

"পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমরুণয়া পশ্যতি দৃশা
পরাপত্যদ্বেষী স্বসুতমপি নো লালয়তি চ।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকলজগতাং বল্লভতমো
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসাং কেনচিদপি॥" †

* বাক্যের মাধুর্য্য হেতুই সকলে সকল লোকের প্রিয় হইয়া থাকে, এবং বাক্‌পারুষ্য হেতুই সকলে সকল লোকের অপ্রিয় হইয়া থাকে। দেখ কোকিলও লোকের কোন উপকার করে নাই এবং গর্দ্দভও লোকের কোন অপকার করে নাই ; তথাপি বাক্যের মিষ্টতা হেতু কোকিল লোকের প্রিয় হইয়াছে এবং বাক্যের কর্কশতা হেতু গর্দ্দভ লোকের অপ্রিয় হইয়াছে।

† কোকিল মলিন বর্ণ এবং ক্রোধন ব্যক্তির ন্যায় নিয়তই অরুণিত নয়নে অন্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। পরের (অর্থাৎ কাকের) সন্তান-

১। "বদনা" শব্দটীও সংস্কৃত 'বর্দ্ধনী' শব্দ হইতে উৎপন্ন। প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে ইহা প্রশস্ত। তথাচ গারুড়ে "দেবস্তু কলসে পূজ্যো বর্দ্ধন্যা বস্ত্রমুত্তমম্। বর্দ্ধন্যা তু সমাযুক্তং কলসং ভ্রাময়েদনু" ইতি। অতএব বর্দ্ধনী ঘটীতি মেদিনী। তৎপর্য্যায় যথা। শ্রীকর্করী-পারী-বর্দ্ধনী চ নলন্তিকেতি জটাধরঃ।;, অতএব হিন্দুদিগের বাটীতেও পূর্ব্বে ইহার অভাব ছিল না।

কিঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মসাধনহেতুভূতস্য ধনস্য যথাযথং ব্যয় এবোপযুক্তোঽন্যথাঽপরিমিত-ব্যয়েনাঽর্থস্য পরিক্ষয়ে মহাননর্থঃ স্যাদেব।

"ক্ষিপ্রমায়মনালোক্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্ছয়া।
ক্ষুদ্র এব ভবেচ্চাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ ॥" *

এবমত্র বিশ্রুতৈকদৃষ্টেঃ১ শ্রুতাপরদৃষ্টেস্তু২ ভার্গবস্যোপদেশমার্গ এব সর্ব্বথা মার্গণীয়ো নো চেৎ প্রতিপদমেব বিপদাপদ্যেত। তথাহ্যুক্তম্

"ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে।
দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ" ॥ † ইতি।

অতঃ সঞ্চিতার্থস্য সার্থকতাং প্রতিপাদয়িতুমিচ্ছুভির্মহর্ষিভিরেতাবান্ নিয়মোঽপি নির্ণীতঃ। তথাহি মার্কণ্ডেয়পুরাণে

"পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা ॥

গুলিকে নষ্ট করে; অথচ স্বীয় সন্তানগণকেও প্রতিপালন করে না। তথাপি ইহার এক মধুর বাক্যের গুণে কেহই ইহার কোন দোষই গ্রহণ করে না। বরং সকলেই ইহাকে প্রিয় জ্ঞান করে।

* যে ব্যক্তি আয়ের সম্ভাবনা না দেখিয়া যথেষ্ট ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি যদিও কুবেরের ন্যায় ধনবান্ হউক, তথাপি শীঘ্রই নির্ধন হইয়া যায়।

† যাহাতে নিজ বৃত্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হয় এমত দান কখনই শুভনিদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যেহেতু দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ও অন্য অন্য কর্ম্ম এ সমুদয়ই এক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, বৃত্তি না থাকিলে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না।

১। এখানে "দৃষ্টি" শব্দে চক্ষু।
২। এখানে "দৃষ্টি" শব্দে জ্ঞান এবং চক্ষু।

পাদস্থার্দ্ধার্দ্ধমর্থস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুংসশ্চার্থসাফল্যমৃচ্ছতি ॥"

অপিচ

মুদং যা রাতি সা মুদ্রা[১] দেবীতি মন্যতে জনৈঃ।
অবস্থিতিং বিনা তস্যাঃ কুতো হর্ষস্য সম্ভবঃ ॥ *

এবং চিরবিগতনিদ্রায়ৈ[২] মুদ্রায়ৈ সংহারমুদ্রাপ্রদর্শনং ন বিধেয়ম্

* যিনি (মুদং হর্ষং রাতি দদাতি এই প্রকার ব্যুৎপত্তিক্রমে) হর্ষ প্রদান করেন, তাঁহাকেই লোকে মুদ্রানাম্নী দেবী[৩] বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার অবস্থিতি ব্যতীত কি প্রকারে হর্ষের সম্ভব হইতে পারে। অতএব জাগ্রদ্রূপা নিত্যপূজনীয়া যে মুদ্রাদেবী তাঁহাকে কখনই সংহারমুদ্রা[৪] দর্শন করাইবে না। অর্থাৎ তাঁহাকে কখনও বিসর্জ্জন না দিয়া নিয়তই তাঁহার পূজা করিবেক।

১। মুদ্রা শব্দের অর্থ টাকা প্রভৃতি বুঝায় এমত কোন অভিধান নাই। তথাপি উহা বহুকালাবধি ঐ সকল অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; যথা মিতাক্ষরার ব্যবহারাধ্যায়ে, সৌবর্ণীং রাজতীং তাম্রীমায়সীং বা সুশোভিতাম্। সলিলেন সকৃদ্ধৌতাং প্রক্ষিপেত্তত্র মুদ্রিকাম্। ২। অর্থাৎ জাগ্রদ্দেবতা।

৩। মুদ্রাকেই পরমদেবী বলিতে হয়; যেহেতু দেবী শব্দটী যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই "দিব" ধাতুর সমুদয় অর্থই মুদ্রাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তথাচ "দিব" ধাতুর অর্থ যে জিগীষা, ইচ্ছা, পণি (ব্যবহার) দ্যুতি (কান্তি), ক্রীড়া ও গতি; ইহা সকলেই এক মুদ্রার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে। ক্রমেতে উদাহরণ যথা। মুদ্রার প্রভাবেই লোকের 'জিগীষা' (অন্যকে জয় করিবার ইচ্ছা) হইয়া থাকে। মুদ্রাস্বত্বেই লোকের নানা বিষয়ে "ইচ্ছা" হইয়া থাকে। মুদ্রাই "ব্যবহার" মাত্রে অর্থাৎ সকল কার্য্যেই প্রয়োজিত হয়। এবং মুদ্রা সর্ব্বদাই "দ্যোতমানা" অর্থাৎ সমুজ্জ্বলা; কারণ উহা মলিন হইলেও মলিন নহে; উহাকে দেখিবামাত্রই চক্ষুর সন্তোষ উপস্থিত হয়। এ সংসারে মুদ্রারই নানা প্রকার "ক্রীড়া" দেখা যায়, অর্থাৎ এ সংসারে টাকারই খেল্। আর হস্ত হইতে হস্তান্তরে মুদ্রার নিয়তই "গতি" হইয়া থাকে।

৪। বিসর্জ্জনমুদ্রা। ইতি তন্ত্রাদিকম্।

বৈষ্ণবঃ। যা বল্লেন্ ঠিক।

গোস্বামী। ততস্ততঃ?

বৈষ্ণবঃ। তার পর হাঁটতে হাঁটতে আর অ্যাক গেরোস্তের উটনে গিয়ে ওট্লাম। দেখি যে অ্যাক জন ঘার গুঁজ্যে বসে কাগজে[১] কি ন্যাকা পরা কচ্চে; মোকে দেকে বল্লে বাবাজী দাঁরাও। মুই দেঁইরিই আছি, তবু আর কতা কয় না। আমি অ্যাকবার "হরে কেষ্টো" "হরে কেষ্টো" বল্যে উটি; তাই শুনে সেও অ্যাক্বার দাঁরাও দাঁরাও করে। শেষে অনেক খান্ পর এক মুটো চাইল এন্তে দিএ বল্লে, মুই আর কিছু দিতে টিতে পার্ব্বো না, বোজ-লাম তার কিচুই নেই; সে যা দিলো সেই ঢের। যা হোক্ শিগ্গির দিলিই ভালো হতো।

গোস্বামী। সত্যমেব ব্রূষে। যতঃ

"অর্থিনঃ শীঘ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি যাদৃশী।
বহুদানং বিলম্বেন ন তথা তৃপ্তিকারকম্॥" *

ততঃ কিমন্যৎ

বৈষ্ণবঃ। তার পরতো আস্তে আস্তে সরকের[২] ধারে অ্যাক্খানা মুদির দোকান দ্যাক্লাম্। ভাব্লাম চাট্টি চাইল্ পেয়েছি, এই মুদি যদি আর চাট্টি দ্যায়, তা হল্যেই গোঁসাইর সেবা দিয়ে পেসাদ পাই। ইই ভেবে অ্যাত বল্লাম, তবু সে কিচুতেই চাট্টি দেলো না। শেষে মোরে নাছোর[৩] দেকে অ্যাক্টা পয়সা ফেলে দিলে। কি কর্ব্বো তাই কুইড়ে নেলাম।

---

* অবিলম্বে অল্প দান করিলেও যাচকগণের যে প্রকার তুষ্টি হয়, বিলম্বে অধিক দান করিলেও সে প্রকার হয় না।

১। কাগজ শব্দটীও সংস্কৃত কাগদ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তথাচ ভূর্জ্জে বা বসনে রক্তে ক্ষৌমে বা তালপত্রকে। কাগদে চাষ্টগন্ধেন পঞ্চগন্ধেন বা পুনঃ॥ ইতি শ্রীঘনানন্দদাসবিরচিতমন্ত্রকল্পদ্রুমে হনুমৎকবচম্।

২। "সরক" ক্ষুদ্র পথ। সরক শব্দটীও সংস্কৃত গত্যর্থ 'সৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক।

৩। ছোরণং পরিত্যাগ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

গোস্বামী। স খলু প্রকৃতদানধর্ম্মস্য মর্ম্মানভিজ্ঞএব। যতঃ

"যদত্র দীয়তে জন্তোস্তৎ পরত্র সদা লভেৎ।
অন্নদানান্নৃপঃ শ্বেতঃ স্বর্গেঽভূৎ স স্বমাংসভুক্ ॥" *

অতএব ন চান্নেন সমং দানমিতি পুরাণান্তরেঽপি শ্রূয়তে। ততস্ততঃ ?

বৈষ্ণবঃ। আর ঠাকুর কি বল্‌বো সাড়া দিন্‌টে ফ্যা ফ্যা১ কর্‌য়ে ব্যারা-লাম কিছুই হলো না। আজ সেই যক্ষি বেটার কতা স্ুন্যে গাটা অ্যাক্‌বার জ্বল্যে গিএচে। এদিগে ক্ষিদেয় নারীও জ্বল্যে যাচ্চে। যা কিচু পেয়েলাম তা পতের মাজেই ফুইরে গ্যালো প্রিভুর সেবার তরে কিছুই আন্‌তে পাল্লাম না। পোরা পেটের লেগে ধরম্ করম্ সবই গ্যালো। ঠাকুর গো অপরাদ্ নেবেন্না। কিপা আগ্‌গে হোক্। (ইতি চরণৌ স্পৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমতি)

গোস্বামী। (সস্মিতম্) ভদ্র! ভবদ্বিধানামীদৃশমেব সদ্বিধানং যুক্তম্ভবতি। অন্যচ্চ

"আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি।
গুরুভির্লঘুভির্ব্বাপি কিম্মুতান্যজনৈরপি॥" †

* ইহলোকে যে যাহা দান করে, পরলোকে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। যে হেতু শ্বেতনামক রাজা অন্নদান না করাতে স্বর্গে গিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করিয়াছিলেন।

† দারা ও ধনাদি দ্বারাতেও, অর্থাৎ এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও, নিয়ত আত্মাকে রক্ষা করিবেক। ইহাতে গুরুই হউন, আর লঘুই হউন, অন্য জনের কথা আব কি আছে? অর্থাৎ আপনার নিমিত্তে সকলকেই উপেক্ষা করিতে পার।

১। ফ্যা শব্দ সংস্কৃত ফাঃ শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ বিফলকথন। যথা ফিঃ কোপে ফাশ্চ সন্তাপে তথা নিষ্ফলভাষণে ইতি শব্দরত্নাবলী।

পরন্তু ভিক্ষুকাণামসন্তোষ এব সর্ব্বদোষস্য পোষকঃ। যথা যাচ্যমানানাং মানবানাং স্বীয়ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তব্যা তথা ভিক্ষাজীবানাং জীবানামপীতি জ্ঞেয়ম্। ন কেবলং গৃহবাসিন এব ধর্ম্মসূত্রেণ নদ্ধাঃ পরন্তু গৃহত্যাগিনোঽপি তদ্বদ্বদ্ধা এব। তেন যাচকানামপি সর্ব্বথা পালনীয়ান্ কতিপয়ান্ ধর্ম্মান্ সমাহিতচিত্তেন শ্রুত্বা তদ্রক্ষণায় যথাবিহিতং যত্নং কুরুষ। নোচেদ্ধর্ম্মস্য গ্লানিতশ্চিত্তস্য গ্লানির্ভাবিনীতি নীতিবিদ্ভিরপ্যঙ্গীকৃতবচনস্য কার্য্যতঃ প্রমাণত্বং দর্শয়িষ্যসি। তদ্ধর্ম্মৌ যথা

"বৃত্তিং মাধুকরীং কুর্য্যাৎ।* " ইতি;

অপি চ

"লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্॥" †

এবং ভিক্ষুকাণাং তিতিক্ষামাত্রমুপচিতমিতি শিক্ষাপি নিয়তং মনসি কার্য্যা। তথাহি

"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা" ‡ ইত্যাদি

অত্র দ্বিজেতি পদং ভিক্ষুমাত্রপরম্।

বৈষ্ণবঃ। ভাল ঠাকুর! আর বল্‌তে হবে না। যা শোনলাম্ ইই আগে কদ্দুর হয় দেকি। বলি প্রিভুঁ গো! এম্‌নি অকালেই কি চিরকাল

* ভিক্ষুকেরা মাধুকরী বৃত্তি করিবেক। অর্থাৎ মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মধু গ্রহণ করিয়া স্বীয় উদর পূর্ত্তি করে, তাহাতে কোন পুষ্পেরই কিছুমাত্র হানি বোধ হয় না; তদ্রূপ ভিক্ষুকেরা গৃহস্থদিগের নিকট হইতে অল্পে অল্পে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আপনাদিগের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। কখনই এক স্থান হইতে অধিক পাইবার আশ্বাস করিবেক না।

† লোভের দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং লোভই সকল তৃষ্ণার হেতুভূত; অতএব লোভকে পরিত্যাগ না করিলে কখনই শান্তিলাভ হইতে পারে না।

‡ দ্বিজ অর্থাৎ ভিক্ষুক যদ্যপি অসন্তুষ্ট হয়, তবেই নষ্ট হয়। অতএব ভিক্ষুক সকল যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতেই সতত সন্তুষ্ট থাকিবেক।

যাবে। কিষ্টো কি মুখ তুল্যে ত্যাকাবেন্ না? কাঙ্গালের কতা তাঁর কি গোজার[১] হবে না?

গোস্বামী। নৈতৎ কদাচিচ্চেতসি চিন্তয়িতব্যম্। পরন্তু

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
ইতীশ্বরেণ নির্দ্দিষ্টং কথমন্যাদৃশম্ভবেৎ॥ *

বৈষ্ণবঃ। এবার বুজি ও পেথা ঘুচ্যে থাক্‌বে। তাঃ নল্যে কি অ্যাত দিন অ্যাত কষ্টে যায়। যা হোক্ অ্যাকোন্ কোতা গেলে নিস্তের পাই বলুন দেকি, পেটের দায়ে নিচ্চিন্দি হয়্যে ছুটো গেন্তোর কতা জেগ্‌গ্যাসা করি।

গোস্বামী। তাত! ভাবিপ্রালব্ধভোগস্য বৈফল্যায় লব্ধমানবদেহস্য সাফল্যায় চ সম্প্রতি শ্রীনিবাসস্য নিবাসস্থলী দ্বারকৈব গন্তব্যা।

বৈষ্ণবঃ। (সচকিতম্) উঃ সে যে ঢের ধুর্!

গোস্বামী। নাতিদূরে বর্ত্ততে সা।

বৈষ্ণবঃ। (সভয়ম্) মোড়া দুজনায় সেখানে কেমন করে্য যাব? পতে কত বাগ ভালুক আছে। আবার শুনেছি সমুদ্দুর নাকি পার হত্যে হয়। বাপ্‌রে আমি তো পারবো না। সেক্বানে তো ছীপ কোষা[২] মানায় না; যে টুক্ করে্য পার হবো। সেকানে বরো বরো হোরে[৩] উট্‌তে হয়।

গোস্বামী। (সহাস্যম্) অত্র কা ভীতিঃ? পথ্যেতদ্বৃক্ষমূলমুপতিষ্ঠমানাঃ পান্থজনা অপি তদভিমুখগমনোন্মুখা ইব লক্ষ্যন্তে।

* ঈশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। অতএব ইহা কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে।

১। "গোজার" সংস্কৃত গোচর শব্দ হইতে উৎপন্ন। এবং "গুঁজরৎ" শব্দও ঐরূপ গোচরাৎ শব্দের বিকৃতি।

২। কোষার ন্যায় আকার হওয়াতেই নৌকা বিশেষের নাম সীপ (ছিপ) ও কোষা হইয়াছে। যেহেতু "সীপ" শব্দেও কোষা।

৩। হোড়ং বহিত্রং (নৌকাবিশেষঃ) ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

তদয়ং পথিকসার্থোঽপ্যস্মাকং সার্থো[১] ভবিষ্যতি। অপিচ

সংসারদুঃখজলধৌ বিকরালবক্তৈঃ
কামাদিজন্তুনিকরৈঃ পরিতো বৃতেঽস্মিন্।
যৎপাদপদ্মতরণিঃ ক্রিয়তেঽবলম্ব-
স্তন্নামকীর্ত্তনবতাং কিমু সিন্ধুভীতিঃ॥ *

অথবা, কিমুতান্যভীতিঃ।

বৈষ্ণবঃ। (সোৎসাহমুত্থায় বিকটং পরিক্রম্য চ)

"হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুখো পেএছো আরো না পাবে,
ঐহিকের সুখ হলো না বল্যে কি ঢেউ দেখে না[২] ডুবাবে॥"

(ইতি বারংবারমুচ্চৈঃ সংকীর্ত্তয়ন্নাট্যং নাটয়তি; সর্ব্বে পথিকজনা দূরতোঽপি তচ্চীৎকারং শ্রুত্বা সচকিতমবলোকয়ন্তি)

গোস্বামী। (হস্তমুত্তোল্য উচ্চৈঃস্বরেণ) ভো ভোঃ পান্থজনাঃ যূয়ং কুত্র বা গমনোৎসুকাঃ স্থ?

* কামাদিরূপ বিকটবদনজন্তুসমূহের দ্বারা পরিবৃত এই সংসাররূপ দুঃখ-সমুদ্রে যাঁর পাদপদ্মতরণিকে লোক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাঁহার নাম যাহারা কীর্ত্তন করে, তাহাদিগের কি সামান্য সমুদ্র হইতে অথবা অন্য কোন কিছু হইতে ভয় উপস্থিত হইতে পারে?

১। "সার্থ" ভাষায় সেথো বলে। ইহার প্রকৃত অর্থ "বণিক্‌সমূহ"। সকল দেশেই পূর্ব্বে পথের দুর্গমতাপ্রযুক্ত এই প্রকার রীতি ছিল যে, বণিক্‌সমূহ যখন একত্র হইয়া দূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত, তখনই অন্য অন্য লোক ঐ সঙ্গে দূর দেশে গমন করিত। নচেৎ নির্ব্বিঘ্নে দূর দেশে গমনাগমনের অন্য কোন উপায় ছিল না। কালক্রমে ঐ "সার্থ" শব্দটী "সেথো" এই শব্দে বিকৃত হইয়া পথপ্রদর্শক অর্থে ব্যক্তিমাত্রের প্রতি প্রয়োজিত হইতেছে। এজন্য বণিকদিগের নামও "সার্থবাহ" হইয়াছে। তথাচ অমরকোষে "বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।

২। নৌকা।

পান্থজনাঃ। (তাদৃক্প্রতিস্বরেণ) দ্বারকায়ামিতি।

গোস্বামী। অস্মাকমপীদমেবাভীষ্টম্। তৎক্ষণমপি বিলম্বং কুরুধ্বম্। (ইতি বৈষ্ণবেন সহ দ্রুততরং গমনং নাটয়তি)

ততঃ প্রবিশতি চেলখণ্ডৈকোত্তরীয়বসনঃ সুদামা

সুদামা। (সখেদম্)

মিত্রং মমান্তঃকরণাব্জমিত্রং
দ্রষ্টুং প্রয়ামি ত্বরমাণচিত্তঃ।
উপায়নোপায়বিশেষহীনঃ
কথং সভায়ামুপযামি তস্য ॥ *

(ইতি মনসা চিন্তয়ন্ কিঞ্চিদগ্রতো গত্বা সহর্ষম্) অয়ে ইমে পান্থজনা অপি খলু দ্বারকাভিমুখমভিবর্ত্তন্তে। তদহমপ্যেতেষামনুগামী ভবামি। (ইতি সত্বরগমনেন তানুপসর্পতি ; এবং সর্ব্বে সন্তূয় বোভূয়মান হর্ষাবেগেন গমনং নাটয়ন্তি)

ততঃ কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্দূরতো গত্বা শ্রুতিমভিনীয় সপুলকম্।

অয়েঽনতিদূরেঽসৌ দ্বারকা। যতোঽস্যা দ্বারোপরিস্থদুন্দুভিপ্রভৃতীনাং দ্রুমদ্রুমায়মানধ্বনিরাকর্ণ্যতে। তথাহি

নিশম্য সিন্ধুসন্নিধৌ সমৃদ্ধদুন্দুভিধ্বনিং
পয়োদগর্জ্জিতোপমান্যশব্দসংঘসংগতম্।
সুরাসুরাদিরূর্দ্ধতো নিরীক্ষতেঽতিবিস্মিতঃ
কিমেতদেব বর্ত্ততে পুনঃ পয়োধিমন্থনম্ ॥ †

---

* আমার অন্তঃকরণরূপ পদ্মের 'মিত্র' সূর্য্যস্বরূপ[১] (অর্থাৎ অন্তঃকরণ মধ্যে যাহার উদয় হইবামাত্রই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া থাকে) 'মিত্রকে' বন্ধুকে[২] দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি গমন করিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে কোন উপযুক্ত উপায়ন প্রদান করিবার আমার কোন উপায় নাই। অতএব তাঁহার সভাতে আমি কেমন করিয়া উপস্থিত হইব।

† সমুদ্রের সন্নিকটে মেঘগর্জ্জনতুল্য অন্য অন্য শব্দসমূহমিলিত অতি গাঢ়তর

১—২। মিত্রং সূর্য্যঃ সুহৃদিতি বামনঃ।

ততঃ কশ্চিদপরঃ। অয়ে পশ্য পশ্য

ইতস্ততশ্চলন্ত্যেষা পতাকা পরিদৃশ্যতে।
দরিদ্রানাহ্বয়ন্তীব শ্রীপ্রাসাদোপরিস্থিতা ॥ *

অতো মুহূর্ত্তমাত্রগম্যোঽয়ং পন্থা বর্ত্তত ইত্যনুমীয়তে। (এতচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে বেগেনোপসর্পন্তি)

ততো গোস্বামী। (সমন্তাদবলোক্য প্রমদাতিভরেণ গদ্গদাক্ষরেণ) অয়ে ভ্রাতরঃ! ইয়মেব সা ত্রিভুবনগরীয়সী নগরী। তথাহি

যা চিন্তামণিনামভূবিরচিতা চিচ্ছক্তিবৃত্তির্মতা
যা রত্নাকরদত্তরত্নবহুলা ভূমীতি লোকে শ্রুতা।
নিত্যানন্দপুরী চ যা ভগবতঃ সেয়ং প্রপঞ্চাগতা
মুক্তিদ্বারমসৌ যতস্তনুভৃতাং খ্যাতা ততো দ্বারকা ॥ †

(ইতি সভক্তি প্রণমতি, তৎসহচরা অপি সর্ব্বে তমনুকুর্ব্বন্তি)

দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুরাসুর প্রভৃতি বিমানচারিগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, এ কি আবার সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইল, ইহা মনে করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

* ওহে দেখ দেখ 'শ্রী'র লক্ষ্মীর মন্দিরের১ উপরিস্থিত পতাকা বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওয়াতে যেন দরিদ্রদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত আছে, এই প্রকার দৃষ্ট হইতেছে।

† যিনি চিন্তামণি নাম্নী ভূমিদ্বারা বিরচিতা এবং চিচ্ছক্তিবৃত্তিস্বরূপা২, যিনি রত্নাকরের প্রদত্ত রত্নময়ী ভূমি বলিয়া লোকমধ্যে খ্যাত৩। যিনি ভগবানের নিত্য

১। এখানে "শ্রী" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী এবং শ্রীযুক্ত।

২। তথাচ চৈতন্যচরিতামৃতে। চিচ্ছক্তিবিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ইত্যাদি।

৩। সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত স্বীয় গর্ভ মধ্যে যে একটী স্থান প্রদান করেন, তাহাতেই দ্বারকাপুরী নির্ম্মিতা হয়। ইতি পুরাণবার্ত্তা।

ততঃ কশ্চিদন্যঃ। (অন্যতোঽবলোক্য) অয়ে পৌরজনহৃদয়ানুরাগেণেব সান্ধ্যরাগেণ পুরমেতদাবৃতং দৃশ্যতে। তদ্বয়ং ত্বরিতমেব পান্থশালাপ্রাপকং পন্থানমেবাবলম্বেমহি।

কশ্চিদপরঃ। হা হন্ত হা হন্ত! অচিরাদেব পান্থজননয়নান্ধকরণেনান্ধকারেণ বয়মপি সর্ব্বেঽন্ধাইব সঞ্জাতাঃ।

"পদ্মিনীজনবিয়োগসন্তপ্তো
নির্ম্মমজ্জ জলধৌ দিননাথঃ।
সাভ্রধূমপটলৈরিব তস্মা-
দুদ্গতৈর্জ্জগদপূরি তমোভিঃ" ॥ *

ততস্তদিতরঃ কশ্চিৎ। (সোচ্ছ্বাসম্) অয়ে ভগবতো দ্বারকানাথস্য নিদেশং প্রতিপালয়িতুমিব তামসীনাথোঽয়ং তিমিরততিমসীমলীমসীকৃতপুরস্য পরিস্কারায় স্বকরনিকরং প্রসারয়ন্ স্বীয়সুধাকরত্বস্য[১] পরিচয়ং প্রদদাতি। পশ্য পশ্য দুর্জ্জনস্য দৌর্জ্জন্যং নাতিকালং বর্ত্ততে। তথাহি

"দশশতাক্ষককুব্দরিনিঃসৃতঃ
কিরণকেশরভাস্বরপিঞ্জরঃ।

আনন্দধাম, তিনিই এই 'প্রপঞ্চাগতা' প্রপঞ্চের গোচরীভূতা অর্থাৎ প্রকটরূপা হইয়া প্রাণীদিগের মুক্তিদ্বার স্বরূপে দ্বারকা[২] নামে খ্যাতা হইয়াছেন।

* এই জগৎ অন্ধকার দ্বারা আবৃত হওয়াতে এই প্রকার বোধ হইতেছে, যেন দিনমণি নিজ 'পদ্মিনীর' অর্থাৎ উত্তমলক্ষণবিশিষ্টা স্ত্রী[৩] অথচ পদ্মসমূহের[৪] বিরহে সন্তাপিত হইয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করাতে তথা হইতে মেঘের ন্যায় ধূমপটল উত্থিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করিতেছে।

১। "সুধা" শব্দে অমৃত এবং চূর্ণলেপ (অর্থাৎ চুণকাম); এই জন্য সুধালিপ্ত অট্টালিকাকে সৌধ কহে।

২। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ ইতি।

৩। পদ্মিনী স্ত্রীবিশেষেঽপীতি বিশ্বঃ।

৪। পদ্মিনী পদ্মমিতি বিশ্বঃ।

তিমিরবারণযূথবিদারণঃ
সমুদয়াত্যুদয়াচলকেশরী ॥”*

অথবা

“অঙ্কশৈবলবিভূষিতপৃষ্ঠো
বিভ্রদল্পতরভানুমৃণালম্।
পূর্ব্বদিক্‌তটসরোবরমধ্যা-
দুন্মমজ্জ শনকৈঃ শশিহংসঃ ॥” †

গোস্বামী। (অপবার্য্য) কিং বৃথা প্রকৃতবিষয়স্য নিহ্নবেনৈতাবদপহ্নবারোপাদিবর্ণনয়া। বস্তুতোঽয়ম্

সিন্ধুনা স্থাপিতং দৃষ্ট্বা বিধুং বিগতলাঞ্ছনম্।
আত্মানং লাঞ্ছিতং মত্বা বিধুর্বিষ্ণুপদং শ্রিতঃ ॥ ‡

অতএব রসজ্ঞপণ্ডিতাঃ শান্তিরসস্য স্থায়িরূপত্বেন যন্নির্বেদাখ্যং ভাবং বর্ণয়ন্তি তৎ সত্যমেব।

---

* দেখ দেখ পুরন্দরাধিষ্ঠিত দিক্‌রূপ গিরিকন্দর হইতে বিনিঃসৃত কিরণরূপ কেশরদ্বারা ঘন-পিঞ্জর[১] এবং তিমিররূপ হস্তিযূথের বিদারণকারী এই পূর্ব্ব-পর্ব্বতারূঢ় কেশরী (অর্থাৎ চন্দ্র) উদয় হইতেছেন।

† যার পৃষ্ঠদেশ কলঙ্করূপ শৈবাল দ্বারা শোভিত হইয়াছে, সেই এই চন্দ্ররূপ হংস, অতি সূক্ষ্ম কিরণরূপ মৃণালকে ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিক্‌স্থিত সরোবরের মধ্য দেশ হইতে অল্পে অল্পে উত্থিত হইতেছেন।

‡ লাঞ্ছনরহিত অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক ‘বিধু’ শ্রীকৃষ্ণ[২] সমুদ্র কর্ত্তৃক এক্ষণে সংস্থাপিত হইয়াছেন দেখিয়া ‘বিধু’ চন্দ্র[৩] আপনাকে লাঞ্ছিত অবমানিত, বস্তুতঃ কলঙ্কিত মনে করিয়া ‘বিষ্ণুপদকে’ আকাশকে[৪] আশ্রয় করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে

১। উদয়কালীন চন্দ্রেতে কিঞ্চিৎ পীত ও রক্তবর্ণের প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ উভয় বর্ণমিশ্রিত বর্ণকেই পিঞ্জর বর্ণ কহে।

২-৩। বিধুর্বিষ্ণৌ চন্দ্রমসীত্যমরঃ।

৪। বিয়দ্বিষ্ণুপদং বা তু পুংস্যাকাশবিহায়সীত্যমরঃ।

সর্ব্বে। (সশিরঃকম্পম্) এবং নাম।

ততঃ কশ্চিৎ পুরতোঽবলোক্য। অয়ে পশ্য পশ্য ক্ষুধাতুরাণাং কীদৃগ্বিবেকাচাতুরতা। তথাহি

"ছায়াশ্ছদানাং শশিনশ্চদীধিতী-
র্মূলে তরূণাং মিলিতাঃ সমন্ততঃ।
আলোক্য ভোক্তুং তিলতণ্ডুলভ্রমাৎ
ক্ষুন্দন্তি চঞ্চুপুটকৈর্বয়োগণাঃ॥" *

কশ্চিদপরঃ। (সাধিক্ষেপম্) অয়ে বৃথা বচনেনালম্। সম্প্রত্যস্মাভিঃ কেন পথা বা গমনং বিধীয়ত ইত্যবধীয়তাম্। (অথ সর্ব্বে ক্ষণং কিংকর্ত্তব্যমূঢ়তামূঢ়বন্তঃ স্থাণুবদবস্থিতাঃ)

ততঃ প্রবিশতি কশ্চিদ্রাজপুরুষঃ

রাজপুরুষঃ। ভো ভো বৈদেশিকাঃ কথং যূয়ং দণ্ডবদ্দণ্ডায়মানাঃ প্রতীক্ষধ্বে। ইতস্ত দক্ষিণা হি যা রাজপুরী তামুত্তরেণ সুবিশালাং পান্থশালামুদ্দিশ্যে।

চন্দ্র চিরকালাবধি সমুদ্রের আশ্রয়ে যে স্থানে বাস করিতেন, এক্ষণে সমুদ্র আর এক জনকে সেই স্থানে সংস্থাপন করাতে চন্দ্র অভিমানে আপনাকে ধিক্কার দিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ বিষ্ণুপদকে আশ্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবলম্বন করিয়াছেন। অন্য ব্যক্তিও ঐ প্রকার রাজাদিকর্ত্তৃক স্থানভ্রষ্ট হইলে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অর্থাৎ ভেকাদি[1] গ্রহণ করিয়া থাকে।

* পত্রের ছায়া এবং চন্দ্রের কিরণ একত্র মিলিত হইয়া বৃক্ষের মূলে পতিত হওয়াতে ক্ষুধার্ত্ত পক্ষিসকল উহাদিগকে তিলতণ্ডুল ভ্রমে চঞ্চুপুট দ্বারা বারম্বার খুঁটিতেছে।

১। "ভিক্ষা" শব্দ হইতেই "ভেক" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

বানেন সম্যগুপতিষ্ঠমানেন পথা প্রতিষ্ঠধ্বম্। গত্বা চ তত্র কিল নিখিললোকাভি-মাত্রামন্নকূটযাত্রাং প্রত্যক্ষীকুরুধ্বম্। তথাহি

গৃহ্যতাং বহুবিধোত্তমৌদনং ভুজ্যতাং চ নিয়তং যথারুচি।
ইত্যনুক্ষণমপি প্রবর্ত্ততে তত্র কর্ম্মঠগণস্য ভাষিতম্॥ *

কিঞ্চ,

গুণো গুণগণস্যাত্র গণয়িতুং ন শক্যতে।
গুণোঽপি গুণনাদ্ যস্য গুণবদ্ভাতি নিশ্চিতম্॥ †

ততঃ কশ্চিন্মিষ্টান্নপ্রিয়ঃ। (সুমিষ্টবচনেন) কচ্চিৎ[১] তত্র বিপ্রমোদকাদি[২]-নির্ম্মিতো মুদ্গমোদকাদিরপি[৩] মোদতে? কিমু সর্ব্ব[৪]-মনোহরা কুণ্ডলিনী চ[৫] বিরাজতে[৬]?

* নানাপ্রকার উত্তম উত্তম অন্ন গ্রহণ কর এবং নিয়ত যথাভিলষিত ভোজন কর, এই প্রকার বাক্য যেখানে কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তৃক নিয়তই উক্ত হইতেছে।

† এখানকার 'গুণগণের' পাচকদিগের[৭] যে কত গুণ তাহার গণনা করা যায় না। যে হেতু প্রধান পাচক• বলিয়া প্রসিদ্ধ যে 'গুণ' ভীম মহাশয়[৮] তিনিও যাহাদিগের গুণের গুণন অর্থাৎ চিন্তা[৯] করিতে গিয়া স্বয়ং গুণবৎ[১০] প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনিও আপনাকে তাহাদিগের সদৃশ বিবেচনা

১। কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে ইত্যমরঃ। কোন অভিলষিত বিষয়ের জিজ্ঞাসা স্থলে এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

২। 'বিপ্রমোদকঃ' বামুনময়রা ইতি খ্যাতঃ।

৩। "মুদ্গমোদকঃ" মতিচুর ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

৪। "সর্ব" সকল পক্ষে শিব।

৫। কুণ্ডলিনী জিলবী ইতি ভাবপ্রকাশঃ। পক্ষে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিঃ। যথা, ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীমিতি তন্ত্রসারঃ।

৬। "মোদতে" ও "বিরাজতে" এই দুই শব্দ অতিশয় আদরসূচনার্থ কথিত হইয়াছে।

৭-১০। গুণোঽপ্রধানে রূপাদৌ মৌর্ব্ব্যাং সূদে বৃকোদরে। তন্তৌ সর্ব্বাদিসন্ধ্যাদি-বিদাদিহরিতাদিম্বিতি বিশ্বঃ।

(রাজপুরুষঃ সহাসং বাঢ়ং বাঢ়মিত্যুক্ত্বা প্রস্থিতঃ। এবং সর্ব্বে শ্রুতি-সুখকরবচনশ্রুতিমাত্রেণ পুলকিতগাত্রেণ পরস্পরমালিঙ্গ্য "বরং তত্রৈব কিয়ৎ-কালং নিবাসং কৃত্বা কঠোরোপবাসস্য হস্তান্নিষ্কৃতিং লভেমহি" ইত্যন্যোঽন্যমভিধায় মনঃ সমাধায় চ মৃগবদ্‌যুগপদেব প্রস্থিতবন্তঃ)

কিঞ্চিদগ্রতো গত্বা কশ্চিদ্ভীরুস্বভাবঃ।

অয়ে ভ্রাতরঃ কস্তত্র দুরন্তদৌবারিকহস্তাৎ পরিত্রাণস্যোপায় ইতি চিন্ত্যতাম্। কিং তত্রার্দ্ধচন্দ্রস্যোদয়[১]-দর্শনমাত্রেণ হৃৎপুণ্ডরীকস্য মালিন্যং ন ভাব্যম্?

ততঃ কশ্চিৎ সাহসিকঃ। (সাটোপম্) হংহো উলূকবদ্ভীলুক! সততং সাহসিকেন ভবিতব্যম্। যতঃ সাহসে ভজতে লক্ষ্মীরিতি সর্ব্বৈরপি নীতি-কোবিদৈর্নির্ণীয়তে।

পুনঃ প্রথমঃ। অরে রে ক্ষোমশূর[২] ক্ষমস্ব; নৈতদ্বচনং নিয়তং ক্ষেমায় কল্পতে। যতঃ

সাহসে ভজতে লক্ষ্মীরিত্যাহুরর্থগৃধ্নবঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিদর্থবর্জ্জমনর্থোঽপ্যুপজায়তে॥ *

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া-
মবিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্।

করেন না। ইহার দ্বারা ভীম মহাশয়ও যে ভোজনাভিলাষী হইয়া মধ্যে মধ্যে দ্বারকায় আসিয়া থাকেন ইহাও বলা হইল।

* অর্থলোপুপগণ কহিয়া থাকে যে সাহসেতেই সম্পত্তি হয়। কিন্তু দেখা যায় সে কখন কখন অর্থের পরিবর্ত্তে অনর্থও আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

১। অর্দ্ধচন্দ্রঃ গলহস্তঃ। অগ্নিহোত্রেঽগ্নিহবিষোরর্দ্ধচন্দ্রে নখক্ষতে। গলহস্তে বাণভেদে কৃষ্ণত্রিবৃতি তু স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী।

২। "ক্ষোমশূরঃ" নির্ভয়স্থানে শূর ইতি শ্রীমদ্ভাগবতটীকায়াং শ্রীধরস্বামী।

বৃণুতে হি বিমৃষ্যকারিণং
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥” *

ইতি যৎ সাধুভিরুক্তং তদেব সাধু।

ততো গোস্বামী। কথমকাণ্ডে প্রকাণ্ডবাদানুবাদোঽয়ং প্রবর্ত্ততে? কিমস্যাং ভিক্ষুকাণামবারিতদ্বারকায়াং দ্বারকায়াং পুনর্দ্বারপালস্য শঙ্কা? (ইত্যেবং সর্ব্বে বহুবিধসংলাপং কুর্ব্বন্ত উপসর্পন্তি)

ততঃ সুদামা। (স্বাগতম্) অতঃ পরমেতেষামনুগামী ভবিতুং ন যুজ্যতে। অহস্তু মমাসেচনকস্য[1] দর্শনরসেন চিরসন্তপ্তদর্শনযুগলস্য সেচনং কুর্য্যাম্। (ইতি পরাবৃত্য নিষ্ক্রান্তঃ)

ততঃ প্রবিশতঃ কশ্চিদ্ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী ভৃত্যঃ কশ্চিৎ পরিচারকো ব্রাহ্মণশ্চ।

ভৃত্যঃ[2]। (সবিস্ময়ম্) ঠাকুরজী! আজ এক বড়ী চমৎকারকী বৃত্তান্ত পড়িহে।

ব্রাহ্মণঃ। (সস্পৃহম্) অরে তৎ কথয় তাবৎ কীদৃশম্?

ভৃত্যঃ। আজ সারু হোনেকী পিছে এক দীনহীন তন্ ছীন্ দরিদ্দ বাহ্মণ প্রভুকে পাস্ আয়া। কেয়া জানে উহাকু চেন্ দুর্ভাগা ব্রাহ্মণনে ঐসা ক্যা অগলে জনম্‌মে পুণ্য কিয়া থা জো ত্রিলোকীনাথ মহারাওনে উন্‌কো দেখতেহী সিংহাসন্‌মে উতর্ আগ্ বঢ়ে ভেট্‌কর অতি প্যারসে হাত পকড় উন্‌কো লে গয়ে, পুনি সিংহাসন পর্ বেঠায় পাঁও পখল্‌কে চরণামৃত লিয়া আগে চন্দন চরচ্

* সহসা কোন কর্ম্ম করিবেক না, কারণ যাহারা বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্ম করে তাহারা নানা বিপদাপদে আপন্ন হয়। গুণলুব্ধ সম্পদ্ সে কেবল বিমৃষ্যকারী ব্যক্তিকেই বরণ করিয়া থাকে।

১। তদসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাদিত্যমরঃ।

২। ভৃত্যের উক্তিতে যে সকল হিন্দিভাষা লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন প্রাচীন গ্রন্থ-বিশেষ হইতে উদ্ধৃত।

অচ্ছত দিয়া অম্বুর১ ঔর চম্লিকী আরক২ লগায়া পুষ্প চঢ়ায়া ধূপ্ দীপ্ নৈবিদ্দ কর উন্‌কী পূজাকী।

ব্রাহ্মণঃ। (সাস্রম্) অহো "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ইতি যন্মুনিভি-র্নির্ণীতং৩ তদধুনা প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে। তথাহি

যৎপাদপঙ্কজরজো বিধিশঙ্করাদ্যা
বাঞ্ছন্তি সন্ততমনন্যধিয়ানুরক্তাঃ।
ধর্ম্মস্য রক্ষণকৃতে স কৃতাবতারো
লোকান্ বিড়ম্বয়তি লৌকিকতাং প্রদর্শ্য ॥*

ততস্ততঃ ?

ভৃত্যঃ। উহ ব্রাহ্মণ প্রভুকে গুরু ভাই হৈ ঐসি সমুরুতে হোঁ। কেঁওকে প্রভুনে উন্‌সে গুরুকে ঘরকি বাতেঁ করনে লগে থে।

ব্রাহ্মণঃ। তৎ কিমিব বিস্তারেণ বদ।

ভৃত্যঃ। প্রভুনে উন্‌সে কহে কি ভাই তুম্হে উহ শুধ হৈ জো একদিন গুরু পত্নীনে হমে তুম্হে ইন্ধন লানে ভেজী থী ঔজর বনমে ইন্ধন লে গঠড়িয়া বান্ধি শির পর্ ধর্ ঘরকো চলে তব আঁন্ধি ঔর মোহ আয়া ঔ লাগা মুষলধার বারি বরখ্‌নে। জল স্থল চারোঁ ওর ভর গয়া। হম্ তোম্ ভীগ্ কর্ মহা দুখ

---

* ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি নিয়ত অনুরক্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া যাঁহার পাদপদ্ম-রেণুর বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, সেই প্রভু ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া লৌকিক ব্যবহার প্রদর্শন করতঃ লোকসকলকে বিড়ম্বনা করিতেছেন। অর্থাৎ স্বীয় ঐশ্বর্য্যভাবের গোপন করিয়া লোক সকলের মোহ জন্মাইতেছেন।

১। "অম্বরং" সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ ইতি বিশ্বঃ। আরবী প্রভৃতি অন্য অন্য ভাষাতেও এই শব্দটী এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। "অর্কঃ" নির্য্যাসবিশেষঃ। তথাচ রাবণ-মন্দোদরী-সংবাদে অর্কপ্রকাশগ্রন্থে, চম্বল্যর্কপলং বাপি শীতার্ত্তো মালতীভবম্, ইত্যাদি। আরবী ভাষাতে এই শব্দ বিকৃত হইয়া আরক শব্দ হইয়াছে।

৩। বেদান্তদর্শনে। ব্রহ্মসূত্রে ২, ১, ৩৩।

পায় জাড়া খায় রাত্ ভর্ এক বৃক্ষকে নীচে রহে। ভোরহী গুরুদেওনে বন্‌মে ঢুঁঢ়নে আয়া ঔর হম্ দোনোঁকো দেখকে অতি করুণা কর আসীস্ দে হমে তুম্‌হে আপ্‌নে সাথ ঘর লিবায় লায়ে।

ব্রাহ্মণঃ। (সোৎকম্পম্)

আজ্ঞা গুরূণাং প্রতিপালনীয়া
শরীরতো মানসতোঽপি সর্ব্বৈঃ।
ইত্যেব বিজ্ঞাপয়িতুং সুনীচং
কৃতং ত্রিলোকীগুরুণাপি কার্য্যম্॥ *

ততস্ততঃ?

ভৃত্যঃ। পিছে প্রভুনে কহে, কে ভাই তুম্ অব্ গুরু ঘরকো ছোড়্‌কর্ ঘর বনায়ে হোঁ। এস্‌সৈ মৈনেঁ ঐসি সমুরুতে হোঁ কে তুন্ অব্ তনক্ বহুত্‌সি ইস্ত্রিকী পানি-পীড়ন কিয়ে হো। উহ ব্রাম্‌হণনে ইহে বাতকো ছুন্ কর মুচকায়া ঔর কহা কে মেই দরিদ্দর হোঁ মুঝ্‌ছে ঐসি কাম হোনা দূরতর হৈ। আপ মহারাজ ধিরাজ হৈ, ইঁহি বহু বিহা হোনেকী বাত নিট আপকে লিয়ে হৈ।

ব্রাহ্মণঃ। এতৎ সমীচীনমেবোক্তং ব্রাহ্মণেন। যতোঽত্রেদমেব তত্ত্বম্। তথাহি

একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা
একং মিত্রং ভূপতির্ব্বা যতির্ব্বা।
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা
একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা॥ †

* সকলের কর্ত্তৃকই কায়মনঃসহকারে গুরুর আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালনীয়া, ইহা জানাইবার নিমিত্ত যিনি ত্রিলোকের গুরু, তিনিও অতি নীচ কর্ম্মের (অর্থাৎ কাষ্ঠাহরণাদির) সংসাধন করিয়াছিলেন।

† হরি হউন অথবা হর হউন, একাগ্রচিত্ত হইয়া এক দেবতার উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর। ভূপতি হউন কিম্বা ব্রহ্মচারী হউন এক জনের সহিত মিত্রতা

পরন্তু পরমপুরুষস্য পরমেশ্বরস্য স্বীয়শক্তয় এব তস্য প্রকৃতিত্বেন ব্যপদিশ্যন্তে। তেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতত্বেন তচ্ছক্তীনাং বহুলত্বাৎ তস্য বহুদারত্বং ন দোষাবহম্। ততস্ততঃ ?

ভৃত্যঃ। ইস্‌সেভি ঔর এক বড়ী হর্ষকী বাত হৈ। মহারাজ্‌নে উহ ব্রাহ্মণ সে ঔর ঔর বাৎচিৎ কর্ পিছে কহাকে, ভাই ভামিনীনে ইমারে লিয়ে ক্যা ভেট ভেজী হৈ সো দেতে কেঁও নেহি কাহে কোঁখ্‌মে দবায় রাখে হোঁ। ঠাকুরজী ইহে বচন সুন উহ ব্রাহ্মণ তো সংকুচায় মুরঝায় রহা, ঔ প্রভুনে ঝটপট কর চাওঁলকী পোটলী জো উস্‌কী বগলমে থী সো নেকাললী পুনি খোলকর উসমেসে অতিরুচি কর দো মুঠ্‌ঠি চাওঁল খায়ে ঔর খাতেহী উন্‌কে আঁখ্‌ছে বারি নেকল্‌নে লগী।

ব্রাহ্মণঃ। (সপুলকং বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠেন)

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"
ইতি যদ্‌ভগবদ্বাক্যং তদেব প্রতিপাদিতম্।
বিদুরেণ কৃতং পূর্ব্বং ব্রাহ্মণেনাপি সাম্প্রতম্॥ *

করাই উত্তম। নগরে হউক অথবা বনে হউক, একস্থানে বাস করাই উচিত। সুরূপা হউক অথবা কুরূপা হউক, এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করাই বিধেয়।

* যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্রপুষ্পাদিমাত্র প্রদান করে আমি সেই প্রযতাত্মার অর্থাৎ নিষ্কাম শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সমর্পিত পত্রপুষ্প সকল অতি প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করি; এই যে ভগবদ্বাক্য ইহা পূর্ব্বে বিদুরের কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছিল১; এক্ষণে এই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আবার প্রতিপাদিত হইল।

১। পুরাণে বর্ণিত আছে যে ভক্তাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের কর্ত্তৃক অহঙ্কারক্রমে প্রস্তুত নানাবিধ মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে শাকান্নমাত্র পরমসুখে ভোজন করিয়াছিলেন। অতএব দোঁহা নামক ভজনাখ্য গীতে "জির্য্যোধন্‌কী মেওয়া ছোড়ে শাক বিদুর ঘরে পাওয়ে" ইত্যাদি।

ততস্ততঃ ?

ভৃত্যঃ। ঔর জও তিসরী মুঠি ভরি তও শ্রীরুক্মিনী দেবীনে প্রভুকা হাথ পাকড়ী ঔর কহি, মহারাজ আপনে দ্বো লোক তো ইন্‌হে দিয়ে অব্ আপ্‌নে রহনে কো ভি কোয়ি রখ্খোগে কে নেহী। উহতো ব্রাহ্মণ স্থশীল্ কুলীন্ অতি বৈরাগী মহাত্যাগী দৃষ্ট আতা হেয় ইস্‌কো বিভৌপানেমে ন কুছ্ হর্ষ ন জানে সে কুছু শোগ্।

ব্রাহ্মণঃ। (সশিরঃকম্পম্) ধন্যাসি মাতা রুক্মিণী। অয়ি কৃষ্ণমনোরথাভিজ্ঞে পরমবিজ্ঞে! অতিক্রান্তাস্তি ভবত্যা ভগবত্যা শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ। যতঃ

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্থ চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥
ইতি তত্ত্বেন জানন্তী ত্বং সর্ব্বতত্ত্বরূপিণী।
ন্যবারয়ো হ্যলংবুদ্ধ্যা তমসকৃৎপরিগ্রহাৎ॥ *

ততস্ততঃ ?

ভৃত্যঃ। অব্ তো উহ ব্রাহ্মণ প্রভুকে বচন লিয়ে শয়নমন্দির মে পৈঠা। ঔর এক রতনকি জড়াও ছপ্পরমে শীটা। দেখোঁ কাল্ প্রাত্‌মে কেয়া পুনি আশ্চর্য্য হোয়।

ব্রাহ্মণঃ। তদহমপি ত্বন্মুখাৎ শ্রোতুকামোঽস্মি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

* ভক্তবৎসল ভগবান্ কেবল একটী তুলসী পত্রের ও এক গণ্ডূষ পরিমিত জলমাত্রের বিনিময়ে আপনার আত্মাকেও ভক্তের নিকটে বিক্রয় করিয়া থাকেন, এই কথা যথার্থরূপে[১] জানিয়া সর্ব্বতত্ত্বরূপা[২] যে তুমি অলং বুদ্ধিক্রমে অর্থাৎ আর কেন, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার গ্রহণ করিতে যে নিবারণ করিয়াছ, ইহাই লিখিত হইতেছে।

১। তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থ্যে ইত্যমরঃ।

২। এখানে "তত্ত্ব" শব্দে সাংখ্যোক্ত সমুদায় পদার্থ।

ততঃ প্রবিশতি কশ্চিদ্বীণাহস্তো বৈণিকো বৈতালিকঃ কশ্চিদ্ঘাণ্টিকশ্চ[১]

বৈতালিকঃ। (সুমধুরস্বরেণ)

জয় গুণসিন্ধো- হ্যখিলজনবন্ধো
জাগৃহি তল্পং ত্যজ শশিকল্পম্।
শ্রিতচরণানাং প্রণতজনানাং
দত্ত্বাহ্লাদং দর্শয় পাদম্॥ *

(ঘাণ্টিকো দূরতো ঢণ্ঢণিতি ঘণ্টাং বাদয়তি)

পুনর্বৈতালিকঃ। (কিঞ্চিদুচ্চকৈঃ)

হে জনলোচন কমলবিরোচন
সত্বরমুদয়ং স্বীকুরু সদয়ম্।
প্রণতিপরাণাং স্বপরিকরাণাং
হৃদ্গতমচিরং নাশয় তিমিরম্॥ †

(এবং ঘাণ্টিকঃ ক্ষণে ক্ষণে ঢণ্ঢণায়মান ঘণ্টাং চালয়তি)

* জয় জয় গুণসিন্ধু নিখিল জনের বন্ধু
নিদ্রা ত্যজি কর জাগরণ।
ত্যজ শয্যা মনোরম তুহিনকিরণসম
করহে করুণা বিতরণ॥
যারা তব পদদ্বয় করিয়াছে সমাশ্রয়
যারা তব চরণে প্রণত।
তাহাদের সুখসদ্ম তোমার যে পাদপদ্ম
তাহা দরশাও অবিরত॥

† ওহে লোক-নেত্র কমলের মিত্র
সত্বরে উদয় কর।
প্রণতগণের স্বপরিজনের
হৃদয়-তিমির হর॥

১। "রাজ্ঞঃ প্রবোধসময়ে ঘণ্টাশিল্পাস্তু ঘাণ্টিকা" ইতি নৈষধটীকা।

২। সম্প্রদানস্থলে ষষ্ঠীও হয়। অথবা "জনানামাহ্লাদম্" এই প্রকার অন্বয় করিলে সম্বন্ধেও ষষ্ঠী হইতে পারে।

অতিমধুরবিপঞ্চীপঞ্চমধ্বানমিশ্রং
সুললিতমবিগীতং গীতমেতন্নিশম্য।
যদুবরপরিবারো বীতনিদ্রঃ প্রভাতে
ত্যজতি মৃদুলশয্যাং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি জল্পন্ ॥

ততঃ প্রবিশতি জাতাহ্লাদভরসঞ্জাতপুলকাবলিঃ সুদামা।

সুদামা। (আত্মগতম্) অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য ব্রাহ্মণপ্রিয়তা।

ক্বাহং দরিদ্রঃ কৃতদুষ্কৃতশ্চ
ক্বাসৌ হরিঃ শ্রীপতিরীড্যকীর্ত্তিঃ।

* প্রভাতকালে অতি সুমধুর বীণার পঞ্চম স্বরমিশ্রিত এই 'সুললিত' মনোহর অথবা সুন্দর ললিতাখ্য রাগ অথবা রাগিণী দ্বারা যুক্ত[১] 'অবিগীত' অনিন্দিত গীত শ্রবণ করিয়া যদুবংশীয় পরিবারস্থ সকলেই বিগতনিদ্র হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ নিজ নিজ কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। ইহাকে কোনমতে রাগ ও কোনমতে রাগিণী কহে।

২। যদিও, প্রভাতে সুরতো নিন্দ্য ঋষভঃ পঞ্চমোঽপি চ। জনয়েৎ প্রধনং হ্যক্ষা পঞ্চত্বং পঞ্চমোঽপি চ। পঞ্চমস্তু বিশেষোঽয়ং কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। প্রাতঃ প্রগীতো জনয়েদ্দশনস্য বিপর্য্যয়ম্॥ ইত্যাদি জ্ঞানগুরু ভরতোক্ত বচন দ্বারা প্রভাতকালে পঞ্চম স্বরের আলাপ করায় নিষেধ দেখা যায়। তথাপি কেবল শুদ্ধ পঞ্চম স্বরের প্রতিই উক্ত প্রতিষেধ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। নচেৎ প্রাতঃ সঙ্গীয়মান ললিতাদি রাগের মধ্যে অন্য অন্য স্বর মিশ্রিত পঞ্চম স্বরেরও যে নিষেধ বুঝাইবে এমত তাৎপর্য্য নহে; কারণ ইহা হইলে রাগের অঙ্গহানি হইয়া উঠে। যেহেতু ললিত রাগের মধ্যে পঞ্চম স্বর একটী প্রধান। তথাচ সঙ্গীত-তরঙ্গে ললিত রাগিণীর লক্ষণকথনে। সম্পূরণ ভাবে সালঙ্ক জাতি। অধিক নাগ যে বসত ভাতি॥ গিরি আর বাদি ধৈবত বাসে। পরম সম্বাদি বাদীর পাশে॥ মধ্যম স্বরের শুদ্ধ বিচার। পুনঃ মধ্যমের তীয়র তার॥ তীয়র রিখভ বিবাদি ভাবে। রজনী প্রভাতে সময়ে গাবে॥ ইতি।

তথাপ্যনেন প্রিয়ভাষণেন
মুহুর্ভুজাভ্যাং পরিরম্ভিতোঽস্মি ॥ *

ইদানীং গৃহং প্রতিযাতুং সমাদিষ্টোঽস্মি মিষ্টবচনেন পরমবন্ধুনা শ্রীকৃষ্ণেন। পরন্তু

আত্মারামগণাকর্ষী গুণো যস্য নিরন্তরঃ।
বিমুচ্যাকর্ষণং তস্য ক্ব বা কস্য গতির্ভবেৎ ॥ †

তথাপি

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহম্ ॥"
ইতি যদ্ভগবদ্বাক্যং সর্ব্ববেদার্থসম্মিতম্।
সর্ব্বথা পালনীয়ং তদস্মাভিঃ শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ‡

* কোথায় আমি দরিদ্র এবং পাপীয়ান্, কোথায় এই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীপতি এবং বিশ্রুতকীর্ত্তি অর্থাৎ পুণ্যশ্লোক (এতাবতা আমাতে এবং তাঁহাতে অতিশয় অন্তর)। তথাপি এই প্রিয়ংবদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি কত বারম্বার বাহুযুগ দ্বারা আলিঙ্গিত হইলাম।

† যাঁর 'নিরন্তর' নিয়ত (অথচ অভেদ্য) 'গুণ' সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাদি (অথচ রজ্জুবিশেষ) 'আত্মারাম' অর্থাৎ বিষয়বিমুখ নির্ব্বিঘ্নচিত্ত জনগণেরও আকর্ষক হইয়াছে[১], তাঁর সেই গুণের আকর্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া কার বা কোথায় 'গতি' গমন (অথচ নিস্তার) হইয়া থাকে[২]।

‡ শ্রবণ দর্শন[৩] ধ্যান এবং কীর্ত্তনে যেমন সহজে আমার প্রতি ভাবোদয় হইতে পারে, আমার সন্নিকর্ষে তেমন হয় না। অতএব তোমরা স্বীয় স্বীয়

১। তথাচ ভাগবতে, আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ইতি।

২। গতির্মার্গে দশায়াং চ জ্ঞানে যাত্রাভ্যুপায়য়োরিতি বিশ্বঃ।

৩। এখানে 'দর্শন' শব্দে প্রতিমাদির দর্শন অথবা ভগবানের কাদাচিৎক দর্শনকে বুঝাইবে।

(ইতি মনসি বিমৃষ্য কিঞ্চিদগ্রতো গত্বা পুনঃ স্বগতম্) অয়ে কথং স সর্ব্বান্তর্য্যামী দয়িতো দারিদ্র্যবিদ্রাবণদ্রবিণদানেন মাং কৃতার্থং ন কৃতবান্। (ক্ষণং বিচিন্ত্য) আং জ্ঞাতম্।

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মে ভূরি নাদদৎ॥ *

অথবা ধনদানন্তু সুদূরমস্তু,

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ইতি যস্য বচস্তস্মাদ্ধনেপ্সা যুজ্যতে কথম্॥ †

অপিচ পরমপ্রেয়সীং পট্টমহিষীং প্রতি তদীয়রহস্যবচনমপ্যেতাবচ্ছ্রূয়তে। তথাচ,

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ নহ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥ ‡

গৃহের প্রতি নিবৃত্ত হও। এই সর্ব্ববেদার্থসদৃশ ভগবদ্বাক্য, ইহা বিশুদ্ধান্তঃকরণে অর্থাৎ নিঃসন্দেহচিত্তে আমাদিগের কর্ত্তৃক পালনীয় হইয়াছে।

* এ ব্যক্তি নির্দ্ধন, ধন পাইয়া অত্যন্ত মত্ততায় আমাকে আর স্মরণ করিবে না; ইহা ভাবিয়াই সেই করুণানিধান আমাকে ধন দান করেন নাই।

† অথবা ধনদান করা দূরে থাকুক, তিনি স্বয়ংই এই প্রকার কহিয়াছেন১ যে আমি যার প্রতি অনুগ্রহ করি তার সঞ্চিত ধনও ক্রমে ক্রমে হরণ করিয়া থাকি২। অতএব এ প্রকার যাঁহার নিজ শ্রীমুখের উক্তি, তাঁহার নিকটে ধনের প্রত্যাশা করাই বা কি প্রকারে উচিত হইতে পারে।

‡ আমি অতি নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং নিষ্কিঞ্চন জনেরই প্রিয় হইয়া থাকি। অতএব সুমধ্যমে, যাহারা আঢ্য তাহারা আমাকে প্রায়ই ভজনা করে না।

১। যুধিষ্ঠির প্রতি ভাগবতধর্ম্মকথনপ্রসঙ্গে।

২। অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে

কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥

পুনর্নির্বেদমাপদ্য কৃতং কৃতং[১] ক্ষুদ্রাশয়ানুসেবিতধনাশয়া। পরন্তু

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ সুদুর্ল্লভা।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥ *

অতএব,

পরার্থ[২]-প্রত্যর্থিভিরর্থসার্থৈ-
র্যঃ স্বং কৃতার্থং মনুতে বিমূঢ়ঃ।
দেহাত্মতত্ত্বস্য বিবেকহীনঃ
পশুর্মনুষ্যাকৃতিরেব বৈ সঃ ॥ †

* যাহাদের চিত্ত নিয়ত বিষয়-বাসনাতেই আবিষ্ট থাকে, তাহাদিগের সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রাপ্তি দুর্ল্লভ। পশ্চিমদিকে যে বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহা কি ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে কখন পাওয়া যায়?

† যে মূঢ় ব্যক্তি পরমার্থের বিরোধী অর্থসার্থকে প্রাপ্ত হইয়াই আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি দেহ কারে বলে এবং আত্মাই বা কারে বলে ইহা জানে না; সুতরাং সে নিশ্চিতই নরাকৃতি পশুমাত্র। তাৎপর্য্য এই যে সামান্য ধনের দ্বারা কেবল শরীরেই সুখ হইতে পারে; কিন্তু শরীরেতে ও আত্মাতে অনেক অন্তর, ইহা যাহারা বিবেচনা না করিয়া শারীরিক সুখোদ্দেশেই নিবিষ্ট থাকে, তাহারা কখনই যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না।

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

আ মরি মরি কি দয়া!

১। কৃতম্ অলমর্থমিতি। তদ্‌যোগে ধনাশয়েত্যত্র তৃতীয়া। কৃতং যুগেঽলমর্থেঽপি বিহিতে হিংসিতে ত্রিষু। ইতি মেদিনী।

২। "প্রহ্রে বা" অর্থাৎ প্র ও হ্র এই দুইটী যুক্তাক্ষর পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ণটী বিকল্পে গুরু হয়। এ জন্য এখানে "প্র" এই অক্ষরটী পরে থাকাতে "র্থ" এই পূর্ব্ব বর্ণটী বিকল্পে গুরু হইল না।

(ইত্যন্তশ্চিন্তয়ন্ স্বান্তরমপি সান্ত্বয়ন্ নিজনিশান্তাভিমুখমুপসর্পন্[১] পরিক্রামতি। ততঃ কিয়ৎকালানন্তরং স্বীয়গ্রামাভ্যন্তরমাগত্য স্বকীয়পর্ণময়কুটীরস্থলে স্বর্ণময়-কুটীরং দৃষ্ট্বা কিমহমধ্বশ্রান্তো দিগ্‌ভ্রান্তোঽপি সংবৃত্ত ইতি সবিস্ময়ং সমন্তাদ-বলোক্য)

যে যে ক্ষুধাতুরসুতান্[২] পরিপালয়ন্তি
দত্ত্বা ফলানি সময়ে সময়ে বহূনি।
তে তেঽখিলা বিটপিনঃ পরিতো বিভান্তি
তদ্বা কথং ন মম দৃগ্বিষয়ঃ কুটীরম্[৩] ॥ *

(ইতি শঙ্কাশতাকুলান্তঃকরণেন হা হন্ত হা হন্তেতি বারংবারং ব্যাহৃত্য বাষ্পমুৎসৃজন্ ভূমৌ নিপততি পুনঃ কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যমবষ্টভ্যোত্থায় চ) কিং গ্রহ-বিশেষগৃহীত উত স্বপ্নাভিভূতোঽহং নো চেৎ কস্মাদকস্মাদসৌ ধবলশিলোচ্চয় ইব সৌধবরঃ পুরতো দৃশ্যতে।

হংহো অভ্রংলিহাগ্রৈ[৪]-র্ম্মিলিতসিততরস্বর্ণদীবারিধারা-
ধৌতং নির্ধূতপঙ্কো গিরিশগিরিরিব ভ্রাজতে রম্যহর্ম্ম্যম্।

---

* যারা আমার ক্ষুধার্ত্ত শিশু সকলকে সময়ে সময়ে প্রচুর ফল প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিয়া থাকে, সেই এই বৃক্ষসকল চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে দেখিতেছি; তবে আমার পর্ণময় কুটীরখানি কিজন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না?

১। নিশান্তবস্ত্যসদনং ভবনাগারমন্দিরমিত্যমরঃ।

২। সুতানিত্যত্র সম্প্রদানং বাধিত্বা কর্ম্ম প্রবৃত্তম্। তথাচ "কর্ত্তৃকর্ম্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকম্। অপাদানঞ্চ সন্দেহে পরঃ পূর্ব্বেণ বাধ্যতে।" ইতি।

৩। অথবা 'কুটীর' ইতি পাঠঃ। কুটীরমিতি পাঠে তু বিষয়ইত্যত্র অবিষ্টলিঙ্গত্বাৎ পুংস্ত্বম্॥

৪। অভ্রংলিহানি মেঘস্পর্শীনি অগ্রাণি যেষাং তৈঃ। যথা মেঘদূতে অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাস্ত্বামিত্যাদি॥

বিশ্বেষাং বিস্ময়ার্থং কিমিদমিহ হঠান্নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মা
পাতালাদুত্থিতং কিং ফণিপতিপুরমিন্দ্রালয়ং জেতুকামম্ ॥ *

(ইতি বারংবারং সোৎপ্রেক্ষং নিরীক্ষতে; পুনঃ পরিতোঽবলোক্য) হা হতোঽস্মি অস্য হতভাগ্যস্য হৃদয়াভিনন্দনৈঃ নন্দনৈঃ সহ সহধর্ম্মিণী বা কুত্র গতা? কিমসৌ মম বিলম্বমসহমানা মানিনী ভূত্বা ক্বাপি লতাবৃতনিভৃতনিলয়ে নিলীয় নিবসতি? ন হি ন হি সা মম প্রতীপদর্শিন্যপি[2] ন কদাচিন্মম প্রতীপদর্শিনী[3] দৃষ্টাঽভূৎ তৎ কিং বৃথা বিতর্কয়ামি। (ইতীতস্ততঃ সমালোক্য সবাষ্পমুচ্চৈঃ)

স্ত্রীণাং যত্তু নিসর্গতো ভবতি তৎ ক্ষীণোদরত্বং শুভং
চিহ্নং তন্মম যোষিতোঽপি সমভূদন্নং বিনা জন্মতঃ।
তত্রাপি প্রতিবাসরং মম মহদ্দৃষ্ট্বা কুলক্ষোদ্ভবং
দুঃখং যা হৃতিদুঃখিতা ভবতি সা হা হা কুতো ব্রাহ্মণী ॥ †

---

* উঃ! এই রম্য অট্টালিকা ইহার গগনস্পর্শী অগ্রভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে যে শুভ্রতর মন্দাকিনী[1] তাহার জলধারা দ্বারা ধৌত হইয়া যেন পঙ্ক-রহিত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ও কি জগৎকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা ইহাকে এখানে হঠাৎ নির্ম্মাণ করিলেন; না ইহা সেই বাসুকির পুরী ইন্দ্রালয়কে পরাজয় করিবার নিমিত্ত পাতাল হইতে উত্থিত হইল?

† স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতঃ যে ক্ষীণোদরত্ব হইয়া থাকে, সেটী তাহাদিগের সুলক্ষণ (ইহা সামুদ্রিকবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন); আমার স্ত্রীরও জন্মাবধি[4] অন্নব্যতিরেকে সেই প্রকার ক্ষীণোদরত্ব হইয়াছে বটে; তথাপিও যিনি প্রতিদিন কুলক্ষের ফলস্বরূপ আমার দারুণ কষ্ট দেখিয়া নিয়ত দুঃখিত হইয়া থাকেন, হায়! সেই ব্রাহ্মণী আমার কোথায়?

১। মন্দাকিনী প্রভৃতিকে শুভ্রবর্ণ পদার্থ বলিয়া কবিকল্পলতা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।
২। "প্রতীপদর্শিনী" স্ত্রী। যথা প্রতীপদর্শিনী বামেত্যমরঃ।
৩। "প্রতীপদর্শিনী" প্রতিকূলদর্শিনী অর্থাৎ প্রতিকূলা।
৪। জন্মাবধি যে দোষগুণের প্রকাশ হয় তাহাকেও এক প্রকার নৈসর্গিক বলা যায়।

(ক্ষণং বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠস্বরত্বাত্তূষ্ণীভূয় পুনরুচ্চৈস্তরাম্)

নীয়ন্তে দিবসা ময়া বহুবিধৈর্দুঃখৈঃ ভৃশং খিদ্যতা
হা দুর্দ্দৈবমিতি স্ফুটং নিগদতা চিন্তাগ্নিনা স্বিদ্যতা।
তত্রাপি ক্ষণদাক্ষণে সহ যয়া সংলাপতো মে বপুঃ
সিক্তং সাধু সুধারসৈর্ভবতি সা হা হা কুতো ব্রাহ্মণী ॥ *

(ইত্যুরুব্যথিতহৃদয়েন শির উরো নিহত্য রোদিতি)

ততঃ প্রবিশতি সখীগণসমাবৃতা বিচিত্রবসনাবৃতা নানাভরণভূষিতা চন্দ্রশালারূঢ়া[১] চন্দ্রনিভাননা ব্রাহ্মণী

ব্রাহ্মণী। (সখেদম্) অয়ি প্রিয়সখ্যঃ!

সংজ্ঞাহীনো যথা কায়ঃ সুখং নানুভবেৎ ক্বচিৎ।
নানুভবামি সৌভাগ্যং তথাহং দয়িতং বিনা ॥ †

সখ্যঃ। অয়ি মাতঃ! কিঞ্চিৎকালমাত্রং ধৈর্য্যমবলম্ব্য বর্ত্তস্ব। নিবর্ত্তস্ব চাস্মাৎ পরিদেবনাৎ। বরং তজ্জীবিতনাথোঽত্রাগতপ্রায় ইত্যনুভবামঃ।

সুদামা। (ঊর্দ্ধমবলোক্য সবিস্ময়ম্) অহো কেয়ং লোকলোচনচন্দ্রিকেব সমুদিতা। নন্বিয়ং কস্যচিৎ সৌভাগ্যরত্নাকরস্য রত্নসম্পত্তিরিব লক্ষ্যতে। তথাচ

* মত্তপ্রায় ক্ষণে ক্ষণে অতি খেদান্বিত মনে
হা দুর্দ্দৈব বলি উচ্চৈঃস্বরে।
চিন্তানলে দগ্ধ হয়ে দারুণ যন্ত্রণা সয়ে
দিবস বঞ্চিয়া দুঃখভরে ॥
নিশাকালে যার মুখে কিঞ্চিৎ মনের সুখে
শুনে দুটা অমৃতকাহিনী।
দেহ মোর ভাগ্যবশে সিক্ত হয় সুধারসে,
কোথা গেল সে মোর ব্রাহ্মণী।

† যেমন চেতনাবিরহে শরীর কোন সুখেরই অনুভব করিতে পারে না, তেমনি স্বামিবিরহে আমি এই সৌভাগ্যসুখের অনুভব করিতে পারিতেছি না।

১। প্রাসাদোপরিগৃহমিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

কেয়ং রামা শিখরদশনা পদ্মরাগাধরোষ্ঠী[১]
রাজন্মুক্তাস্মিতমধুরিমা চন্দ্রকান্তস্য বিম্বা।
উদ্দীপ্তেন্দ্রোপলকচরুচির্ভূষণৈঃ সংবহন্তী
বৈদূর্য্যাভাং নিখিলরমণী রত্নমালেব দৃশ্যা॥ *

(ইতি নির্নিমেষনয়নেন নিপুণং নিরীক্ষ্য সচমৎকৃতি) অহহ কিমিদমত্যদ্ভুতম্।

যস্যা দর্শনমাত্রেণ নির্নিমেষত্বমুদ্ভবেৎ।
তৎসান্নিধ্যং ন কিং দদ্যাদ্দেবত্বাধিকসম্পদম্। †

* নিখিল রমণীর রত্নমালার ন্যায় সুদৃশ্যা এই রমণীটী কে? [যদি বল রত্নমালা কিরূপে হইলেন এজন্য কহিতেছেন] ইহার মাণিক্যের ন্যায়[৩] দশন, পদ্মরাগ মণির ন্যায় ওষ্ঠাধর, মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় হাস্য-হিল্লোল, চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় বদনবিম্ব, এবং উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় কেশপাশ দেখিতেছি; এবং ভূষণের দ্বারা বৈদূর্য্য মণির (নানাবর্ণবিশিষ্ট মণিবিশেষের)[৪] প্রভাকেও বহন করিতেছেন।

† যাঁর দর্শনমাত্রেই নির্নিমেষত্ব[৫] উৎপন্ন হয়, তাঁর সন্নিধান অর্থাৎ নিকটে

১। "অল্পাক্ষরং ভবেৎ পূর্ব্বং দ্বন্দ্বে যচ্চার্চ্চিতং দ্বয়োঃ" এই নিয়ম দ্বারা দ্বন্দ্ব সমাসে "ওষ্ঠাধর" ব্যতীত "অধরোষ্ঠ" কদাচিৎ হইতে পারে না, এমত আশঙ্কা করিও না। যেহেতু এখানে পূর্ব্ব অকারের সহিত "অধর" শব্দের অকার মিলিত হওয়াতে অবশিষ্ট "ধর" এই অংশটী অল্পাক্ষর হইয়াছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বনিপাতন হইয়াছে। অথবা "অল্পাক্ষরং ভবেৎ পূর্ব্বং" ইত্যাদি নিয়মটী মনুষ্যজাতি ভিন্ন অন্যত্র প্রায়িক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে এজন্য "চক্রবাকগড়ুড়ৌ" "উদুখলমুষলৌ" ইত্যাদি স্থলে উহার ব্যভিচার হওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। পক্ষান্তরে 'রত্ন' শব্দে শ্রেষ্ঠ (রত্নং সজাতিশ্রেষ্ঠেঽপীত্যমরঃ) অর্থাৎ সকল যুবতীর শ্রেষ্ঠা।

৩। শিখরং পক্বদাড়িমবীজাভমাণিক্যাম্। শিখরোঽস্ত্রী ক্রমাগ্রেঽদ্রিশৃঙ্গে পুলককক্ষয়োঃ। পক্বদাড়িমবীজাভমাণিক্যসকলাগ্রয়োরিতি মেদিনী।

৪। গারুড়ে "পদ্মরাগমুপাদায় মণিবর্ণা হি যে ক্ষিতৌ। সর্ব্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভি-র্বৈদূর্য্যমনুগচ্ছতি॥ বৈদূর্য্য মণিকে হিন্দি ভাষায় "লহস্থনিয়া" বলে।

৫। পক্ষে "দেবত্ব", যেহেতু দেবতাদিগেরও নিমেষ নাই।

(ইতি ক্ষণং সস্পৃহমালোক্য) আবিষ্ণু আবিষ্ণু! কথং পরাঙ্গনাসু[১] বারাঙ্গনাভাবঃ[২] সম্ভাব্যতে। (ইত্যন্যতো নিরীক্ষতে)

ততঃ প্রবিশতি ব্রাহ্মণ্যা প্রেষিতা কাচিৎ সহচরী

সহচরী। (সকৃতাঞ্জলি) অয়ে স্বামিন্ প্রণমামি।

সুদামা। (সচকিতম্) কথমহং স্বামী। (ভ্রূকুটিমাবধ্য) দরিদ্রদ্বিজোপরি পরিহাসনিক্ষেপঃ ন কচিদপি পরিতোষায় পরিকল্পতে। (ইত্যন্যত্র গন্তুমুদ্যতঃ)

সহচরী। (অন্তঃ স্মিত্বা) বয়ং ব্রাহ্মণমাত্রং স্বামিন্নিতি ভগবন্নিতি চ বাক্যেনামন্ত্রয়ামস্তদত্র কো দোষঃ?

সুদামা। (ক্রোধং সংবৃত্য) এবঞ্চেদত্র ন কস্যাপি বিপ্রস্য বিপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবেৎ।

সহচরী। স্বামিন্! অস্মাকং ভর্তৃদারিকা ভবন্তমাহ্বয়তি।

সুদামা। (সভয়ম্) কিমালি! বৃথালীকং প্রলপসি।

সহচরী। ন কদাপি মিথ্যাবাদিন্যহম্। পরন্ত্বস্মাকং স্বামিন্যা অয়মেকো দৃঢ়-তরনিয়মোঽস্তি, যৎ প্রত্যহমেব কস্যচিদেকস্য স্বয়মুপাগতস্য ব্রাহ্মণস্য চরণকমলো-দকং স্বকরকমলেনাদায় পিবতি। যদস্য দিনত্রয়াবধি বিধিবিপাকতো ন কস্যাপি দ্বিজস্যাত্র সমাগমো জাতস্তেন তয়ৈতাবৎকালপর্য্যন্তং ন কিমপ্যঙ্গীকৃতম্। সা পুনরস্য দৈববশাদত্রভবন্তং[৩] ভবন্তমত্র ভবন্তং[৪] দৃষ্ট্বা ত্বরিতমেব মাং ভব-চ্চরণসন্নিধৌ প্রেরয়ামাস। তদধুনা ভবানেব কর্ত্তব্যমবধারয়িতুমর্হতি।

উপস্থিত হইলে কি দেবত্ব হইতেও অধিক সম্পৎ পাওয়া যাইতে পারে না? অর্থাৎ অবশ্য পাওয়া যাইতে পারে।

১। এখানে গৌরবে বহুত্ব হইল, অথবা ইহা দ্বারা সখীগণেরও উদ্দেশ করা হইল।

২। যেহেতু বেশ্যাদর্শনে দোষ নাই, স্পর্শনেই দোষ; পরস্ত্রীর দর্শনমাত্রেও দোষ। তথাচ প্রমাণবচনানি। দ্বিজনৃপগণিকাপুষ্পমালাপতাকেত্যাদি শুভদর্শনীয়কথনে সময়প্রদীপঃ। পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ইতি স্মৃতিঃ। দৈবাৎ পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা বিরমেচ্চ হরিং স্মরন্নিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তম্।

৩। "অত্রভবন্তং" পূজ্যম্। তথাচ পূজ্যো তত্রভবানত্রভবাংশ্চ ভগবানপীতি বিশ্বঃ।

৪। "অত্র ভবন্তম্" অস্মিন্ স্থলে ভবন্তমুপস্থিতমিতি যাবৎ।

সুদামা। (স্বগতম্) কথমদ্যৈবৈতাদৃশী সৌভাগ্যবতী সঞ্জাতা। যতঃ

আয়ুর্বিদ্যাযশোধর্ম্মধরাধান্যধনানি চ।
সর্ব্বাণ্যেতানি বর্দ্ধন্তে বিপ্রপাদস্য সেবনাৎ॥ *

(প্রকাশম্) যদ্যুষ্মভ্যং রোচতে তদেবাস্মাভিঃ কর্ত্তব্যম্। (ইতি তয়া সহ পরিক্রমতি) ততঃ প্রবিশতি অর্ঘ্যপাত্রহস্তা ব্যগ্রচিত্তা ব্রাহ্মণী

ব্রাহ্মণী। (সোচ্ছ্বাসম্)

অভাব্যমপি ভাব্যং স্যাদিচ্ছতি সতি ধাতরি।
মৃৎপাত্রাণ্যপি জাতানি স্বর্ণপাত্রাণি সম্প্রতি॥ †

(ইত্যর্ঘ্যং সমর্প্য প্রণমতি)

সুদামা। (অর্ঘ্যমাদায় সূক্ষ্মং নির্ব্বর্ণ্য চ স্বগতম্) কথমিয়মপি মম ব্রাহ্মণীব লক্ষ্যতে কথং বাস্যা বাক্যেনাপি তৎ প্রমাণয়তি। কিমাশ্চর্য্যম্

সা মূর্ত্তিঃ সা সৌম্যদৃষ্টির্গতেঃ সা
ভঙ্গী চাপি ব্যক্তমস্যাং বিভাতি।
কিন্ত্বস্ত্যত্র স্পষ্টমেকো বিশেষঃ
সা দুর্ভাগ্যা জন্মতোঽসৌ সুভাগা[১]॥ ‡

(ইতি মুহুর্মুহুর্বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনেন তাং সমালোচয়তি)

* পরমায়ুঃ বিদ্যা, যশঃ ধর্ম্ম, ধরা, (ভূমিসম্পত্তি), ধান্য এবং ধন ইহা সকলই কেবল ব্রাহ্মণের পদসেবা দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

† যদি বিধাতা মনে করেন তবে অসম্ভব বিষয়েরও সম্ভাবনা হইতে পারে। যেহেতু এখন আমার মৃন্ময় পাত্র সকলও স্বর্ণময় পাত্র হইয়াছে।

‡ সেই প্রকার মূর্ত্তি, সেই প্রকার সৌম্যদৃষ্টি এবং সেই প্রকার গতিভঙ্গী, এ সমুদয়ই ইহাতে ব্যক্তরূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কেবল এই এক মাত্র স্পষ্ট বিশেষ দেখিতেছি যে আমার যিনি ব্রাহ্মণী, তিনি জন্মাবধিই ভাগ্যহীনা, ইনি কিন্তু পরম ভাগ্যবতী।

১। ভাগো ভাগ্যমিতি শব্দরত্নাবলী।

ততঃ প্রবিশন্তি পিতৃমুখদর্শনমাত্রেণ জাতাহ্লাদাস্তাত তাতেতি বদন্তো নৃত্যং কুর্ব্বন্তশ্চ বালকগণাঃ

তত্রৈকঃ। অয়ে অদ্য তাতেনোপনীতান্ ক্ষুদ্রতণ্ডুলানহমেব পূর্ব্বং গ্রহিষ্যামি। (ইতি বেগেন ধাবতি)

(অন্যে তু অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি বদন্তস্তমতিক্রম্য ধাবন্তঃ পিতুরুপকণ্ঠমুপসৃত্য নির্ভয়েন তৎকণ্ঠমালিঙ্গন্তি ; প্রথমঃ পুনঃ পরাজিতমিবাত্মানং মত্বা সঞ্জাতলজ্জতয়া মাতর্মাতরিতি ফুৎকারং কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণ্যা বস্ত্রাঞ্চলং ধারয়তি)

সুদামা। (তান্ বিশেষেণ পরিচিত্য চিত্তোচ্ছলিতসুখসিন্ধুবিন্দূন্ বাষ্পচ্ছলেন বিসৃজ্য সোৎসাহম্) অহো সৌভাগ্যম্

প্রতিকূলে বিধৌ সিন্ধুর্বর্দ্ধতেঽত্যত্র নিশ্চিতম্।
বর্দ্ধিতঃ সুখসিন্ধুর্মেঽনুকূলত্বং গতে বিধৌ ॥ *

(ইতি স্বতনয়াংস্তান্ স্বাঙ্কমারোপ্যানন্দবৈবশ্যং নাটয়তি ; ব্রাহ্মণী সত্বরমুপসৃত্য হস্তং গৃহ্লাতি)

সুদামা। (ধৈর্য্যমবলম্ব্য) প্রিয়ে কথয় কথং বৈত্তাদৃশী দেবদুর্ল্লভা সম্পত্তিরবিগতা ?

* 'বিধৌ' বিধু অর্থাৎ চন্দ্র যদ্যপি 'প্রতিকূল' বিপরীতদিকে অবস্থিত হন তাহা হইলে সমুদ্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ইহাই নিশ্চিত আছে১ ; কিন্তু আমার সম্বন্ধে 'বিধৌ' বিধি২ অর্থাৎ বিধাতা অনুকূল হওয়াতে আমার সুখসিন্ধু বর্দ্ধিত হইল। অর্থাৎ বিধাতার আর প্রতিকূলতাচরণ করিতে হইল না, এ বড়ই ভাগ্যের কথা।

১। যেহেতু চন্দ্রের গতিক্রমেই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস জোয়ার হইয়া থাকে।

২। অত্র বিধাবিতি বিধুবিধিশব্দয়োরুকারেকারয়োর্বর্ণয়োরৌকাররূপত্বাৎ শ্লেষঃ। তথাচ সাহিত্যদর্পণে। শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে। বর্ণপ্রত্যয়লিঙ্গানাং প্রকৃত্যোঃ পদয়োরপি। শ্লেষাদ্বিভক্তিবচনভাষাণামষ্টধা চ সঃ ॥ ইতি।

ব্রাহ্মণী। দেব দেবপ্রসাদাদেব।

যদি বিধিরনুকূলো ভাগ্যতঃ স্যাৎ কদাচিদ্
ভবতি বিপুলসম্পদ্ধেতুমন্যং বিনাপি।
বনভুবি তরুজাতং মাল্যকারপ্রয়োগং
ন খলু নিজ ফলস্যোৎপত্তয়েঽপেক্ষতে হি ॥ *

সুদামা। হুং, মদুক্তবিষয় এব "দৈবায়ত্তং ধনমিত্যাদি" বাক্যেন কথিতঃ সম্প্রতি প্রত্যক্ষীভূতঃ। তথাপি কস্য দেবস্য বায়ং প্রসাদ ইত্যনুসন্ধাতব্যম্। (ইতি ক্ষণং বিমৃষ্য) আং জ্ঞাতম্।

তমপ্রাকৃতকৃষ্ণাব্দং বিনা তাপহরামৃতম্।
কিমু প্রাকৃতকৃষ্ণাব্দো নিঃশব্দেন প্রযচ্ছতি ॥ †

(ইতি সহর্ষমুত্থায় সর্ব্বতঃ পরিক্রম্য প্রীত্যুৎফুল্ললোচনেন সমস্তং পর্য্যালোচয়তি)

* বিধাতা যদি অনুকূল হন্, তাহা হইলে হেত্বন্তরের অপেক্ষা না করিয়াও প্রচুর সম্পত্তি হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্ত যথা, বনস্থ তরুসকল মালাকারদিগের হস্তপ্রয়োগকে অর্থাৎ জলসেচনাদিকে অপেক্ষা না করিয়াও স্বতঃই ফল প্রদান করিয়া থাকে[১]।

† সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণরূপ মেঘব্যতীত কি প্রাকৃত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ কখনও নিঃশব্দে সন্তাপহর "অমৃত" জল, পক্ষে, ত্রিতাপহর[২] ধন অথচ মোক্ষপদ[৩] দান করিতে পারে? যেহেতু যিনি মোক্ষরূপ অমৃতদায়ী, তাঁহাকেই কেবল বেদে "শব্দহীন" বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তথাচ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি।

১। যেহেতু উক্ত হইয়াছে। আজগাম যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ। নির্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ" ॥ ইতি

২। 'অমৃতং' জলং সুধাচেত্যমরঃ। ধনমিতি হেমচন্দ্রঃ।

৩। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক তাপকে ত্রিতাপ কহে। অর্থ ও মোক্ষ ভিন্ন ইহাদিগের নিঃশেষ নিবারণ হয় না।

দেবাধিদেবস্য মম বান্ধবস্যৈবায়মনুগ্রহ ইত্যবগম্যতে। তথাহি

চলন্মুক্তালম্বস্ফুরিতবিমলস্তম্ভনিবহং
লসদ্ভিত্তিপ্রান্তোল্লিখিতহরিলীলাসমুদয়ম্।
বিচিত্রাভিঃ কাভিঃ স্থগিতগগনাভির্বিজয়তে
পতাকাভিঃ সন্তর্পিতভবনমন্তঃপুরবরম্॥ *

ততো মধ্যেগেহং[১] বিবিধমণিমালাবিরচিতং
বিতানং বিস্তীর্ণং তুহিনকরনিন্দাকররুচি।
নিরঙ্কে পল্যঙ্কে কনককরিদন্তাদিঘটিতে
পয়ঃফেনপ্রায়া মৃদুলতরশয্যা বিনিহিতা॥ †

সুবর্ণং দুর্ব্বর্ণং ক্বচিদতুলরাশীকৃতমতি-
প্রিয়ং ভক্ষ্যদ্রব্যং হৃদভিরুচিকৃচ্চাপি বিপুলম্।
সুবস্ত্রালঙ্কারাদিকমপি চকাস্তি প্রতিগৃহং
কিমস্যাভাবো বা সদয়হৃদয়া যং প্রতি রমা॥ ‡

* যার নির্ম্মল স্তম্ভসমুদয় দোদুল্যমান মুক্তালম্ব দ্বারা শোভা পাইতেছে, যার উজ্জ্বল ভিত্তিপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় লীলা চিত্রিত রহিয়াছে, যার অন্তর্গৃহ গগনস্পর্শি বিচিত্র পতাকা দ্বারা সুশীতল হইতেছে, এমত এক অন্তঃপুরপ্রধান বিরাজ করিতেছে।

† গৃহের মধ্যভাগে নানা মণিমালাদ্বারা বিরচিত চন্দ্রবিনিন্দিত চন্দ্রাতপ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, এবং সুবর্ণ ও হস্তিদন্তাদি নির্ম্মিত নিষ্কলঙ্ক পল্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভা শয্যা সংস্থাপিত রহিয়াছে।

‡ কোনখানে সুবর্ণ ও রৌপ্য সকল রাশীকৃত রহিয়াছে, কোনখানে অতি প্রিয় অভিলষিত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত রহিয়াছে এবং অতি মনোহর বস্ত্রা-

১। "গেহস্য মধ্যে" ইত্যর্থে মধ্যেগেহমিত্যব্যয়ীভাবঃ। তথাচ সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ পার-মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা। পারমধ্যৌ শব্দৌ ষষ্ঠ্যন্তেন সহ সমস্যেতে। এদন্তত্বঞ্চানয়োর্নিপাত্যতে। পক্ষে ষষ্ঠীতৎপুরুষ" ইতি।

চতুঃশালোপান্তে তুরগগজশালাপরিবৃতং
সুরম্যারামস্থং বিকচকমলামোদি চ সরঃ।
মঠপ্রাসাদাদ্যৈরুপচিতবিশিষ্টদ্যুতিভৃতো
বিরাজন্তে পান্থাতিথিজনগৃহা১স্তস্য পুরতঃ ॥ *
মহালক্ষ্মীনারায়ণচরণপূজাদ্যবহিতাঃ
শুচিস্বান্তাঃ শান্তাঃ কতি কতি সুভৃত্যাশ্চ মিলিতাঃ
সমূহো দাসানামতিথিপরিচর্য্যাকৃতমতিঃ
করোতি প্রীত্যা চংক্রমণমভিতঃ সত্বরগতিঃ ॥ †

লঙ্কারাদি প্রতি গৃহেই শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মী যাঁর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, তাঁহার আর কিসের অভাব থাকে ?

* চতুঃশালার (চৌঘরার) নিকটে অশ্ব ও হাতিশালা পরিবৃত গৃহোদ্যানের মধ্যে বিকসিত কমলকাননের সৌরভে সুবাসিত সরোবরও শোভা পাইতেছে। এবং তাহার অগ্রভাগে মঠ (ছাত্রাদিনিলয়) এবং প্রাসাদ (দেবমন্দির) প্রভৃতি দ্বারা বিশেষরূপে সুশোভিত পথিক ও অতিথিগণের (অথবা পান্থ অর্থাৎ বিদেশগামী অতিথিগণের) আবাসস্থান সকল বিরাজমান রহিয়াছে।

† মহালক্ষ্মীর২ ও নারায়ণের চরণপূজাদি কার্য্যে অবিহিতচিত্ত কত কত বিশুদ্ধহৃদয় ও শান্তচিত্ত সদ্ভৃত্যগণ৩ উপস্থিত রহিয়াছে এবং দাসসমূহ৩

১। গৃহাঃ পুংসি চ ভূম্নোবেত্যমরঃ।

২। ইনি নারায়ণের প্রধান শক্তি শ্রীরাধার অংশভূত। তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। যন্মায়য়া মোহিতাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। বৈষ্ণবাস্তাং মহালক্ষ্মীং পরাং রাধাং বদন্তি তে। যদর্দ্ধাঙ্গা মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্য সা। ইতি।

৩। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীকে ভৃত্য কহে। গৃহমার্জ্জনাদিকারী নীচ কর্ম্মচারীকে দাস কহে। তথাচ। শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ। চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাসস্তু পঞ্চকঃ। শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ। এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহীতাদয়ঃ। কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেবচ। ইতি নারদঃ।

(ইতি সর্ব্বতোঽবলোক্য পূর্ব্বতোঽপ্যধিকতরবিস্ময়ভরেণ)

অহো বদান্যত্বমতীব তস্য
কারুণ্যসিন্ধোর্মম বান্ধবস্য।
সংকল্পিতার্থব্যতিরিক্তদানা-
দল্পীকৃতো যেন স কল্পবৃক্ষঃ॥ *

এবম্

"ময়োপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং
প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা॥" †

(ইত্যস্য বারংবারমাবৃত্তিং করোতি)

[পুনরন্যতো গত্বা ক্বচিদ্দেবমন্দিরাভ্যন্তরে দিব্যসিংহাসনোপরি
শ্রীরুক্মিণ্যা সহ স সহসা শ্রীহরিং রাজমানং
সৌদামিন্যা সহ ঘনমিব ভ্রাজমানঞ্চ দৃষ্ট্বা।
আনন্দাশ্রুস্তিমিতনয়নো মত্তকেকীব ভূয়ঃ
কে ও কে ও ইতি হ[১] বিবশো ভাষমাণঃ পপাত॥ ‡]

অতিথিগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত অতিশয় আহ্লাদিতমনে অর্থাৎ বিরক্ত না হইয়া দ্রুতগতিতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে।

* অহো! আমার সেই করুণাসিন্ধু বন্ধুর কি আশ্চর্য্য বদান্যতা। যিনি সংকল্পিতাতিরিক্ত বিষয় দান করিয়া সেই প্রসিদ্ধ কল্পবৃক্ষকেও অল্পীকৃত করিয়াছেন। যেহেতু কল্পবৃক্ষ সংকল্পিত (প্রার্থিত) বিষয় ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেন না।

† সেই মহাত্মা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) মৎকর্ত্তৃক উপনীত একমুষ্টি তণ্ডুলও প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ সৌদামিনী সহ নব জলধর যেন।
রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণেরে হেরি হেন॥

১। 'হ' স্ফুটম।

শ্রীকৃষ্ণঃ। সখে! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ (ইতি সুকোমলস্বকরকমলেন তদ্গাত্রং স্পৃশতি)

সুদামা। (শ্রীকৃষ্ণকরস্পর্শমাত্রেণ সংবিদং লব্ধ্বা)

ধারাধর ত্বমমৃতং ভবতাপশান্ত্যৈ
দাতুং ক্ষমোঽপি নিয়তং ন তু মে প্রদায়।
বিদ্যুন্নিভং সুচপলং বিভবং[১] প্রদর্শ্য
বজ্রাগ্নিশঙ্কিহৃদয়ং কিমু মাং করোষি॥ *

মত্ত ময়ূরের মত তিতি আঁখিজলে।
কেও কেও[২] বলিয়া পড়িল ভূমিতলে॥

* তুমি ধারাধর, সংসার সন্তাপের শান্তি নিমিত্ত নিয়তই অমৃত (মোক্ষরূপ জল)[৩] প্রদান করিতে পার (অর্থাৎ তুমি সামান্য ধারাধরের ন্যায় অন্যের অর্থাৎ পবনাদির বশবর্ত্তী নও); তথাপি তুমি আমাকে সেই "অমৃত" অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রদান না করিয়া চপলার ন্যায় সুচপল বৈভব প্রদর্শন করিয়া কেন

১। বিভবং সুচপলং কিন্তুতং বিদ্যুন্নিভং বিদ্যুৎসমং বেতি বাক্যার্থঃ। যথা চালঙ্কার-কৌস্তুভে। মৃদুলমপি শিরীষতুল্যমঙ্গং কমলসমং বিকসন্মুখং তবেদমিত্যাদি।

২। যদিও ব্রাহ্মণের বদন হইতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা নির্গত হওয়া নাটককর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত নহে, তথাপি মত্তাবস্থায় তাহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে; কারণ সে সময়ে অসাবধানতাপ্রযুক্ত দুই একটী অপভ্রংশ শব্দেরও উচ্চারণ হইয়া থাকে। অথবা হঠাৎ ব্যক্তিগ্রহ না হওয়াতে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী এবং তৎসহচর ব্যক্ত্যন্তরকে দেখিবামাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ "কিম্" শব্দের দ্বিবচনান্ত "কে"* এবং সম্বোধনবাচক "ও"† এই দুইটী শব্দ একত্র করিয়া বারম্বার উক্ত করিয়াছিলেন বিবেচনা করিতে হইবে। ময়ূরের সহিত সাদৃশ্য দর্শাইবার জন্য ঐ দুইটী শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেও এই শব্দটী অপভ্রংশ ও সংস্কৃত এই ভাষায় সমানার্থ হওয়াতে ইহাকে ভাষাসম বলা যাইতে পারে।

৩। এখানে শ্লিষ্টপরম্পরিত রূপকালঙ্কার হইল।

* অতএব "বন্ধেঽহনীষে" এই সূত্র দ্বারা সন্ধির নিষেধ হইল।
† ও সম্বোধন আহ্বানে স্মরণে চানুকম্পনে। ইতি মেদিনী।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (স্মিতশোভিতবদনঃ সন্) সখে! কিং নু[১] মম সন্দর্শনেনাপি পুনঃ সংসারদর্শনস্য চিন্তা? নহি নহি। অপিতু

মদ্দত্তং বৈভবং নৈব পুনর্ভবস্য কারণম্।
প্রত্যুতামৃতমেবাস্তি ভবব্যাধিবিনাশনম্॥ *

শ্রীমতী রুক্মিণী। আর্য্য! উচ্যতাং কিমস্মাৎ পরমিহ লোকে প্রার্থনীয়ম্।

সুদামা। (সগদ্গদম্) অয়ি মাতঃ!

আমাকে বজ্রাগ্নির ভয়ে ভীত করিতেছ? [ভাবার্থ এই যেমন বিদ্যুতের প্রকাশ হইলেই বিজ্ঞ লোকেরা তৎপশ্চাৎ ভাবী বজ্রপাতের আশঙ্কা করিয়া ভীত হন, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া হঠাৎ আলোকদর্শনে আহ্লা-দিত হয়; তেমনি বিষয় প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানী লোকেরা তাহাতে অবশ্যম্ভাবী বিরহহেতুক দুঃখের সম্ভাবনা করিয়া শঙ্কাকুল থাকেন। কিন্তু মূঢ় লোকেরা তাহাতে আপাতরমণীয় সুখের অনুভব করিয়া মহা হৃষ্ট হইয়া থাকে]

* আমি যে বৈভব প্রদান করি তাহা কথনই 'পুনর্ভবের' জন্মান্তরের কারণ হইতে পারে না (অর্থাৎ তাহা কথনই সংসারজনক মোহের হেতু হইতে পারে না)। প্রত্যুত তুমি যে অমৃতের কথা কহিলে, ইহাও সেই ভবরোগ-বিনা-শন 'অমৃত' অর্থাৎ ঔষধস্বরূপ হইয়া থাকে[২]। (যেমন সরসঘৃতাদিমিশ্রিত দ্রব্যাদি জ্বরাদি রোগের বৃদ্ধিকর হইলেও তাহা সদ্বৈদ্য কর্তৃক রসায়নৌষধরূপে প্রস্তুত হইয়া প্রদত্ত হইলে তদ্দারা জ্বরাদি রোগের শান্তি হয়, তেমনি ঐহিক সম্পত্তি সংসারবন্ধনের কারণ হইয়াও যদি ভগবদিচ্ছাক্রমে লব্ধ অর্থাৎ ন্যায্যোপায় দ্বারা সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে নিয়োজিত হইয়া সংসারবিমোচনের হেতু হইয়া থাকে)

১। "কিং নু" অত্যাশ্চর্য্য এই অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

২। অতএব এতাদৃশ বিষয়কেই শাব্দিক পণ্ডিতেরাও "অমৃত" কহিয়াছেন যথা "অমৃতং ধনম্" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

অপৃথুপৃথুকান্নস্য প্রদানেনাপ্তবানহম্।
ঐশ্বর্য্যং পৃথুরাজস্য কিমু প্রার্থ্যমতঃ পরম্॥ *

তথাপীদমস্তু।

কর্ম্মফলানুরূপঞ্চেৎ পৃথগ্রূপং ভবেন্মম।
তথাপি ন পৃথগ্ভূয়াদ্যুবয়োশ্চরণান্মতিঃ॥ †

* হে মাতঃ! আমি যৎকিঞ্চিৎ পৃথুকান্ন প্রদান করিয়া এই পৃথুরাজ[১]-তুল্য ঐশ্বর্য্যকে লাভ করিলাম। অতএব ইহার পর আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে?

† যদি আমার স্বকর্ম্মফলানুরূপ পৃথক্ ‘রূপ’ আকার[২] হয়, অর্থাৎ যদি আমায় পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাদিগের উভয়ের চরণ হইতে আমার মন যেন ‘পৃথক্’ স্বতন্ত্র না হয়, অর্থাৎ মন যেন ঐ চরণেতেই লীন হইয়া থাকে[৩]।

১। ইনি পৃথিবীর আদি রাজা ছিলেন। ইঁহার তুল্য ঐশ্বর্য্যবান্ আর কোন রাজাই হন নাই।

২। রূপং স্বভাবসৌন্দর্য্যনামকে পশুশব্দয়োঃ। গ্রন্থাবৃত্তৌ নাটকাদাবাকারশ্লোকয়োরপীতি মেদিনী।

৩। ইহাকেই মুমুক্ষু যোগীদিগের যোগসাধনের চরম ও পরম ফল বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে “আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ্যাবিশিষ্টা যা মনোগতিঃ। তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥ যদ্যন্তরায়দোষেণ দূষ্যতে চাস্য মানসম্। জন্মান্তরৈরভ্যসতো মুক্তিঃ সর্ব্বস্য জায়তে”॥ ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের চরণই ব্রহ্মপদার্থ; যেহেতু “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের পাদপদ্ম ও তাঁহার নিত্যধামকে তত্ত্বদর্শীরা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও তাহাকে বিষ্ণুর পরম পদও কহেন। তথাচ বৈষ্ণবে। প্রধানপুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ইতি। স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে। অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাংশে যান্তি হেতবঃ॥ যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্॥ বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি চ।

এবং সর্ব্বলোকহিতায়েদমপি। তথাহি

কালে কালে বিতরতুতরাং বারিদো বারি ভূরি
ক্ষমা শস্যাঢ্যা ভবতু চ নৃপাঃ সন্তু সন্তুষ্টচিত্তাঃ।
দুর্ভিক্ষঞ্চ প্রবলমরুদাদ্যঞ্চ মারীভয়ঞ্চ
মা ভূদেব ক্বচিদপি পুনর্দেবি যুষ্মৎপ্রসাদাৎ॥ *

উভৌ। (স্মেরাননৌ ভূত্বা) তথাস্তু তথাস্তু।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

অথ পুনঃ সূত্রধারস্য প্রবেশঃ১

সূত্রধারঃ। (সোল্লাসচিত্তম্)২

ধাত্রী ধাত্রী স্বয়মপি কিমুৎপত্তিকালেঽস্য জাতে-
ত্যানন্দেনাদ্ভুতহরিহরিধ্বানমন্তঃপুরেঽভূৎ।

* হে দেবি! আবার সকল লোকের হিতের নিমিত্ত ইহাও প্রার্থনীয় যে তোমাদিগের উভয়ের প্রসাদাৎ মেঘ যেন সময়ে সময়ে বারি বিতরণ করে; পৃথিবী যেন বহুশস্যপূর্ণা হন; রাজগণ সন্তুষ্টচিত্ত অর্থাৎ লোভশূন্য হন

১। যদিও ইহা প্রাচীন নাটকের রীত্যনুযায়ী নহে, তথাপি এক্ষণে নবীন নাটক রচনাকর্ত্তারা প্রায় সকলেই এই প্রকার নূতন রীতির অনুগামী হইয়াছেন। এজন্য আমিও ঐ নূতনাবিষ্কৃত প্রণালীর অবলম্বন করিলাম। যেহেতু যাহা সহৃদয়গণের হৃদয়াপকর্ষক না হয়, এমত কোন নূতন বিষয়ের প্রকাশ করাতে দোষ নাই, বরং তাহা আলঙ্কারিক পণ্ডিতদিগের মতানুমোদিত বটে। তথাচ কাব্যাদর্শে। কবিভাবকৃতং চিহ্নমন্যত্রাপি ন দুষ্যতি। সুখ-মিষ্টার্থসংসিদ্ধৌ কিং নহি স্যাৎ কৃতাত্মনাম্। ইতি। কেবল নাগানন্দের শেষে—"তথাপীদমস্তু ভরতবাক্যম্" এই সকল কথা যে লেখা আছে ইহা দ্বারা নাটকের শেষেও সূত্রধারাদির বাক্য কখনও সম্ভব হইতে পারে।

২। অতঃপর যে সকল শ্লোকাদি লিখিত হইল, ইহা সমুদয় শ্রীযুক্ত রামনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত। মধ্যে মধ্যেও তাঁহার শ্লোক আছে; তাঁহার এখন পাঠ্যাবস্থা, তিনিই এই নাটকের সূত্রধার।

তন্মাহাত্ম্যাদিব হরিকথাকৃষ্টহৃজ্জন্মতো য-
স্তস্যৈবেয়ং কৃতিরপি হরের্দাস ইত্যাদৃতস্য ॥ *

(প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার কর ধার্য্য না করেন)১ ; এবং এমন দুর্ভিক্ষ ঝটিকা ও মারীভয় যেন আর কথনই না হয়।

* ইহাঁর উৎপত্তিসময়ে ধাত্রী (পৃথিবী) কি স্বয়ং ধাত্রী হইলেন ? এই প্রকার মনে করিয়াই আনন্দেতে অন্তঃপুর মধ্যে অদ্ভুত হরি হরি ধ্বনি হইয়াছিল।২ বোধ হয় যেন৩ সেই হরিধ্বনির মাহাত্ম্যক্রমে যিনি জন্মাবধি হরি কথায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন৪ এই গ্রন্থখানিও, সেই "হরির দাস" বলিয়া সমাদৃত কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত।

১। যদিও রাজ্য রক্ষার নিমিত্তও সর্ব্বদা ধন সঞ্চয় করার প্রয়োজন ; এজন্য "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ" এই বাক্যে নীতিশাস্ত্রে রাজাদিগকে সন্তুষ্টচিত্ত অর্থাৎ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট ভিক্ষুদিগের ন্যায় নির্লোভচিত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন বটে ; তথাপি প্রজাদিগের অনভিমতে ধনাহরণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করাই "রাজন্" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে রাজেতি জনরঞ্জনাদিতি।

২। বৃত্তান্ত এই, এই গ্রন্থকর্ত্তার জন্ম সময়ে কোন ধাত্রী উপস্থিত ছিল না ; ইতি অনায়াসেই স্বয়ং ভূমিষ্ঠ হন্। ইহাতে অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই হঠাৎ আনন্দধ্বনি করাতে ইহার পিতা তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পুত্র সন্তান হইয়াছে। অতএব সন্তান জন্মাইবার পূর্ব্বে পিতার অন্তঃকরণে যেরূপ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা কিছুমাত্র না হওয়াতে তিনি হর্ষপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে সকলে মিলিত হইয়া হরিধ্বনি করিয়াছিল এবং তদনুসারে ইহাঁর নামও রক্ষিত হইয়াছিল। জন্মকালে উলূলূ ধ্বনি ব্যতীত হরিধ্বনি হওয়ার কথনই সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহাঁর জন্মকালে যে হরিধ্বনি হইয়াছিল ইহা একটী অদ্ভুত ব্যাপার বটে।

৩। মূলস্থ "ইব" শব্দটী উৎপ্রেক্ষাব্যঞ্জক ; তথাচ কাব্যাদর্শে "মন্যে শঙ্কে ধ্রুবং প্রায়োনূনমিত্যেবমাদিভিঃ। উৎপ্রেক্ষা ব্যজ্যতে শব্দৈরিব শব্দোঽপি তাদৃশ" ইতি।

৪। মূলস্থ "অপি" শব্দটী অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে প্রয়োজিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা ইহা জানাইতেছে যে "সংস্কৃত কোকিল দূত"খানিও ইহাঁর প্রণীত। এতদ্ভিন্ন শব্দ, অলঙ্কার, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক কয়েক খানি গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছেন। এবং ইনি সম্প্রতি "কবিসমর

সম্প্রতি তস্য মহোদয়স্যাভ্যুদয়ার্থমেতন্নারায়ণস্তোত্রসমুদিতং পঠ্যতে। তথাহি

সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং নিরুপমপরমোদারকারুণ্যপূর্ণং
বামোরুন্যস্তলোলা[১]মুখকমলললল্লোচনং লোকপালম্।
অধ্যাসীনং খগেন্দ্রং সজলজলধরশ্যামলং পদ্মমালং
বন্দে নারায়ণং তং ধৃতকমলগদাশঙ্খচক্রং করাব্জৈঃ ॥ ১ ॥
বন্দ্যং বৃন্দারকাদ্যৈর্নবযবসরুচিং[২] সচ্চিদানন্দরূপং
স্বাত্মারামৈর্মুনীন্দ্রৈঃ কথমপি হৃদয়ে স্থাপিতং ভক্তিযোগাৎ।
তত্ত্বাতীতং মহত্ত্বস্মিতমুখকমলং জানকীনন্দকন্দং[৩]
নাথ ত্বাং যুদ্ধবীরং দশমুখনিধনে রামরূপং ননামি ॥ ২ ॥
বন্দে বৃন্দাবনে ত্বাং ব্রজকুলললনালাস্যলীলাবিলাসং
রাধাপ্রেমপ্রমুগ্ধং মণিমুকুটলসচ্চারুবর্হাবতংসম্।
নীলাশ্মৌঘপ্রকাশং মধুররসনিধিং বিদ্যুদাভাসবাসং[৪]
গোবিন্দং গোপবেশং যদুকুলতিলকং গোকুলানন্দমূর্ত্তিম্ ॥ ৩ ॥
সান্দ্রানন্দং সুরেন্দ্রৈঃ করকমলপুটৈঃ স্তূয়মানং সমন্তাদ্
দেবং কারুণ্যসিন্ধুং শমদমনিরতং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপম্।
মিথ্যাত্বং দর্শয়ন্তং জগদুপকৃতয়ে কর্ম্মকাণ্ডশ্রুতীনাং
ত্বাং দুষ্টান্ মোহয়ন্তং বিরতপশুবধং বুদ্ধরূপং স্মরামি ॥ ৪ ॥

নিরূপণ" (যাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের বর্ত্তমান সময় নিরূপিত হইয়াছে) নামক গ্রন্থও প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১। লোলা লক্ষ্মীরিতি। সতৃষ্ণে চঞ্চলে লোলা জিহ্বাকমলয়োঃ স্ত্রিয়াম্। ইতি মেদিনী।

২। নবদূর্ব্বাদলশ্যামম্।

৩। আনন্দমূলম্।

৪। বাসঃ অকারান্তঃ বস্ত্রমিত্যমরটীকা।

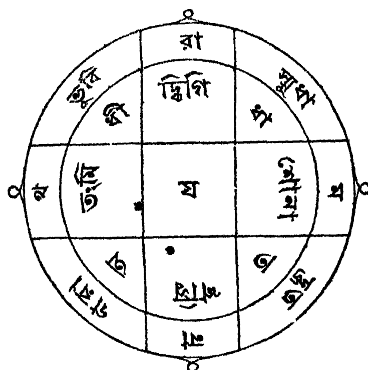
পুণ্যপ্রেমাশ্রুপাদ্যৈঃ প্রণয়সরসিজৈর্ভক্তিগন্ধেন সম্যগ্-
গাঢ়াসক্তিপ্রযুক্তৈঃ সুললিতবলিভিঃ প্রেমনৈবেদ্যদানৈঃ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং মহস্তৎ স্তুতিনতিরতিভিঃ পূজয়িত্বা মনস্ত্বং
দত্ত্বাত্মানং চ তস্যাভয়দপদযুগে দক্ষিণান্তং বিধেহি ॥ ৫ ॥
কস্ত্বাং স্তোতুং সমর্থস্তব গুণগণনাং কোঽপি শক্তো ন কর্ত্তুং
কর্ত্তুং চেষ্টা[1] তথাপি স্তবনমনুদিনং বর্ত্ততে মামকীনা।
তেনাহং নৈব নিন্দ্যস্তব চরণরতির্মূঢ়ধীরত্র বিষ্ণো
তস্মাস্নেহপূতমেতদ্বচনমপি হরে ত্বৎস্তুতৌ নির্ম্মলং স্যাৎ ॥ ৬
ত্বং ক্ষৌণী ব্যোম বহ্নির্জলমসি পবনশ্চন্দ্রমাশ্চণ্ডরোচি-
স্ত্বঞ্চ ব্রহ্মা পুরারির্ভয়মভয়মপি ব্যক্তমব্যক্তমেব[2]।
ত্বং ব্রহ্মাণ্ডপ্রপঞ্চং সৃজসি চ হরসি স্থাপয়স্যন্তরালে
কালব্যালাবলীঢ়ং পতিতমপি কুরু স্বীয়দাসং প্রভো মাম্ ॥ ৭
আয়ুঃ কল্লোললোলং জলজদলজলস্পর্দ্ধিনো বন্ধুবর্গা
লক্ষ্মীঃ সংকল্পকল্পা জলদগততড়িদ্বিভ্রমা যৌবনশ্রীঃ।
রোগাগারং শরীরং তদপি চ মনুজৈর্মায়য়া তে বিমুগ্ধৈঃ
সংসারাসক্তচিত্তৈঃ ক্ষণমপি ন বিভো চিন্তিতঃ শাশ্বতস্ত্বম্ ॥ ৮
হে প্রাণেশ প্রসীদ প্রণতজনমমুং মোহিতং রক্ষ মোহাদ্-
ধর্ম্মে বুদ্ধিং বিধেহি[3] প্রবলতরমঘং সংহরাশেষরূপ।
ভক্তিস্ত্বৎপাদপদ্মে মম ভবতু সদা প্রার্থয়ে দীনবন্ধো
সাধূনামেকবন্ধুস্ত্বমসি মুরহর ত্বং গতিঃ পাপিনাঞ্চ ॥ ৯ ॥

১। অত্র কথিতপদদোষো নাশঙ্কনীয়ঃ। বিহিতানুবাদ্যত্বেন তস্য পরিহরণীয়ত্বাৎ।
২। ব্যক্তং জগৎ স্থূলাবস্থা। অব্যক্তং প্রধানং সূক্ষ্মাবস্থা।
৩। বিদেহীতি বা পাঠঃ।

বৃন্দারণ্যে[১] বরেণ্যব্রজকুলসুদৃশাং চারুবেণীং প্রণীয়
প্রোদ্যন্মল্লীপ্রমোদং বিলুলিতমধুপং[২] শীলয়ন্ মাল্যমস্যাম্।
চঞ্চন্মাধুর্য্যসিন্ধুঃ প্রমুদিতমদনো মাধবো মাধবীভি[৩]-
র্যত্নান্নূত্নৈঃ প্রসূনৈর্বিরচিতশয়নে ত্রায়তাং নঃ শয়ানঃ ।। ১০ ।।

(ততঃ সামাজিকান্ প্রতি প্রস্তুতস্য বন্ধস্য প্রতিমূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা পঠতি)

চক্রবন্ধঃ[৪]



১। নিত্যবৃন্দাবনে। ২। বিলুলিতাস্তরলিতাঃ মধুপা যত্র তৎ। বিলুলিতস্তরলিত- ইতি ভূরিপ্রয়োগঃ।

৩। মাধবস্য পত্নী মাধবী অর্থাৎ গোপিকা। তথাচ গোপালতাপনীয়ে গোপীঃ প্রতি দুর্ব্বাসাঃ। স বো হি স্বামী ভবতীতি। রাসপ্রসঙ্গে চ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ "কৃষ্ণবধ্ব" ইতি প্রাহ। এইটী যথার্থ তত্ত্ব হইলেও প্রকট লীলাতে রসের আধিক্যহেতু যোগমায়ার প্রভাবে পরকীয়াভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

৪। এইটী শ্রীকৃষ্ণের করস্থ কালচক্র। ইহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া উপাসনা করা যাইতেছে। ইনি যেন আর কুটিল গতিতে না চলেন।

যদ্ধি গিরা যশো নাম যশস্বিনায়তং মিথঃ১।
ভুবি ধীরাস্সুধাধাম তদ্ব্রূত নাগরা অথ ॥*

* যে কোন যশস্বী ব্যক্তি অর্থাৎ কবিজন২ বাক্যের দ্বারা যে যশকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সুধাময় যশের কথা হে নাগরগণ! (রসবিদগ্ধ জন সকল।) আপনারা পরস্পরকে বলিতে থাকুন। অর্থাৎ পূর্ব্বতন কবিদিগের যশো বর্ণনা দ্বারা অধুনাতন কবিদিগকে প্রোৎসাহিত করুন্। (এখানে মূলস্থ "অথ" শব্দটীর অর্থ অনন্তর এবং মঙ্গল; এজন্য ইহা মঙ্গলসূচনার্থ গ্রন্থের শেষে প্রয়োজিত হইয়াছে। মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্নেষ্বথো অথেত্যমরঃ।)

১। নানুস্বারবিসর্গৌচ চিত্রভঙ্গায় সম্মতাবিতি পূর্ব্বমুক্তম্।

২। অত্র বহুত্বেঽপ্যেকবচনং জাতিবিবক্ষয়া সম্পন্নো যবঃ ইতি বৎ। তথাপি বহুত্বং বোধয়ত্যেব জাত্যা ব্যক্তিনাং ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতএব জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যামিতি পাণিনিসূত্রম্।

বিজ্ঞাপন

৺হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কমলা-করুণাবিলাস নাটক ব্যতীত নিম্নলিখিত দুই খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সংস্কৃত-কোকিলদূতম্ (কাব্য) শীঘ্রই দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইবে।

২। ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ

শেষোক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কতিপয় সংবাদপত্র ও পণ্ডিতগণের মত

বঙ্গবাসী, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

বহুকাল পরে এরূপ একখানি বহু গবেষণাপূর্ণ, বহুচিন্তাপ্রসূত, বহুশ্রমসাধ্য গ্রন্থ সমালোচনা করিতে পাইয়া "অমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় গ্রন্থের নাম করণেই" পরিস্ফুট; তাহার অন্য পরিচয় দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গুণাঢ্য হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত এই আলোচনার বিষয়ীভূত। আজ বাইশ বৎসর হইল এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আজ বাইশ বৎসর পরে, গ্রন্থকারের পরলোকান্তে, তাঁহার কৃতী ও উপযুক্ত পুত্র বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক তাঁহার পিতৃকীর্ত্তির স্থায়িত্ব বিধান করিলেন। এই বাইশ বৎসরের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে; সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এই গ্রন্থে প্রকটিত কোন কোন মতের ও নির্দ্ধারণের সহিত এক্ষণে দ্বৈধ উপস্থিত হইবে। যশোদা বাবু যেরূপ সুশিক্ষিত ও সদ্বিবেচক, তাহাতে তিনি, ইচ্ছা করিলেই এই মতদ্বৈধের কারণ অপনোদিত করিতে পারিতেন। তিনি যে তাহা না করিয়া তাঁহার পিতৃদেবের কীর্ত্তি অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, ইহা ভালই করিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের পথ পরিষ্কার রাখিয়াছেন। গ্রন্থকার যে স্বদেশ ও স্বভাষায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন,

তাহাতে সন্দেহ হইতে পারেনা; সে অনুরাগ না থাকিলে এত পরিশ্রম কেহ স্বীকার করেনা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে। কথাটা এই যে, এই প্রেত নাটক ও প্রেতন্যাসের রাজত্বকালে এই চিন্তাপূর্ণ ও ও সচিন্তপাঠ্য গ্রন্থের পাঠক যুটিবে কি? যদি না যুটে, সেটা বাঙ্গালি জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য ও দুর্নামের কথা। ভরসা করি, যে দুর্ভাগ্য ও দুর্নাম আমরা এড়াইতে পারিব।

সময়, ৩০ বৈশাখ, ১৩০৩

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আধুনিক কাল (গ্রন্থকারের মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত ১৬১ জন সংস্কৃত কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিতে কত পুস্তক পড়িতে হইয়াছে, কত অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, তাহা পাঠক অনুমান করিতে পারেন। এক জন বাঙ্গালী যে এত বৃহৎ ব্যাপারে হস্ত দিতে পারেন, ইহা আমাদের পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। আমরা এই গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। ৺হরিমোহন বাবু সংসার মধ্যে নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও কি প্রকারে এই দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি অতি অল্পকাল ৪৬ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে ছিলেন; এই বয়সের মধ্যেই তিনি এই সুবৃহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এতগুলি কবির জীবনী লেখা দূরে থাকুক, তাঁহাদের রচিত পুস্তক পাঠ দূরে থাকুক, বোধ হয় এমন কোন এদেশীয় পণ্ডিত নাই, যিনি এই গ্রন্থলিখিত কবিদিগের সকলের নাম করিতেও সক্ষম। বলা বাহুল্য, এত বড় কার্য্যে অনেক দোষ ও ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। আর গ্রন্থকার স্বয়ং যখন স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে অনেক ভ্রম আছে, তখন তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিবনা। তবে এই মাত্র বলি ইহাতে যে সকল আধুনিক কবির নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কবি উপাধি পাইবার যোগ্য নহেন। আবার ৺রামধন ন্যায়ভূষণ, বনমালী তর্কালঙ্কার, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ইত্যাদি বহু নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় হরিমোহন বাবুর উপযুক্ত পুত্র যশোদানন্দন বাবু যদি এই সকল অভাব মোচন করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোকের কার্য্য হইত। বোধ হয় যশোদানন্দন বাবু তাঁহার পিতার লেখায় কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না মনে

করিয়া এরূপ সংশোধন করেন নাই। গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণ অতি পরিপাটী হইয়াছে। তবে আক্ষেপের বিষয় এই, আমাদের দেশে এরূপ গ্রন্থের আদর নাই। বিলাত হইলে ইহা মুদ্রাঙ্কণ হইবামাত্র বিক্রয় হইয়া যাইত।

এডুকেশন গেজেট, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬

এরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় আর নাই। ইহাতে অতি প্রাচীন কালের কাব্য হইতে জীবিত সংস্কৃত কবি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের "সতী-পরিণয়ম্" এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চূড়ামণির "কাব্যপেটিকা" পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। পুস্তকখানি স্বর্গীয় গ্রন্থকারের অনেক পরিশ্রমের ফল; নমুনা স্বরূপে একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পুরোহিত ও অনুশীলন, ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিদিগের লিখিত কোন বৃত্তান্ত নাই। পূর্ব্বে আমাদের এতাদৃশ বিষয়ের বিবরণে ততটা আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল না। বিদেশীদের সমাগমে আমরা পুরাকালের প্রত্যেক বিষয় অবগত হইতে এখন ব্যস্ত ও যত্নপর। এই শ্রেণীয় চেষ্টার অন্যতম ফল—এই "ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ"। প্রতীচ্য দেশবাসী মহাত্মগণ এবং বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল-কারী ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সর্ব্বজনপরিচিত অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ও বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিগণ, প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহে কবিশ্রেষ্ঠদিগের যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তহাই নেত্রগোচর হয়। তদ্ভিন্ন কত কবি নীরবে ভারতে আসিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা সংখ্যা করা যায়না, বলিলেও চলে। যাঁহারা স্বীয় প্রতিভাবলে সর্ব্বলোকপরিচিত হইতেন, তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত কোন পুস্তকে অর্দ্ধ ছত্র বা এক পঙ্ক্তি মাত্র দেখিতে পাই। আবার তাহাও কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। কবিদিগের স্বরচিত পুথিতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত ও সময় নিরূপণ করিবার পক্ষে এক মাত্র ভরসাস্থল। বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, এখন আধুনিক কবিদিগের জীবন বিবরণ লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

এই পুস্তক সংগ্রহে স্বর্গীয় গ্রন্থকারের যথেষ্ট যত্ন ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তক অল্প দিনে রচিত হয় নাই। ইহা বহু দিনের গবেষণার ফল। * * * * । যাঁহারা প্রাচীন কবিদিগের বিষয় জানিতে ইচ্ছু, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে নিরানন্দ হইবেন না। পুস্তকের ভাষা, চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বের হইলেও, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত।

পরিশেষে প্রকাশক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রকাশক শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন প্রামাণিক, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, গ্রন্থকারের কৃতী সন্তান। তিনি কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে আইনব্যবসায়ী। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি স্বর্গীয় পিতৃদেবের শুভাশীর্ব্বাদপাত্র ও আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তির নিদর্শন, এই পুস্তক প্রচারে সুব্যক্ত।

The Bengalee, 28th December, 1895.

The country ought to be grateful to Babu Jasodanandan Pramanik, M. A., B. L., for giving out to the public his father's posthumous work, which is a chronological account of nearly two hundred poets. The account begins with poets some of whom flourished in the ante-Vikramaditya age of Indian literature and ends with writers in classic sanskrit some of whom are living amidst us yet. The author himself was a Sanskrit poet of no mean merit, and an edition of his poem, the Kokiladuta was before the public several years ago. The treatment accorded to each poet in the present work, though necessarily brief, is thorough ; and the amount of scholarship brought to bear upon the subject is without doubt surprising. The scope of the work and the treatment are the author's own; and while guiding himself by all the light that the European research of his day in the dark field of Indian chronology had to throw, the author had sufficient confidence in his own conclusions to put boldly forth, and marshal evidence in favour of, the views that his own researches had led him to. In points of Indian chronology there are hardly statements that can yet be regarded as final ; and results of recent research would

have led the author, had he been living to-day, to modify his conclusions in certain places. As it is, the present work is not merely remarkable as being unique of its kind in the whole range of Bengali literature, but has a far wider interest as a valuable, independent and original contribution to the ever-growing literature of Indian antiquities.

The Calcutta Gazette, June 17, 1896.

A short account of the Sanskrit poets of India, beginning with Gunadhya, the writer of the Vrihat-Katha, and ending with the author himself, who wrote in Sanskrit a poem called the Kokiladuta. Though the chronological portion of the book is open to criticism, there can be no doubt that it shows a good deal of patient research and contains a mass of interesting information regarding the earlier poets. It is written in good correct Bengalee. The author is not living, and the werk under notice has been published by his son, a well-known High Court pleader.

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঢাকা

"ভারতবর্ষের কবিদিগের সময়নিরূপণ" প্রকৃতই অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। যদিও ইহাতে অনেক অভাব ও অপূর্ণতা আছে, কিন্তু এখনকার বঙ্গে এরূপ গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই অপূর্ব্ব। আমি গ্রন্থখানি নিত্য ব্যবহারের জন্য নিকটে রাখিয়াছি এবং ইহা পাঠ করিয়া প্রকৃতই সুখী হইয়াছি।

Extract from a letter of Mr. R. C. Dutt, B. C. S., dated the 23rd of July 1896.

I will read your father's work and consult it with the greatest interest and profit. There are many things in the book connected with the lives of the authors of a deeply interesting nature, which your father has brought together in a convenient shape. And even the traditions and stories connected with these ancient authors have an interest and a value.